সম্পর্ক ভেঙে গেলেও জীবন থেমে থাকে না: লোপেজ পৃষ্ঠা ৩৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 30 July 2026, 10th Year, Issue 489, 40 Pages

শিশুদের জন্য নতুন সোশ্যাল মিডিয়া নীতি নিউইয়র্কে পৃষ্ঠা ৪

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৬ সফর ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৯, পৃষ্ঠা ৪০

সিনেট শুনানিতে ফাউচিকে ঘিরে আমেরিকার নতুন রাজনৈতিক যুদ্ধ

পঞ্চম সংশোধনীর নীরবতা

ফাউচির নীরবতা শেষ পর্যন্ত এমন এক অতি-দলীয় নাটকের জন্ম দিল, যেখান থেকে ভাইরাসের উৎস নিয়ে নতুন কোনো তথ্য বেরিয়ে আসেনি।

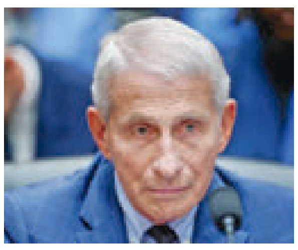

ডা. অ্যান্থনি ফাউচি

ইব্রাহীম চৌধুরী

ওয়াশিংটনের সিনেট শুনানি কক্ষে ২৯ জুলাই বুধবার যা ঘটল, তা আমেরিকার রাজনৈতিক থিয়েটারের এক অনন্য অধ্যায় হয়ে থাকবে। এমন এক মানুষ, যিনি এক সময় প্রতিদিন হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিং রুমে দাঁড়াতেন। শুধু একটি আতঙ্কিত জাতিকেই নয়, বিশ্বকেও কোভিড মোকাবিলার পথনির্দেশনা দিতেন। তিনিই কংগ্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে বেছে নিলেন নীরবতার আশ্রয়। প্রশ্নের উত্তরে ৫০ বার বলেছেন তার নিরুত্তর থাকার আইনগত অধিকারের কথা।

ডা. অ্যান্থনি ফাউচি, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ। সিনেটের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির শুনানিতে তিনি সিনেটরদের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অধিকার প্রয়োগ করে তিনি মুখ বন্ধ রাখেন। ফাউচির আশঙ্কা ছিল, রিপাবলিকানরা তার সাক্ষ্যকেই ব্যবহার করতে পারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে তাকে ফাঁসাতে। শুনানির বিষয় ছিল কোভিডের উৎস এবং মহামারি মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা। কিন্তু ফাউচির নীরবতা শেষ পর্যন্ত এমন এক অতি-দলীয় নাটকের জন্ম দিল, যেখান থেকে ভাইরাসের উৎস নিয়ে নতুন কোনো তথ্য বেরিয়ে আসেনি। বেরিয়ে এসেছে আমেরিকার দুই রাজনৈতিক দলের সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি বয়ান।

দৃশ্যটা কল্পনা করুন—প্রায় একশোরও বেশি প্রশ্নের উত্তরে একই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

জাতিসংঘে প্রথমবার ভাষণ দেবেন তারেক রহমান

সভাপতিত্ব করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মিনহাজুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সফর করবেন। সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি হবে তাঁর প্রথম নিউইয়র্ক সফর। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবারই প্রথম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের। এবারের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ, ৮১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার শঙ্কা

ইরানে আবার হামলা

নতুন দফার হামলা পর সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে। হরমুজ প্রণালীর যৌথ তদারকিতে ওমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান।

সিএনএন ও আল-জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে ইরান। নতুন দফার হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা জোরালো হয়েছে।

এর আগের দিন ইরাকে ইরানের মিত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর সৌদি আরব হামলা চালিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রকে পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরান। পাশাপাশি উত্তপ্ত হচ্ছে আঞ্চলিক হামলার পরিস্থিতি। এদিকে এ যুদ্ধে মিশরের জড়িয়ে পড়ার শঙ্কাও দেখা দিয়েছে। বুধবার দেশটির একটি প্রাকৃতিক গ্যাস বোঝাইয়ের বন্দরে থাকা একটি জাহাজে বড় বিস্ফোরণ ঘটেছে।

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) বুধবার রাতে জর্ডানে অবস্থিত একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে চালানো হামলার ভিডিও প্রকাশ করেছে। তাদের দাবি, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ‘আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের’ জবাবে পরিচালিত প্রতিশোধমূলক হামলা।

নতুন দফার হামলা পর সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন হামলায় ইরানের কেশম দ্বীপে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখা গেছে।

অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীর যৌথ তদারকির জন্য ওমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ডামাডোলে নতুন করে যুক্ত হয়েছে মিশর। বুধবার দেশটির একটি প্রাকৃতিক গ্যাস বোঝাইয়ের বন্দরে থাকা একটি জাহাজে বড় বিস্ফোরণ ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন একটি মজুত ট্যাংকারে বিস্ফোরক সমৃদ্ধ ড্রোন আঘাত করলে এই বিস্ফোরণ হয়। এতে জাহাজটিতে আগুন লেগে যায়। আগুনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পাশে থাকা আরেকটি জাহাজেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এ খবর দিয়েছে ডন অনলাইন। সমুদ্র বাণিজ্য বিষয়ক তিনটি সূত্র এ খবর নিশ্চিত করেছে। বৃটিশ সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান অ্যামব্রে জানায়, জাহাজটিতে থাকা ক্রু

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বিবিসির বিশ্লেষণ

উভয় সংকটে সৌদি আরব

সৌদি আরব এখন এক কঠিন উভয় সংকটে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে সৌদিরা যতটা সম্ভব এই সংঘাতের বাইরে থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন তিন দিক থেকে হামলার শিকার হওয়ার পর সৌদি আরবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। চলতি সপ্তাহে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ইরান-সমর্থিত ইরাকি প্রক্সি মিলিশিয়াদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS · WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা · কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq. · Usman Ahmed, Esq.
AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419
www.ahmedattorneys.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills   Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লুভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

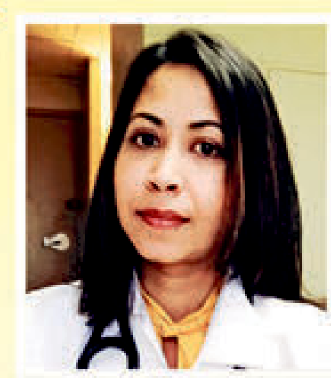

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

আসিফ মুর্তজা

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

অ্যালগরিদমিক ফিডে লাগাম, শিশুদের জন্য নতুন সোশ্যাল মিডিয়া নীতি নিউইয়র্কে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নতুন বিধিনিষেধ চূড়ান্ত করেছে অঙ্গরাজ্য সরকার। গভর্নর ক্যাথি হোকুলের স্বাক্ষরিত ‘সেইফ ফর কিডস অ্যাক্ট’র আওতায় প্রণীত চূড়ান্ত বিধিমালা অনুযায়ী, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের অ্যালগরিদমভিত্তিক কনটেন্ট ফিড দেখানো যাবে না এবং রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত নোটিফিকেশন পাঠানো নিষিদ্ধ থাকবে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস যৌথভাবে নতুন বিধিমালার ঘোষণা দেন। এটি ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ফেসবুক, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স (সাবেক টুইটার) এবং ইউটিউবসহ বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শিশু-কিশোররা বন্ধু, পরিবার বা নিজেদের পছন্দের পেজের কনটেন্ট দেখতে পারবে, তবে প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম তাদের দীর্ঘ সময় ধরে অনলাইনে রাখতে যে কনটেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখায়, তা আর ডিফল্টভাবে দেখানো যাবে না।

অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস বলেন, “প্ল্যাটফর্মগুলো আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের এমন ফিডে যুক্ত করতে পারবে না, যা শুধু তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে।” ব্যবহারকারীর বয়স যাচাই করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো সরকারি পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে পারবে। তবে এর পাশাপাশি বিকল্প অন্তত একটি পদ্ধতি রাখতে হবে। যেমন ছবি বা ভিডিও আপলোডের মাধ্যমে যাচাই কিংবা ই-মেইল বা ফোন নম্বর অন্য তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বয়স নিশ্চিত করা। যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে মুছে ফেলতে হবে এবং ব্যবহৃত পদ্ধতির নির্ভুলতাও নিশ্চিত করতে হবে। গভর্নর হোকুল বলেন, “সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিগুলো যদি বলে তারা ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারী শনাক্ত করতে পারে না, তাহলে তাদের প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সেই সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।” অন্যদিকে প্রযুক্তি খাতের সংগঠন টেক:এনওয়াইসি এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তার লক্ষ্যকে সমর্থন করে। তবে বয়স যাচাইসহ আইনের বিভিন্ন বিধান বাস্তবে কার্যকর এবং পরিবার ও ব্যবহারকারীদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাহীন হওয়া নিশ্চিত করা জরুরি। চূড়ান্ত বিধিমালা চলতি সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিগুলোকে নতুন নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য ছয় মাস সময় দেওয়া হবে। আগামী জানুয়ারি থেকে আইনটি পুরোপুরি কার্যকর হবে।

জনগণের স্বার্থের বিপরীতে কিছু করলে দায়ভার সরকারের ওপরই পড়বে: মান্না

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি সরকারের সাফল্য চাইলেও তার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে গঠনমূলক সমালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সরকারের শতভাগ সাফল্য কামনা করি। এই সরকার জনগণের সরকার, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। জনগণের কল্যাণে সরকারের অনেক কিছুই করার আছে। কিন্তু জনগণের স্বার্থের বিপরীতে কিছু করলে তার দায়ভার সরকারের ওপরই পড়বে।

রোববার রাজধানীর তোপখানা রোডের কালের দাবি প্রকাশনা কার্যালয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘সাইফুল হক: যে জীবন মানুষের তরে’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাহমুদুর রহমান মান্না এসব কথা বলেন।

ইসিতে বিএনপি দলীয় ব্যক্তির নিয়োগ বাতিল চায় জামায়াত

ঢাকা অফিস

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জামায়াতে ইসলামী। এ নিয়োগ বাতিলের দাবি করে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়ার গোলাম পরওয়ার বলেছেন, যিনি এতদিন বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়নে সোচ্চার ছিলেন, তার অধীনে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না।

গতকাল রোববার রাতে বিবৃতিতে এসব কথা বলেন জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল। গত বৃহস্পতিবার সরকারি বিভিন্ন কোম্পানি, করপোরেশন, সংস্থায় ১২ বিএনপি নেতাদের নিয়োগ দেয় সরকার। এর মধ্যে রয়েছেন মো. সামসুল আলমও। তিনি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব পদ থেকে ২০১৮ সালের মার্চে স্বাভাবিক অবসরে যান। এরপর বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত হন। একই বছরের ৩১ ডিসেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার।

২০২৫ সালের আগস্টে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে দলীয় আসন পুনর্বিন্যাস কমিটিরও সদস্য ছিলেন সামসুল আলম। চাকরি থেকে অবসরের আট বছর পর গত বৃহস্পতিবার সরকার তাকে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেয়।

এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, বিগত দিনে কেউ পেশাগত জীবনে বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকলে বিধি মোতাবেক ভূতপূর্ব পদোন্নতি দিয়ে বা পাওনা সুবিধা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অবসরের পর প্রত্যক্ষ বিএনপির রাজনীতিতে জড়ানো ৬৭ বছর বয়সী একজন ব্যক্তিকে পুনরায় সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

গোলাম পরওয়ার বলেছেন, আরও আশ্চর্য ও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, একটি নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দলীয় ব্যক্তিত্বের এই বিতর্কিত নিয়োগকে বিএনপির অফিসিয়াল মিডিয়া সেল থেকে রীতিমতো উৎসব করে প্রচার ও উদযাপন করা হচ্ছে। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নির্বাচন কমিশনকে পুনরায় বিএনপির আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের চক্রান্ত চলছে।

জুলাই আন্দোলনে ৭.৬২ বুলেটের কথা বলে ধোঁয়াশা ছড়াচ্ছে আওয়ামীপন্থীরা

ড. জাহেদ উর রহমান

ঢাকা অফিস

জাহেদ উর রহমান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামরিক মানের ৭ দশমিক ৬২ এমএম বুলেট ব্যবহার নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা ধোঁয়াশা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারই পুলিশের হাতে এই ধরনের অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। পুলিশের জন্য এমন অস্ত্র কেনার সময় থেকেই তিনি এর সমালোচনায় মুখর ছিলেন।’

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে থাকা সাবেক সেনা কর্মকর্তা এই বুলেট নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করায় নিজে অবাক হওয়ার কথাও জানান ডা. জাহেদ। মঙ্গলবার পিআইডি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সরকারের নানা কার্যক্রম নিয়ে কথা বলার সময় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপদেষ্টা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। আবার যুদ্ধাস্ত্রে ব্যবহৃত ৭ দশমিক ৬২ এমএম বোরের গুলি ছোড়ার প্রমাণের কথাও আলোচনায় রয়েছে। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার ৬ মাস পার হয়ে গেলেও এসব নিয়ে কোনো তদন্ত করছে না কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ৭ দশমিক ৬২ বুলেট নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন উপদেষ্টা প্রসঙ্গটি সামনে আনলেন। এ রকম গুলি দেখে তিনি অবাক হয়েছেন শুনে নিজেই অবাক হওয়ার কথা জানান সরকারের এই মুখপাত্র। তিনি বলেন, ‘এই গুলি নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে প্রচার আছে যে, হাসিনাকে বিপদে ফেলার জন্য স্নাইপার দিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর এমন গুলি করা হয়েছে। এ রকম একটা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ। অথচ পুলিশের হাতে যেই চাইনিজ রাইফেল আছে সেটাও এই ধরনের বুলেট বহন করে। একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা হয়ে সাবেক উপদেষ্টা এ নিয়ে কীভাবে প্রশ্ন তুললেন আমার বোধগম্য নয়।’

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত মারণাস্ত্র আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘পাঁচ বছর আগে পুলিশের হাতে টাইপ ৫৬ রাইফেল তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটি চাইনিজ রাইফেল নামেও পরিচিত, এটি মিলিটারি গ্রেডের রাইফেল। এই রাইফেলের বুলেটও ৭ দশমিক ৬২ এমএম সাইজের। এই ধরনের অস্ত্র পুলিশের হাতে যাওয়ার কথা ছিল না। কারণ, এই গুলি ৪০০ থেকে ৫০০ মিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত করতে পারে। এটি একটি মারণাস্ত্র। গুলি যখন মিস হয় সেটা বহু দূরে মানুষকে হত্যা করতে পারে।’ তখন থেকেই এই অস্ত্র নিয়ে লেখালেখি করার কথা জানান উপদেষ্টা।

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সম্পাদকীয়

গাঁজার ধোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে আমেরিকা

উদ্বিগ্ন হওয়ার সময় কি এসে গেছে?

আমেরিকার সমাজে পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। এই দেশ বারবার নিজেকে বদলেছে—আইনে, সংস্কৃতিতে, জীবনযাপনে। কিন্তু কিছু পরিবর্তন নিঃশব্দে আসে, যার অভিঘাত বোঝা যায় অনেক পরে। গাঁজার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ঠিক তেমনই একটি পরিবর্তন। একসময় যে উদ্ভিদকে অপরাধের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো, আজ সেটিই বহু অঙ্গরাজ্যে বৈধ, সহজলভ্য এবং সামাজিকভাবে অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন বা প্রায় প্রতিদিন গাঁজা ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন নিয়মিত মদ্যপায়ীর সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই তথ্য শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি একটি সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

এই পরিবর্তনকে কেবল "ভালো" বা "খারাপ" বলে বিচার করলে ভুল হবে। বরং আমাদের জানতে হবে—কেন এমন হচ্ছে, এর প্রভাব কী এবং বিশেষ করে অভিবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এর অর্থ কী। প্রথমেই একটি বাস্তবতা স্বীকার করা দরকার। আজকের আমেরিকায় গাঁজা আগের মতো গোপন কোনো বিষয় নয়। বহু অঙ্গরাজ্যে চিকিৎসা ও বিনোদন—উভয় উদ্দেশ্যেই এর ব্যবহার বৈধ। ডিসপেনসারিগুলো এখন অনেকটা ফার্মেসির মতোই পরিচালিত হয়। ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে গাঁজাকে আর নিষিদ্ধ বা ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হয় না। আইন বদলালে মানুষের মনোভাবও বদলায়। সেটাই ঘটছে।

কিন্তু আইনি বৈধতা কোনো কিছুকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত করে না। অ্যালকোহল বৈধ, কিন্তু অতিরিক্ত অ্যালকোহল যে পরিবার ভাঙে, দুর্ঘটনা ঘটায় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করে—তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। একইভাবে গাঁজাও সবার জন্য সমান নিরাপদ—এমন দাবির পক্ষে শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ও নিয়মিত গাঁজা ব্যবহার কিছু মানুষের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ, শেখার ক্ষমতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে কৈশোর ও তরুণ বয়সে মস্তিষ্কের বিকাশ চলাকালে এর প্রভাব নিয়ে চিকিৎসক ও গবেষকদের উদ্বেগ রয়েছে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য বিষয়টি আরও সংবেদনশীল। কারণ আমাদের পরিবারব্যবস্থা এখনো অনেকটাই মূল্যবোধকেন্দ্রিক। সন্তানদের নিয়ে বাবা-মায়ের প্রত্যাশা অনেক বেশি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই সন্তানরাই এমন একটি সমাজে বড় হচ্ছে, যেখানে গাঁজার ব্যবহার ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা এমন পরিবেশের মুখোমুখি হচ্ছে, যা তাদের বাবা-মায়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই প্রজন্মগত ব্যবধানই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক অভিভাবক মনে করেন, এ বিষয়ে কথা বললে সন্তান উৎসাহিত হবে। তাই নীরব থাকাই ভালো। কিন্তু বাস্তবে নীরবতা সমস্যার সমাধান নয়। বরং এতে সন্তান তথ্য সংগ্রহ করে বন্ধুদের কাছ থেকে বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে, যেখানে সব তথ্য সঠিক নাও হতে পারে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির আরেকটি দায়িত্ব রয়েছে। আমরা প্রায়ই দুটি চরম অবস্থানের একটিতে চলে যাই। হয় সবকিছুকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি, নয়তো বলি—"এটা তো আমেরিকায় বৈধ, সমস্যা কোথায়?"—এই দুই অবস্থানের মাঝখানে যে বাস্তবতার জায়গা আছে, সেটিই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সবশেষে মনে রাখতে হবে, কোনো সমাজের শক্তি শুধু তার আইন দিয়ে পরিমাপ করা যায় না; পরিমাপ করা যায় তার সচেতনতা দিয়ে। গাঁজা বৈধ কি অবৈধ—এই বিতর্ক চলতেই পারে।

আমেরিকার নেশার মানচিত্র বদলাচ্ছে। সেই পরিবর্তন ঠেকানো হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ভেতরে আমাদের কমিউনিটি কীভাবে নিজেদের মূল্যবোধ, সচেতনতা এবং পারিবারিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে—সেই সিদ্ধান্ত এখন আমাদেরই নিতে হবে। কারণ প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন দায়িত্বও এসে হাজির হয়। আর সেই দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সুযোগ নেই।

বিশ্ববিবেকের দশাটা এমন কেন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট হন তখনই আশঙ্কা করা গিয়েছিল যে এবার তিনি 'বড়' একটা কিছু না করে ছাড়বেন না। কারণ একে তো তিনি ঝানু ব্যবসায়ী, তদুপরি এবার তাঁর আওয়াজটাই ছিল 'আমেরিকা শ্যাল বি গ্রেট অ্যাগেইন'। আর গ্রেট হতে গেলে তো তাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোট করাটা একেবারেই বাধ্যতামূলক। শঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। শুরু করেছিলেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ দিয়ে, সুবিধা হয়নি। তবে তাতে দমেননি, হামলে পড়েছেন ইরানের ওপর। এখানেও অবশ্য সুবিধা হয়নি। তবে ছোটখাটো এবং নিরীহ প্রতিবেশী কিউবা আছে, তাকে বিধ্বস্ত করে নিজেদের গ্রেটনেস প্রদর্শন করবেন। আশা করি সেখানেও ব্যর্থ হবেন।

তা আমেরিকানরা তাঁকে কেন ভোট দিল? তার একটা কারণ নিশ্চয়ই গ্রেটনেস-প্রাপ্তির ওই উচ্চাভিলাষ। পুঁজি ছাড়া 'উন্নতি' অসম্ভব, আবার উন্নতির প্রয়োজনে সবকিছু চুরমার করে দিতেও পুঁজির বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মানবিক সম্পর্কের আবশ্যকতার সে ধার ধারে না। এবং শেষ পর্যন্ত তার কাজটা দাঁড়ায় ধ্বংসেরই– যদি তার মালিকানাটা হয় ব্যক্তিগত। পুঁজির মোহে পড়ে গরিবও ভাবে সেও ধনী হবে। একজন মানুষের কতটা জমি প্রয়োজন, এমন প্রশ্ন নিয়ে টলস্টয়ের একটি ছোট গল্পে আছে; জবাব হলো শেষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ছয় ও প্রস্থে তিন ফুট হলেই চলে, কবর দেওয়ার জন্য। অর্জিত জমি সে যে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না এটা কি সে জানে না? জানে; তবুও থামে না। কারণ ধন-বৃদ্ধির চেষ্টা একটা নেশা এবং নেশা যদি কাউকে কাবু করতে পারে তবে এমন কিছু থাকে না নেশাগ্রস্তকে যে থামাবে। পুঁজি মানুষকে দুর্দমনীয় রূপে নেশাগ্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে।

নেশার একটা বড় শক্তি রয়েছে আকর্ষণের ক্ষমতার ভেতরে। ট্রাম্পকে যেসব আমেরিকান রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়েছে তারাও বড়লোক হওয়ার নেশায় আসক্ত। তারা ভেবেছে ট্রাম্পের দলে থাকলে ছিটেফোঁটা তাদের ভাগ্যেও জুটে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তাসের দেশ' নাটকে এক রাজপুত্র এবং এক সওদাগরপুত্রের কথা লিখেছেন; সেখানে দেখা যাচ্ছে বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে সওদাগরপুত্রের তুলনায় রাজপুত্রের আগ্রহই অধিক। এটা কিন্তু সাধারণ নিয়মের ভেতর পড়ে না। আগ্রহ সওদাগরপুত্রেরই উপচে পড়ার কথা, রাজপুত্র তাতে শেষ পর্যন্ত সাড়া দেবে, এমনটাই ঘটা স্বাভাবিক। এবং সেটাই ঘটে চলেছে, সওদাগরপুত্ররা কেবল যে রাজপুত্রদের বাণিজ্যে যেতে অনুপ্রাণিত করছে তা-ই নয়, তারা নিজেরাই রাজপুত্র বনে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে সেটাই ঘটনা।

আর গণতন্ত্রের আদর্শ লালনভূমি হওয়ার দাবিদার যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো দরিদ্র ঘরের সন্তান যে প্রেসিডেন্ট হবেন, একালে সে-স্বপ্ন আকাশকুসুম। প্রেসিডেন্ট হওয়া অনেক দূরের কথা, প্রার্থীও হতে পারবেন না। প্রার্থী হওয়ার জন্য নিজে ধনবান হলে ভালো, না হলে ধনবানদের সমর্থন চাই। ট্রাম্পের মতো লোকদেরই সেখানে সুবিধা। আর প্রেসিডেন্ট হতে হলে লিঙ্কনের মতো শক্ত নৈতিক মেরুদণ্ডের মানুষ হতে হবে এই রীতিও এখন আর বহাল নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিখ্যাত, তবুও তিনি কেবল মনোনয়নই পান না, দুই-

▶ ইলন মাস্ক আমেরিকা নিয়ে ভাবেন না, তিনি বিশ্বপ্রেমিক এবং তাঁর বিবেচনার জগতে অতীত নেই, রয়েছে ভবিষ্যৎ, প্রযুক্তির ব্যবসা করে মানুষের ভবিষ্যৎকে তিনি আরও উন্নত করবেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাতে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ। দুজনেই ব্যবসায়ী, তবে ট্রাম্প রাজনীতিতেও আগ্রহী; মাস্ক সার্বক্ষণিক ব্যবসায়ী।

দুইবার নির্বাচিত হয়ে আসেন। ওদিকে ইসরায়েলের জায়নবাদী যুদ্ধবাজ যে নেতা, নেতানিয়াহু নাম, সে ব্যক্তি তো একজন চিহ্নিত অপরাধীই, দুর্নীতির দায়ে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল, মামলা কাঁধে নিয়েই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং ফিলিস্তিনিদের উৎখাত শুধু নয়, প্রতিদিন হত্যা করছেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহায়তায় ইরানের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছেন, যে ঘটনায় এক হামলাতেই স্কুলে-পাঠগ্রহণরত ১৬৫ জন কন্যাশিশু প্রাণ হারিয়েছে। বিশ্ববিবেক নড়েচড়ে ওঠেনি, প্রতিবাদ যা হয়েছে তাও তেমন প্রচার পায়নি। পুঁজিবাদীদের নৃশংসতার এটি দৃষ্টান্ত এবং বিশ্ববিবেকের পক্ষে তা সহ্য করার এটি একটি প্রমাণ বটে। নৃশংসতার কোনো শেষ নেই। কয়েকদিন আগের এক তথ্যে দেখেছি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, মার্কিন-ইরান তথাকথিত যুদ্ধে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে আট কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করা যেত। জাতিসংঘ অপরাধীদের কী বিচার করবে, হত্যাকাণ্ড থেকে তাদের নিবৃত্ত করতেও পারছে না। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের যেভাবে হত্যা ও বিতাড়ন করা হয়েছে সে ঘটনাও কি শিউরে ওঠার মতো নয়? অথচ পুঁজিবাদী বিশ্ব এ নিয়ে টুঁ শব্দটি করেনি, করছে না। গণহত্যাকে তারা বলে মানবিক বিপর্যয়, যেন বৈরী প্রকৃতি ঘটনাটি ঘটিয়েছে, নৃশংস মানুষেরা নয়। পুঁজিবাদী বিশ্ব মিয়ানমারের সম্পদের লোভে কাতর থাকে, মানুষের দুর্দশা ও হত্যা দেখার সময় পায় না।

যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের পেছনে ব্যয়ের রেকর্ড ক্রমাগত সম্প্রসারিত করছে। বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র-উন্নয়নে ব্যয় গত বছর রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী আন্তর্জাতিক জোট। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতের ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে উঠেছে; তাই বলে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র-উৎপাদনে কারও যে কোনো আপত্তি আছে তা নয় এবং ইসরায়েল ওই অস্ত্র উৎপাদন করে কি করে না সে প্রশ্নে ইসরায়েল নিশ্চুপ, যুক্তরাষ্ট্রও সেটা জানার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না। বিশ্ববিবেকের দশাটা এমনই বিবেকহীন।

পুঁজির প্রেমিকদের ভেতর প্রতিযোগিতা আছে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ যে বাধে না তাও নয়, তবে তারা এক হয়ে যায় এক ব্যাপারে, সেটি হলো দরিদ্রকে শোষণ করে ধনী হওয়া। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইলন মাস্কের ঝগড়ার খবর আমরা শুনেছিলাম, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর পার্থক্যের খবর বিশ্ববাসীর অজানা নয়। যেমন, ট্রাম্পের আওয়াজ হলো আমেরিকাকে ফের 'বড়' করা, অর্থাৎ আমেরিকা আগে বড় ছিল, এখন নেই, তাই তাকে আবার বড় করে তোলা চাই। ইলন মাস্ক আমেরিকা নিয়ে ভাবেন না, তিনি বিশ্বপ্রেমিক এবং তাঁর বিবেচনার জগতে অতীত নেই, রয়েছে ভবিষ্যৎ, প্রযুক্তির ব্যবসা করে মানুষের ভবিষ্যৎকে তিনি আরও উন্নত করবেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাতে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ। দুজনেই ব্যবসায়ী, তবে ট্রাম্প রাজনীতিতেও আগ্রহী; মাস্ক সার্বক্ষণিক ব্যবসায়ী। তবে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে মাস্কের আর্থিক সাহায্য ট্রাম্পের কাজে লেগেছে এবং ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার দরুন মাস্কের সুবিধা হয়েছে, বিশ্বের সেরা ওই ধনী আরও ধনী হয়েছেন। ঝগড়া-বিবাদ তো ভাইয়ে ভাইয়েও হয়, কিন্তু তাই বলে ভ্রাতৃত্ব কী ঘুঁচে যায়?

ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই কি সফল নাকি ব্যর্থ

হাবিবুর রহমান সাগর

জুলাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি সরকারের পতনের ঘটনা নয়; এটি ছিল দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, বঞ্চনা ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। এর দুই বছর পূর্তিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে—জুলাই কি সফল, নাকি ব্যর্থ? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ইতিহাসের বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল্যায়ন হয় অর্জন ও সীমাবদ্ধতা—দুইয়ের সমন্বয়ে। তাই জুলাইকে হয় সম্পূর্ণ সফল, নয়তো সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে রায় দেওয়া বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল।

গণ-অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান। বহু বছর ধরে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন, নির্বাচন নিয়ে অনাস্থা, বিরোধীমতের ওপর দমন-পীড়ন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবহারের অভিযোগে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে জুলাই জনগণকে নতুন সম্ভাবনার সামনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষ অন্তত বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণের ইচ্ছার ঊর্ধ্বে নয়।

এই পরিবর্তনের পর বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের যে তিনটি লক্ষ্য সামনে আনা হয়েছিল, তার কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে, বিভিন্ন খাতে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অধিক প্রতিযোগিতামূলক করার চেষ্টা দেখা গেছে। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার পথ বিচার ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়।

তবে এখানেই গল্পের সমাপ্তি নয়। জুলাই যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল, তার অনেকটাই এখনো অপূর্ণ। আইনের শাসন, প্রশাসনিক দক্ষতা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব বন্ধ করা, নাগরিক হয়রানি কমানো কিংবা রাজনৈতিক সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি দেখা যায়নি। কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। নতুন বাস্তবতায় রাজনৈতিক বিভাজনও কমেনি; বরং অনেক ক্ষেত্রে নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা তৈরি হয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রত্যাশার মাত্রা। যেকোনো গণ-অভ্যুত্থান জনগণের মনে দ্রুত পরিবর্তনের আশা সৃষ্টি করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভাঙা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, বিচারব্যবস্থা সংস্কার কিংবা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে ফেলা কয়েক মাস বা এক বছরের কাজ নয়। ইতিহাস বলে, বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময়, ধৈর্য এবং রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজন হয়। তাই দুই বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুরো আন্দোলনকে ব্যর্থ ঘোষণা করা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি সীমাবদ্ধতাগুলোকে অস্বীকার করাও দায়িত্বশীলতার পরিচয় হতে পারে না।

জুলাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে যে, ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনই হতে হবে ভবিষ্যতের লক্ষ্য। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অপরিহার্য মনে করার প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য কখনোই শুভ নয়। একইভাবে, যে আন্দোলন গণতন্ত্রের জন্য লড়েছে, সেই আন্দোলনের উত্তরসূরিদেরও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা ও আত্মসমালোচনার চর্চা করতে হবে। অন্যথায় নতুন বাস্তবতাও পুরোনো সংকটের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।

রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নেও বাস্তববাদী হওয়া জরুরি। সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিংবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা—এসব বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। সংস্কার কোনো একক সরকারের প্রকল্প নয়; এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে সরকার, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

সবচেয়ে বড় কথা, জুলাইয়ের সাফল্য শুধু একটি সরকার পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ নয়; এর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কতটা গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় তার ওপর। যদি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ নির্বাচন, আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই জুলাই তার ঐতিহাসিক মর্যাদা পাবে। আর যদি পুরোনো ভুল নতুন রূপে ফিরে আসে, তাহলে ইতিহাস কঠিন প্রশ্ন তুলবেই।

জুলাইয়ের প্রকৃত চেতনা তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন ক্ষমতার পরিবর্তনের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আচরণ এবং নাগরিক অধিকার—সব ক্ষেত্রেই টেকসই ও ইতিবাচক পরিবর্তন প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ এখনো শেষ হয়নি; প্রকৃত পথচলা শুরু হয়েছে মাত্র।

আমাদের যানজট ভাবনা কিংবা জুতা আবিষ্কার

আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জুতা আবিষ্কার’ কবিতায় রাজা হবুচন্দ্র তাঁর পা ধুলামুক্ত রাখতে বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন। এ নিয়ে মন্ত্রী গোবুচন্দ্রের ঘুম হারাম। ঘুম হারাম রাজ্যের সব মন্ত্রী, আমলা, পণ্ডিতের। কেউ বলেন, রাজা ঘর থেকে না বেরোলেই হলো। তা সম্ভব না বলে কেউ পরামর্শ দেন ঝেঁটিয়ে ধুলা দূর করতে। সেটিই মোক্ষম উপায় ভেবে ঝাঁট দেওয়া শুরু হলে গোটা রাজ্য ধুলাময়। সেই ধুলা রাজারও নাক-চোখ-মুখে ঢোকে। তা থেকে বাঁচতে শুরু হলো পানি ছিটানো। সে আরেক কেলেঙ্কারি! এক পর্যায়ে পণ্ডিতরা অনেক ভেবেচিন্তে ফয়সালা দিলেন পৃথিবীটাকে চামড়া দিয়ে মুড়তে। খোঁজ পড়ল মুচির। তিনি বললেন, রাজার পা চামড়া দিয়ে মুড়ে দিলেই তো হয়। সেই সুবাদে মানব জাতি জুতা পেয়ে গেল।

ঢাকার যানজট নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকরাও যেন রাজা হবুচন্দ্রের পারিষদবর্গের মতোই সমস্যায় পড়েছেন। কখনও ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মনোরেল, মেট্রোরেল ইত্যাদিতে সমাধান দেখছেন। আবার ভাবছেন, বাস ও রেলস্টেশন ঢাকার বাইরে পাঠালেই মিলবে মোক্ষম সমাধান।

এক-এগারোর সরকারের এক শক্তিশালী উপদেষ্টা ঢাকা শহরের যানজটের জন্য দায়ী করলেন রেলওয়েকে। তিনি বললেন, কমলাপুর রেলস্টেশন তুলে দিয়ে জয়দেবপুরে প্রান্তিক স্টেশন করলে সব সমস্যার সমাধান। যথারীতি এর সমর্থকও খুঁজে পাওয়া গেল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। বাড়ি যাওয়ার জন্য আমার অনুজ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে। এক নেতা-গোছের মানুষ অপেক্ষমাণ যাত্রীদের বোঝাচ্ছেন, ঢাকাকে বাঁচাতে হলে ঢাকায় রেলের প্রবেশ বন্ধ করতেই হবে। প্রান্তিক স্টেশন হতে হবে জয়দেবপুর। ছোট জটলার ভেতর থেকে আমার অনুজ বলল, আরও ভালো হয় যমুনা সেতু পশ্চিমে প্রান্তিক স্টেশন হলে। নেতা একটু ধাক্কা খেলেন। বললেন, ট্রেন ধরতে অতদূর যাবেন কীভাবে? কেন? যেভাবে জয়দেবপুর যাবেন; অনুজের জবাব।

বিভিন্ন দেশের রাজধানী বা বড় শহরের কেন্দ্রস্থলেই রেলস্টেশন দেখেছি। ভারতে প্রায় পৌনে দুইশ বছর আগে মুম্বাই, হাওড়া, শিয়ালদহ (কলকাতা) বা চেন্নাইতে যে স্টেশন হয়েছে; কালে তার আকার বেড়েছে কিন্তু ঠাঁই বদলায়নি। ১৮৭১ সালে যেখানে বার্লিনের প্রথম রেলস্টেশন হয়েছিল; নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সে স্টেশন এখনও সেখানে। যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের নানান দেশের শহরের উদ্দেশে বাস ছেড়ে যাওয়ার প্রধান টার্মিনাল লন্ডনের ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন ১৯৩২ সাল থেকে আছে একই স্থানে।

প্রায় দেড়শ বছর কলকাতার নগর পরিবহন এক জায়গা থেকেই কেন্দ্রীয় পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। শুধু মহানগরী নয়; পশ্চিমবাংলার যে কোনো শহরে যেতে বাসের ঠিকানা এসপ্লানেড। ঢাকায় মোটরগাড়ি আসার অনেক আগেই রেল এলো। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ রেলপথে যুক্ত হলো; নদীপথের ব্যবসায় কমতে থাকল। পরে যখন মোটরগাড়ি এলো তখন নদীপথের বদলে সড়কের কদর বাড়ল। ঢাকায় নদীর প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হতে থাকল। খাল ভরাট হয়ে সড়ক হলো। একই সড়কে যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক গতিবান ও ধীরগতির বাহন চলল; ট্রাফিক আইনের মান্যতা হলো দুর্বলতার পরিচায়ক। সবার কৃতিত্বে লেগে থাকল যানজট। নাকাল হলো জনজীবন।

কালের পরিক্রমায় পৃথিবীর সব নগরই বাড়ে। ঢাকাও বাড়ল। আয়তন, দালানকোঠা, মানুষজন এবং যানবাহনও। ফুলবাড়িয়া থেকে রেলস্টেশন চলে গেল কমলাপুর। ফুলবাড়িয়ায় রেলের জায়গা ছিল ৫০ একর। সেখানে ৩২ একর জায়গা নিয়ে কমলাপুরে সরে গেল স্টেশন। এখন ব্যস্ত সময়ে সড়ক থেকে কমলাপুর স্টেশনে ঢুকতে বেরোতে টের পাওয়া যায় কত গমে কত আটা।

রেলস্টেশন সরে গেলে ফুলবাড়িয়া হলো বাসের ঘাঁটি। গুলিস্তান থেকে চানখাঁরপুল বাসের আবাস। রেলের ছেড়ে দেওয়া পুরো জায়গা যদি হতো বাস টার্মিনাল, তাহলে সরানোর ভাবনা হয়তো ভাবতে হতো না। শহরের কেন্দ্র থেকে বাস টার্মিনাল চলে গেল মহাখালী, গাবতলী ও সায়েদাবাদে, যা তখনকার হিসাবে ঢাকার বাইরে। কিন্তু বিশেষ করে মহাখালী ও সায়েদাবাদ এখন শহরের আরেকটা করে ভরকেন্দ্র। অতএব আবার হুকুম– সরাও দূরে। বাস টার্মিনাল হবে কেরানীগঞ্জ, হেমায়েতপুর, কাঁচপুর ও টঙ্গীর কাছাকাছি। উদ্দেশ্য ঢাকা মহানগরীতে বাসের প্রবেশ বন্ধ করে যানজট দূর।

খারাপ ফল করা ছাত্রের অভিভাবক সন্তানের লেখাপড়ার মান বাড়ানোর চেষ্টা না করে স্কুল পাল্টান। শিক্ষার্থী নতুন স্কুলে গিয়ে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে আরও খারাপ ফল করে। এবারও অভিভাবক দোষ দেন স্কুলের। সন্তান আর কখনোই ভালো ফল করে না। তেমনি করে আমরা যানজট নিরসনে বাস টার্মিনাল সরানোই সমাধান ভাবি, যা কেবল যানজটকে আরও বিস্তৃত করবে।

কেন যেন দূরপাল্লার যাত্রী নিয়ে আমাদের ভাবনা শুধু ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু আর চাকরিপ্রত্যাশীদের কেন্দ্র করে। যেন তারাই শুধু দূরপাল্লায় ভ্রমণ করেন। পরিবার-পরিজন, লটবহর সঙ্গে নিয়ে যেন কেউ বাস-ট্রেনে ভ্রমণ করেন না।

ভাবনাটা এমন, তেমনধারার যাত্রীরা ব্যক্তিগত, না হয় ভাড়ার ছোট গাড়িতে চলাচল করুক। শনির আখড়া বা মাতুয়াইলের কাউকে যদি পরিবার-পরিজন নিয়ে হেমায়েতপুর বা টঙ্গী গিয়ে বাসে উঠতে হয় তাহলে কেউ হয়তো বলবেন– কেন; আগে তো মহাখালী বা গাবতলী গিয়ে উঠতে পেরেছেন। এখন সমস্যাটা কোথায়? তেমনি মিরপুর, মোহাম্মদপুরবাসীর জন্য কাঁচপুর। তাদের জন্য বলি, তাহলে বাস টার্মিনাল সোজা জয়দেবপুর, নয়ারহাট, সোনারগাঁয়ে নিয়ে যান। পাবলিক যেভাবে টঙ্গী, হেমায়েতপুর, কাঁচপুর যাবে; সেভাবে জয়দেবপুর, নয়ারহাট, সোনারগাঁও যাবে। ইশ্, যদি চামার কুলপতির আদলে কেউ এসে জুতা আবিষ্কারের মতো পরামর্শ দিতেন! তাহলে সমস্যাকে জটিল না করে হয়তো সহজ চিন্তাই বের হতো। গাবতলী, মহাখালী ও সায়েদাবাদে টার্মিনাল রেখেই যানজটের সমাধান মিলত।

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

তেলাপোকা আন্দোলনে মামদানি প্রভাব

মুকুল কেশবন

ভারতে তরুণদের যে বিদ্রোহ দেখা গেল, তার নেতৃত্বে ছিল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল ‘যন্তর মন্তর’ নামে এক মানমন্দির পেছনে রেখে, যা তৈরি হয়েছে বৃত্তচাপ, সমতল ও গোলার্ধরূপী কিছু বড়, বিমূর্ত ও জ্যামিতিক কাঠামোর সমন্বয়ে। পঞ্জিকা সংশোধন ও সময় জানার উদ্দেশ্যে ১৮ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়েছিল এটি। কয়েক দশক ধরে যন্তর মন্তর রাজনৈতিক প্রতিবাদের সমার্থক হয়ে উঠেছে। এটি এমন এক জায়গা, যা দিল্লি পুলিশ রাজনৈতিকভাবে বিক্ষুব্ধদের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছে, যাতে তারা নিরাপদ দূরত্বে ও নিয়মের মধ্যে থেকে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিতে পারে। কিন্তু এর আগে কখনও এখানে এমন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, যা আট সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

যখন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সিজেপি-কে যন্তর মন্তরে নিয়ে আসেন, তখন এটি ছিল দুই কোটি অনুসারীর সামাজিক মাধ্যমের একটি হ্যাশট্যাগ মাত্র। বোস্টনে পড়াশোনাকালে দীপকে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের সেই মন্তব্যটি লুফে নেন– যেখানে বেকার তরুণ ও কর্মীদের ব্যঙ্গ করে ‘পরজীবী’ ও ‘তেলাপোকা’ বলা হয়েছিল। সেটিকে এক দারুণ ভাইরাল মিমে রূপান্তর করেন দীপকে। গত ৬ জুন তিনি যখন সিজেপিকে বাস্তবে রূপ দিতে দিল্লিতে নিজ বাড়িতে ফেরেন, তখন সাধারণ মানুষ বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে নাগরিক সমাজের আন্দোলনগুলোর শোচনীয় পরিণতি দেখে কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, নতুন এক ডেভিড ও গোলিয়াতের লড়াই সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, যা গত শনিবার চূড়ান্ত রূপ নেয়।

আন্দোলনের দুই নেতা অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাস– শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের মতো একটি কঠিন অথচ অর্জনযোগ্য দাবি তুলে নিজেদের সাফল্যের রাস্তা প্রশস্ত করেছেন। এটি কঠিন ছিল। কারণ রাজনৈতিক চাপের মুখে মোদি এর আগে কখনও কোনো মন্ত্রীকে বরখাস্ত করেননি। এই একগুঁয়েমি তাঁর শক্তিমত্তার ভাবমূর্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তবে এটি অর্জনযোগ্য ছিল। কারণ কোনো বিপর্যয়ের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে কোনো মন্ত্রীর পদত্যাগের নজির এ প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে রয়েছে।

এই অচলাবস্থা কাটাতে মোদি কম চালাকি করেননি। এমনকি তিনি পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি দূর করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি হাস্যকর ও বোকামিভরা ভিডিও প্রকাশ করেন। তাতে কাজ না হওয়ায় তাঁর সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আগামী বছর উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা এবং মোদি ভালোভাবেই জানতেন, যন্তর মন্তরের এই অচলাবস্থার নিরসন না হলে বিজেপিকে বড় রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে।

বামপন্থি ভাষ্যকারদের কেউ কেউ সিজেপির সমালোচনা করে বলছেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের বরখাস্ত হওয়াটা একটি প্রতীকী জয় মাত্র; কোনো বাস্তব ও স্থায়ী পরিবর্তন নয়। প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হওয়া নতুন শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি ধর্মেন্দ্র প্রধানের চেয়ে কোনো অংশে উত্তম নন। ধর্মেন্দ্র প্রধানের মতো তিনিও বিজেপির উগ্রপন্থি মূল সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-আরএসএসের এক সদস্য। আলোচিত বিলকিস বানু দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন অপরাধীকে ২০২২ সালে জেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তিনি প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। তবে সিজেপির যুক্তি হলো, প্রধান সব সময়ই ছিলেন মোদির ছায়া। এই প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মোদিকে প্রকাশ্যে পিছু হটতে বাধ্য করার মাধ্যমে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা। তা ছাড়া একটি কাঠামোগত জয় কেমন হওয়া উচিত বা তা কীভাবে অর্জন করা সম্ভব, তাও কারও কাছে পরিষ্কার ছিল না।

সিজেপির এই রাজনীতি আগামী দিনে কোন পথে এগোবে, তা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে তাদের সবার মধ্যে যা মিল রয়েছে তা হলো বাগ্মিতা, বক্তব্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, সব পরিস্থিতিতে স্থির থাকার ক্ষমতা এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তর

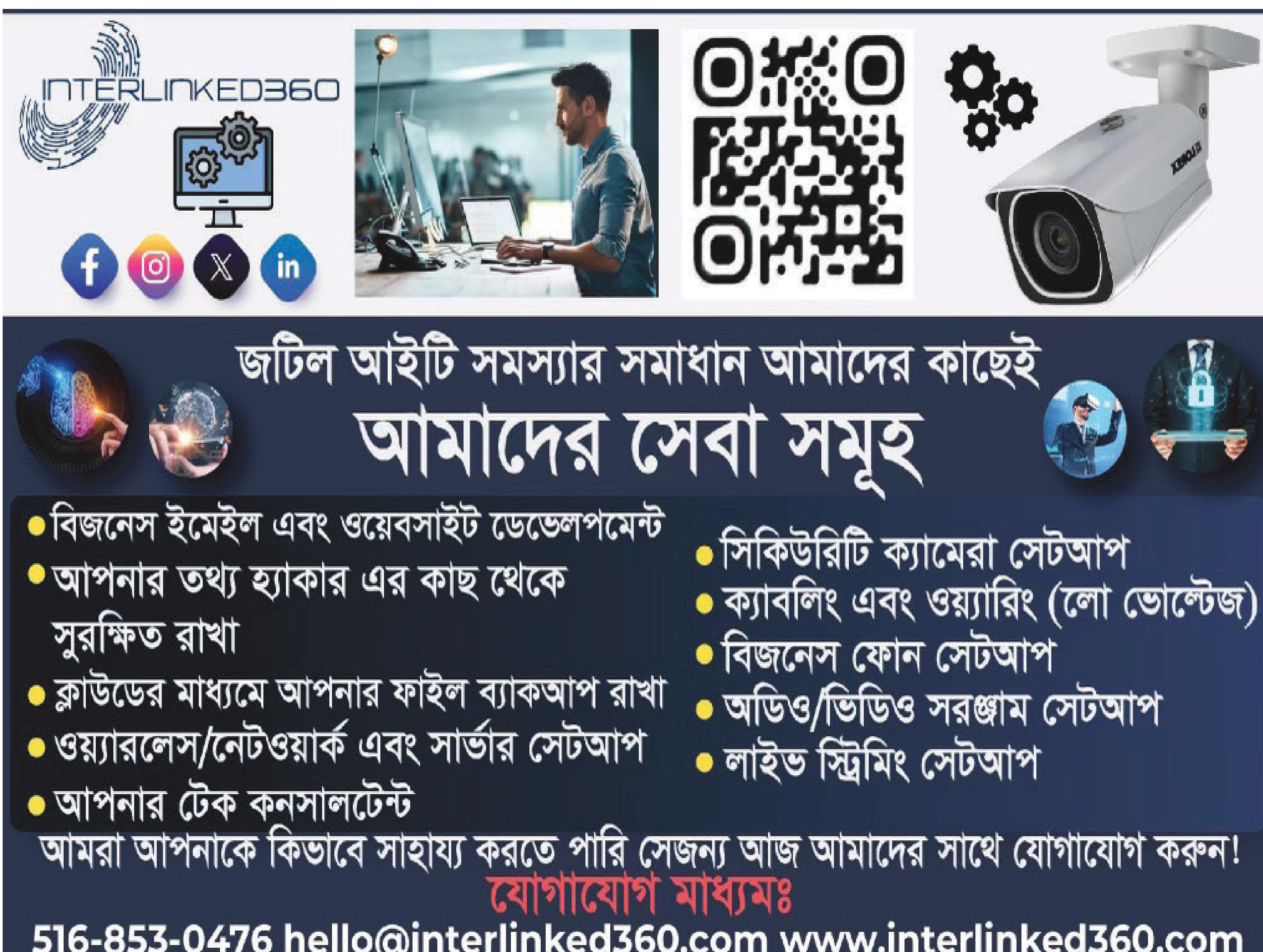

মানবজীবনে মিসওয়াকের গুরুত্ব

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মুখ, যা মহান আল্লাহর যিকর এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রধান মাধ্যম। এই মুখ ও দাঁতকে রোগমুক্ত, সতেজ ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য ইসলামে যে সুন্নাহভিত্তিক আমল নির্দেশিত হয়েছে তা-ই হলো মিসওয়াক। এটি কেবল একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও নবীগণের সুন্নাহর অনুসরণের এক অনন্য মাধ্যম। পরিভাষায় দাঁত থেকে হলুদ বর্ণ বা ময়লা দূর করার জন্য কোনো গাছের ডাল ব্যবহার করাকে মিসওয়াক বলা হয় (উইকিপিডিয়া: মেসওয়াক)। তবে মিসওয়াকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুখ পরিষ্কার ও পবিত্র করা (সহিহ বুখারী: ২৭, মিশকাত: ৩৮১)। ইসলামের দৃষ্টিতে মিসওয়াক মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব বা ফিৎরাতের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দশটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে গোঁফ ছাটা, নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙুলের জোড়া ধোয়া, বগলের লোম তোলা, গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা, পানি দ্বারা শৌচকর্ম ও কুলির পাশাপাশি মিসওয়াক অন্যতম (সহিহ মুসলিম: ২৬১, তিরমিযী: ২৭৫৭)।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমগ্র জীবনে মিসওয়াকের প্রতি গভীর অনুরাগ, যত্ন ও ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। আমির ইবনু রাবীআহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নবীজীকে রোজা অবস্থায়ও অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছেন (সহিহ বুখারী: ১৯৩৪)। কেবল দাঁত নয়, পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্নতার জন্য তিনি জিহ্বাও নিয়মিত পরিষ্কার করতেন। আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা তিনি নবীজীর নিকট প্রবেশ করে দেখেন মিসওয়াকের একদিক তাঁর জিহ্বার উপর রাখা (সহিহ বুখারী: ২৪৪, মুসলিম: ৬১৫)। রাসূলের সুন্নাহর হুবহু অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামও মিসওয়াককে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিলেন। আবু সালামাহ বলেন, তিনি যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন, মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় মিসওয়াক তাঁর কানের সেই স্থানে লেগে থাকত যেখানে লেখকের কলম থাকে; সালাতের জন্য দাঁড়ানোর আগে তিনি তা ব্যবহার করতেন (আবু দাউদ: ৪৭, তিরমিযী: ২৩)। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজী মিসওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য তাঁকে দিতেন, তিনি প্রথমে নিজে তা দিয়ে মিসওয়াক করতেন, অতঃপর ধুয়ে নবীজীকে দিতেন (আবু দাউদ: ৫২, বায়হাকী: ১৭২)। এই গভীর সুন্নাহপ্রেম প্রমাণ করে যে, মিসওয়াক মুমিনের ব্যক্তিত্ব ও ইবাদতের এক মর্যাদাপূর্ণ অলঙ্কার।

মিসওয়াকের গুরুত্ব ও মর্যাদা এতই বেশি ছিল যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী বলেছেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে এত বেশি দাঁতন করতে আদেশ করেছেন যে তাতে তিনি দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন (মুসনাদে বাযযার: ৬৯৫২, সিলসিলা সহীহাহ: ১৫৫৬)। অন্য বর্ণনায় ওয়াসেলাহ বিন আসকবা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এত বেশি দাঁতন করার আদেশ ছিল যে তা ফরয হয়ে যাওয়ার ভয় হতো (মুসনাদে আহমদ: ১৬০০৭, সহিহুল জামে: ১৩৭৬)। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজী বলেছেন, তাঁকে মিসওয়াকের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর ধারণা হতে লাগল যে এ সম্পর্কে কুরআন বা ওহী নাযিল হবে (মুসনাদে আহমদ: ৩১২২, আবু ইয়ালা: ২৩৩০)। এই বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে, মিসওয়াক কোনো সাধারণ অভ্যাস নয়, বরং শরীআতের এক বিশেষ আমল।

উম্মতের প্রতি দয়া-ভালোবাসার কারণে নবীজী প্রত্যেক ওযূ ও সালাতে মিসওয়াক আবশ্যক করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তা করেননি, যেন উম্মত কষ্টের সম্মুখীন না হয়। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী বলেছেন, উম্মতের উপর কঠিন মনে না করলে প্রতিটি সালাতের সাথে মিসওয়াকের আদেশ দিতাম (সহিহ বুখারী: ৮৮৭, মুসলিম: ৬১২)। অন্যত্র বলেছেন, কষ্টকর মনে না করলে প্রতি ওযূর সাথে মিসওয়াক ফরয করতাম এবং এশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরি করে পড়তাম (হাকেম: ৫১৬, বায়হাকী: ১৪৬)। তিনি উম্মতকে বারবার তাকিদ দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মিসওয়াকের জন্য বেশি তাকিদ করেছি (সহিহ বুখারী: ৮৮৮, নাসাঈ: ৬)। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার পবিত্রতা অর্জনেও মিসওয়াক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নবীজী বলেছেন, জুমার দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল কর্তব্য এবং তারা মিসওয়াক করবে ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে (সহিহ বুখারী: ৮৮০, মুসলিম: ৮৪৬)।

মিসওয়াককারীর জন্য পরকালীন পুরস্কারের পাশাপাশি ইবাদতের মুহূর্তে বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও ফেরেশতাদের নৈকট্য তৈরি হয়। নবীজী বলেছেন, কেউ সালাতে দাঁড়াতে চাইলে সুন্দর করে ওযূ ও মিসওয়াক করে সালাত আদায় করলে একজন ফেরেশতা তার নিকটবর্তী হয়ে মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়, ফলে তিলাওয়াত ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে; মিসওয়াক না করলে এমনটি হয় না (আয-যুহদ: ১২০৫, সহিহুল জামে: ৭২৩)। তাই কুরআনের ধারক হিসেবে মুখকে মিসওয়াকের মাধ্যমে পবিত্র রাখা কর্তব্য। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, নবীজী বলেছেন, মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের অনন্য উপায় (মুসনাদে আহমদ: ২৪২০৩, নাসাঈ: ৫, সহিহুত তারগিব: ২০২)। প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছে মিসওয়াকের দুটি মহান উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে দুনিয়াতে মুখ পরিষ্কার হওয়া এবং আখেরাতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ।

সামাজিক মেলামেশা, বিশেষত জামায়াতে সালাত বা জনসমাবেশে মুখের দুর্গন্ধ অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে, যা ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটায়। নিয়মিত মিসওয়াকে মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও সতেজ থাকে, যা অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সামাজিক শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। জুমার মতো বড় সমাবেশে নবীজীর মিসওয়াকের বিশেষ নির্দেশ প্রমাণ করে, একজন মুমিনের উপস্থিতি হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও আনন্দদায়ক। এভাবে মিসওয়াক মুমিনের ব্যক্তিত্বকে মার্জিত করার পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনও সুদৃঢ় করে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দন্ত বিশেষজ্ঞরাও মিসওয়াকের বহুমুখী উপকারিতা স্বীকার করেছেন। নিয়মিত মিসওয়াক দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায় ঢাল হিসেবে কাজ করে; দাঁতের এনামেল রক্ষা করে ক্ষয়রোধ নিশ্চিত করে এবং মাড়িকে মজবুত করে তোলে। মিসওয়াক মুখের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে দুর্গন্ধ দূর করে ও দীর্ঘক্ষণ মুখ সতেজ রাখে। মুখের পরিচ্ছন্নতা শরীরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বলে নিয়মিত মিসওয়াকে ক্ষতিকর জীবাণু সহজে পেটে প্রবেশ করতে পারে না, যা হজমপ্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়। গবেষকদের মতে মিসওয়াক মস্তিষ্কের স্নায়ু সচল রাখে, যা স্মৃতিশক্তি প্রখর করতে ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

নবীজী বিশেষ কিছু সময়ে নিয়মিত মিসওয়াক করতেন, যার অন্যতম ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর। হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন (সহিহ বুখারী: ২৪৫, মুসলিম: ৬১৬-৬১৮)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাতে জাগ্রত হয়ে তিনি মিসওয়াক করে ওযূ করে সালাত পড়তেন (মুসলিম: ১৭৭৩)। ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঘুমানোর সময় মিসওয়াক পাশে রাখতেন, জেগে প্রথমেই তা ব্যবহার করতেন (মুসনাদে আহমদ: ৫৯৭৯, সিলসিলা সহীহাহ: ২১১১)। ঘরে প্রবেশের পরও প্রথম কাজ হিসেবে তিনি মিসওয়াক করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজী ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন (মুসলিম: ২৫৩, মুসনাদে আহমদ: ২৫৫৫৩)। শুরায়হ ইবনু হানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নবীজী ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কী করতেন, তিনি বলেছিলেন, মিসওয়াক (মুসলিম: ২৫৩, মিশকাত: ৩৭৭)।

সালাতের আগে ও ফাঁকে ফাঁকেও তিনি মিসওয়াক করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সালাতের জন্য তিনি আগে থেকেই নবীজীর মিসওয়াক ও ওযূর পানি প্রস্তুত রাখতেন, নবীজী জাগ্রত হয়ে প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর ওযূ করতেন (মুসলিম: ৭৪৬, মিশকাত: ১২৫৭)। ইবনে শিহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নবীজী মিসওয়াক না করে কখনও সালাতে দাঁড়াতেন না (সহিহুল জামে: ৭২৩)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী রাতে দু-রাকাত সালাত আদায়ের পর মিসওয়াক করতেন (মুসনাদে আহমদ: ১৮৮১, নাসাঈ: ৭০৫)। এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি এই সুন্নাহ আদায় করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজী তাঁর ঘরে, তাঁর গণ্ড ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাতে একটি তাজা মিসওয়াকের ডাল নিয়ে এলে নবীজী সেদিকে তাকান। আয়েশা তা বুঝতে পেরে নিজে চিবিয়ে, ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে নবীজীকে দেন। তিনি এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করেন যা আগে কখনও করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দুনিয়ার শেষ দিনে ও আখিরাতের প্রথম দিনে আয়েশার থুথুকে নবীজীর থুথুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন (সহিহ বুখারী: ৪৪৫১)।

মিসওয়াক আমাদের আত্মিক ও শারীরিক সুস্থতার এক অপূর্ব সমন্বয়। নিয়মিত মিসওয়াকের অভ্যাস একদিকে আমাদের আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাঁটি অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলে, অন্যদিকে সমাজ ও পরিবারে আমাদের ব্যক্তিত্বকে সতেজ, পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সমগ্র জীবনকে সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করার এবং নিয়মিত মিসওয়াকের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ

মানবজীবনে হেদায়াত লাভের উপায়

হাফেজ ফয়সাল আহমাদ

মানবতার হেদায়াত বা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়। সেই সাথে দিশারী হিসাবে বিভিন্ন সময় ইলাহী গ্রন্থ এসেছে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত সেই হেদায়াতের পথে চললে পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে হেদায়াতের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হ'লে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই হেদায়াত লাভের পথ-পন্থা জানা মানুষের জন্য অত্যন্ত যরূরী। আরবী হেদায়াত শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শন, পথের সন্ধান, নির্দেশনা বা পরিচালনা ইত্যাদি, যা ভালো ও মন্দ দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, আর আমরা কি তাকে ভাল ও মন্দ দু'টি পথই দেখাইনি (বালাদ: ১০)। অন্যত্র তিনি বলেন, আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি, এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক (দাহর: ৩)। এখানে হেদায়াত অর্থ সুপথ প্রদর্শন ও তার তাওফীক লাভ করা, যার পারিভাষিক অর্থ হলো এমন পথনির্দেশ বা রাস্তা অবলম্বন করা যা উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে হেদায়াত মূলত দু'প্রকার, যার প্রথমটি হলো ইলম বা জ্ঞানের হেদায়াত। যেমন আল্লাহ কুরআনকে মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত (বাক্বারাহ: ২) এবং মানবজাতির জন্য হেদায়াত (বাক্বারাহ: ১৮৫) বলেছেন। দ্বিতীয় প্রকারটি হলো ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক লাভের হেদায়াত। কারণ ইসলামই যে সরল পথ, এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা, উভয়টির জন্যই আল্লাহর বিশেষ তাওফীক প্রয়োজন। কেবল জ্ঞান থাকলেই হেদায়াত নিশ্চিত হয় না, বরং তা অনুযায়ী আমল করার তাওফীকও আল্লাহর পক্ষ থেকে দান হিসেবে আসে। যেমন ছামূদ জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সত্ত্বেও তারা সৎপথের বিপরীতে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করায় লাঞ্ছনাকর শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল (হা-মীম সাজদাহ: ১৭)। হেদায়াতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যার প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টি তথা জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত আল্লাহ প্রদত্ত বোধশক্তি অনুযায়ী স্ব স্ব নিয়মে আল্লাহর গুণগান করে থাকে (নূর: ৪১)। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে জিন ও মানব জাতি, যাদের নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে হেদায়াত পাঠানো হয়েছে। আর তৃতীয় স্তরটি হলো মুমিন-মুত্তাক্বীদের জন্য, যাতে তারা অধিকতর নেক বান্দা ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার তাওফীক লাভ করেন (বাক্বারাহ: ২৫৩)।

মানবজীবনে হেদায়াত লাভের প্রধান ও প্রথম উপায় হলো আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমান আনয়ন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করা। মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের পালনকর্তা তাদের পথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে (ইউনুস: ৯)। বস্তুত যারা ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে না, তারাই প্রকৃত নিরাপত্তা ও হেদায়াত প্রাপ্ত হয় (আন'আম: ৮২)। এখানে স্পষ্ট, তাওহীদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই হেদায়াতের প্রথম শর্ত। হেদায়াত লাভের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো অন্তরের প্রশস্ততা, যা শিরক বিমুক্ত তাওহীদে বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করতে চান, তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন (আন'আম: ১২৫)। এর পাশাপাশি সর্বদা আল্লাহর যিকর করা আবশ্যক, কারণ আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই কেবল বান্দার হৃদয় প্রশান্ত হয় (রা'দ: ২৮)। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ ঘোষণা করেন, বান্দা যদি মনে মনে বা জন-সমাবেশে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন এবং বান্দা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলে আল্লাহ তার দিকে আরও দ্রুত এগিয়ে আসেন (বুখারী: ৭৫০৫)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ হয়, শয়তান তার স্থায়ী সাথী হয়ে যায় (যুখরুফ: ৩৬)। এভাবে আল্লাহর যিকর হৃদয়কে হেদায়াত গ্রহণের উপযোগী করে তোলে এবং শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

> **আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করাই হেদায়াত প্রাপ্তির মূল চাবিকাঠি। যদি মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যথাযথ আনুগত্য করে, তবেই সে সুপথ প্রাপ্ত হবে (নূর: ৫৪)**

কুরআন মাজীদ মানবতার জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হওয়ায় অর্থ বুঝে বিনয়-নম্রতার সাথে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা হেদায়াত প্রাপ্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয়, যা সবচাইতে সরল (বনী ইসরাঈল: ৯)। পবিত্র কুরআন মূলত আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশবাণী (আলে ইমরান: ১৩৮), যা মানুষের জন্য সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে (বাক্বারাহ: ১৮৫)। কুরআন কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করে জীবনে বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত হেদায়াতের পথ। হেদায়াত লাভের জন্য মহান আল্লাহর সৃষ্টি তথা ভূ-মন্ডল, নভোমন্ডল এবং সৌরজগৎ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করা কর্তব্য। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিবসের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বিশেষ নিদর্শন রয়েছে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে (আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতেন এবং যারা এটি পাঠ করেও চিন্তা-গবেষণা করে না, তাদের জন্য দুর্ভোগের কথা বলেছেন (ইবনু হিববান: ৬২০)। মানুষ নিজের দৈহিক গঠন নিয়ে অনুধাবন করলেও আল্লাহর সুনিপুণ সৃষ্টিকৌশল দেখে হেদায়াতের আলো খুঁজে পাবে (যারিয়াত: ২১)। এভাবে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি নিদর্শন মানুষের অন্তরে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও হেদায়াতের বীজ বপন করে।

উত্তম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করা হেদায়াতের পথে অবিচল থাকার আরেকটি কার্যকর উপায়। মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর দ্বীন ও রীতিনীতির অনুসারী হয়ে থাকে (আবু দাউদ: ৪৮৩৩)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তাদের কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে সৎসঙ্গী সবসময় সুগন্ধ ও কল্যাণ দান করে আর অসৎ সঙ্গী ক্ষতি ও দুর্গন্ধ ডেকে আনে (বুখারী: ৫৫৩৪)। তাছাড়া পার্থিব জীবনের অসৎ বন্ধুরা ক্বিয়ামত দিবসে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে, তবে মুত্তাক্বী বন্ধুরা এর ব্যতিক্রম (যুখরুফ: ৬৭)। সুতরাং প্রতিটি মুমিনের উচিত এমন সঙ্গী নির্বাচন করা যারা তাকে আল্লাহর পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, দূরে সরিয়ে দেয় না। হেদায়াত লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে দো'আ করা মুমিনের বড় হাতিয়ার। আল্লাহ বান্দাকে তাঁর কাছে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং হাদীসে কুদসীতে বলেছেন যে, হে বান্দাগণ, তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট, তবে আমি যাকে পথ দেখায় সে ব্যতিরেকে; সুতরাং তোমরা আমার নিকট হেদায়াত কামনা করো, আমি তোমাদের হেদায়াত দেব (মুসলিম: ২৫৭৭)। এজন্যই আমরা প্রতিদিন সালাতের প্রতি রাকাতে আল্লাহর কাছে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা করি (ফাতিহা: ৬)। এই প্রার্থনা বান্দার অন্তরে হেদায়াতের প্রতি নিরন্তর তৃষ্ণা ও নির্ভরতা জাগ্রত রাখে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালকের দোহাই দিয়ে সত্য ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্য দো'আ করতেন (মুসলিম: ৭৭০)। এমনকি বিতর সালাতের দো'আ কুনূতেও আল্লাহর কাছে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও হেফাজত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (তিরমিযী: ৪৬৪)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সর্বদা আল্লাহর নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করতেন (মুসলিম: ২৭২১)। নবীজীর এই ধারাবাহিক দো'আ থেকে বোঝা যায়, হেদায়াত এমন এক নে'আমত যা একবার লাভ করলেই যথেষ্ট নয়, বরং প্রতিনিয়ত তা টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। হেদায়াত লাভের জন্য বান্দার পক্ষ থেকে আন্তরিক চেষ্টা-সাধনা করা অত্যন্ত যরূরী, কারণ মানুষ তার চেষ্টা ব্যতীত কিছুই পায় না (নাজম: ৩৯)। যারা আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন (আনকাবূত: ২৯)। এর সাথে আল্লাহর বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে (আলে ইমরান: ১০১)।

সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করাই হেদায়াত প্রাপ্তির মূল চাবিকাঠি। যদি মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যথাযথ আনুগত্য করে, তবেই সে সুপথ প্রাপ্ত হবে (নূর: ৫৪)। মানুষকে যেসব বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যদি তারা পূর্ণরূপে পালন করতো, তবে আল্লাহ তাদের বড় পুরস্কারে ভূষিত করতেন এবং সরল পথ প্রদর্শন করতেন (নিসা: ৬৬-৬৮)। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট, আনুগত্য ছাড়া কেবল মৌখিক দাবি বা জ্ঞান হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়। পরিশেষে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল, ছাহাবী ও তাবেঈগণের পবিত্র জীবনচরিত অধ্যয়ন করা হেদায়াতের পথকে সহজ করে তোলে, কারণ তাঁদের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য গভীর শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে (ইউসুফ: ১১১)। তাঁদের জীবন থেকে ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও অবিচল ঈমানের শিক্ষা গ্রহণ করে একজন মুমিন নিজের জীবনে হেদায়াতের পথে অগ্রসর হতে পারে। অতএব, ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন চিরস্থায়ী সফলতা অর্জনের জন্য আমাদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা মোতাবেক হেদায়াত লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত করুন এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশের তাওফীক দান করুন। আমীন!

পেশ ইমাম, মূহুরীপাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম সৈয়দপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

জুয়ার আসর থেকে যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক

নীলফামারীর ডিমলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে জুয়ার আসর থেকে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শহিদুল ইসলামসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ডিমলা শালহাটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিমলা শালহাটি এলাকায় একটি জুয়ার আসরে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশের একটি দল।

জাতিসংঘে প্রথমবার ভাষণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পাশাপাশি নিউইয়র্কে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি। এ ছাড়া কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে পার্শ্ব বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর হবে সংক্ষিপ্ত। নিউইয়র্কে তিনি চার থেকে পাঁচ দিন অবস্থান করবেন। সফর শেষে আগামী ২৫ অথবা ২৬ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন।

সূত্র আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীর সংখ্যা ৩৫ জনের বেশি হবে না। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

মিশিগানে ফেঞ্চুগঞ্জ সোসাইটির বনভোজন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

আনন্দমুখর পরিবেশ ও হরেক রকম আয়োজনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ফেঞ্চুগঞ্জ সোসাইটি'র বার্ষিক বনভোজন। রোববার (২৬ জুলাই) সেন্টার লাইন সিটির মেমোরিয়াল পার্কে দিনব্যাপী এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসের ব্যস্ত জীবন থেকে কিছুটা সময় বের করে মিশিগান প্রবাসী ফেঞ্চুগঞ্জবাসীসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী এতে অংশ নেন।

বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা তৈমুর হোসেন বিপুল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কমিউনিটি নেতা আহবাব চৌধুরী এবং ভার্জিনিয়া থেকে আসা কমিউনিটি নেতা খায়রুল খান। পরে ফেঞ্চুগঞ্জ সোসাইটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

পুরো আয়োজনটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন বাবুল মিয়া সোহেল ও সাংবাদিক জুয়েল খান। দিনভর নানা বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুদের পদচারণায় মুখরিত ছিল দৃষ্টিনন্দন মেমোরিয়াল পার্কটি।

উৎসবকে আরও জমজমাট করতে নারী ও শিশুদের জন্য রাখা হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে নারীদের জন্য 'মিউজিক পিলো' ও 'হাঁড়িভাঙা' প্রতিযোগিতা এবং ছেলেদের টানটান উত্তেজনার 'রশি টানাটানি' ছিল মূল আকর্ষণ। পাশাপাশি সংগীত শিল্পী শর্মিলা দেব শর্মি ও ফজলুল করিমের মনোজ্ঞ সংগীতে মেতে ওঠেন উপস্থিত দর্শ দর্শকেরা।

মধ্যাহ্নভোজে পরিবেশন করা হয় প্রবাসীদের পছন্দের সুস্বাদু সব খাবার। আয়োজনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, যার প্রথম পুরস্কার ছিল একটি গাড়ি। র‍্যাফেল ড্র'র বিজয়ী নজরুল ইসলাম খানের হাতে গাড়ির চাবি হস্তান্তরের মাধ্যমে দিনব্যাপী এই উৎসবের সফল সমাপ্তি ঘটে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্যদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে এখনো এই হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনো পক্ষ।

মঙ্গলবার ইরানের পক্ষ থেকে মার্কিন সামরিক অবস্থানগুলোতে হামলার চেষ্টার প্রতিশোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ইরানের ওপর "বড় পরিসরের বিমান হামলা" চালায়। কয়েকদিনের বিরতির পর এই হামলাগুলোই ছিল ইরানের মূল ভূখণ্ডকে সরাসরি লক্ষ্য করে চালানো প্রথম হামলা। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের বন্দর আব্বাস, কিশ এবং কেশম দ্বীপে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

সংঘাতের পরিধি আরও বিস্তৃত: নতুন এই হামলার আগে, দীর্ঘদিন সংঘাতে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চলার পর সৌদি আরব ইরান-সমর্থিত ইরাকি গোষ্ঠীগুলোর ওপর হামলা চালায়। একই দিনে, মিশরের একটি বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন একটি জাহাজে আগুন লাগে। শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর ধারণা, এটি সম্ভবত একটি ড্রোন হামলার ফল। তবে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি।

এ বিষয়ে কথা বলতে পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেল্লাত্তির একটি ফোনালাপ হয়। সেখানে দার সংযম, সংলাপ ও কূটনীতিতে জোর দেয়ার আহ্বান জানান। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এ খবর নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস। পাশাপাশি উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিন নিয়ে নিজেদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইসরাইলি সেনাদের আক্রমণের কড়া নিন্দা জানান তারা। গাজার পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সেনাদের আগ্রাসন, অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা, আল আকসা মসজিদে সংঘাত ও দখলেরও নিন্দা জানান তারা। একই সঙ্গে উভয় মন্ত্রী গাজার জিম্মি অবস্থার আশু সমাপ্তি চান। তারা সকল পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।

প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরানের একটি "আকস্মিক হামলার চেষ্টা" মার্কিন বাহিনী প্রতিহত করার পর এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এতে মধ্যপ্রাচ্যে কয়েকদিনের তুলনামূলক শান্ত পরিস্থিতির অবসান ঘটে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, "এবার তাদের ওপর আঘাত হানার পালা আমাদের।"

সিনেট শুনানিতে ফাউচিকে ঘিরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাক্য বারবার বলেছেন ৮৫ বছর বয়সী এই চিকিৎসক: "আইনজীবীর পরামর্শে, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অনুযায়ী আমি সসম্মানে এই প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করছি।" এমনকি যখন মিসৌরির রিপাবলিকান সিনেটর জশ হাউলি কৌশলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার টাই বা কার্পেটের রং কী, তখনও ফাউচি একই বাক্য উচ্চারণ করলেন। দৃশ্যটি একদিকে যেমন কমেডির মতো শোনায়, তেমনি এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গভীর আইনি কৌশল এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাসের ইতিহাস।

কমিটির চেয়ারম্যান, কেন্টাকির রিপাবলিকান সিনেটর র‍্যান্ড পল, দীর্ঘদিনের ফাউচি-সমালোচক। তিনি বহুবার অভিযোগ করেছেন, গেইন-অব-ফাংশন গবেষণা—যেখানে গবেষণার স্বার্থে ভাইরাসকে আরও সংক্রামক বা বিপজ্জনক করে তোলা হয়—সে বিষয়ে কংগ্রেসের কাছে ফাউচি মিথ্যা বলেছেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথের অর্থ শেষ পর্যন্ত উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে পৌঁছেছিল কি না, সে প্রশ্নেও তিনি বারবার ফাউচিকে বিদ্ধ করেছেন। ফাউচি অবশ্য বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন।

এবারের শুনানির ঠিক আগের দিন পল এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, সত্য বললে কোনো পারজুরির ঝুঁকি থাকে না। এমনকি ফাউচি চাইলে অতীতে ভুল তথ্য দেওয়া, রেকর্ড ধ্বংস করা বা দুই পক্ষের যুক্তি যথাযথভাবে তুলে না ধরার কথাও স্বীকার করতে পারেন। কারণ সেসব অপরাধ নয়; নতুন করে মিথ্যা বলাটাই অপরাধ।

ফাউচি নিজের বক্তব্যে যা বললেন, তা ছিল বেশ ধারালো এক পাল্টা আক্রমণ। তিনি বলেন, পলের তার প্রতি "কারাগারে পাঠানোর" পুনরাবৃত্ত হুমকি, "অবমাননাকর মন্তব্য" এবং তার ব্যক্তিগত দিনলিপি প্রকাশ্যে ফাঁস করে দেওয়াই তাকে পঞ্চম সংশোধনীর আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। তিনি স্পষ্ট বলেন, এই শুনানিতে ডাকার একমাত্র উদ্দেশ্য তাকে দিয়ে এমন কিছু বলানো, যা পলের বহুবার প্রকাশ্যে করা প্রতিজ্ঞা—ফাউচি একদিন "জেলের ভেতরে" যাবেন—সেটিকে সত্য প্রমাণ করা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটও রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার প্রশাসনের শেষ মুহূর্তে ফাউচিসহ কয়েকজনকে প্রি-এম্পটিভ পারডন (pre-emptive pardon) দিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারের হাত থেকে তারা সুরক্ষা পান। কিন্তু রিপাবলিকানরা ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন, সেই ক্ষমা ভবিষ্যতের নতুন কোনো বিবৃতি বা সাক্ষ্যকে সুরক্ষা দেবে না। এই আইনি অনিশ্চয়তাই ফাউচির আইনি দলের কাছে পঞ্চম সংশোধনীর আশ্রয় নেওয়াকে সবচেয়ে নিরাপদ পথ বলে মনে হয়েছে।

শুনানির শেষে ঘটে সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তটি। ফাউচির আইনজীবী ডেভিড শার্টলার কমিটির উদ্দেশে কিছু বলার চেষ্টা করলে পল তাকে বারবার থামিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তারক্ষী ডেকে তাকে শুনানি কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরে শার্টলার সাংবাদিকদের বলেন, তিনি শুধু এটুকুই বলতে চেয়েছিলেন যে ফাউচির পঞ্চম সংশোধনীর অধিকার প্রয়োগের বৈধ ভিত্তি রয়েছে। এক পৃথক বিবৃতিতে তিনি পলের আচরণকে "নির্লজ্জ" আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি প্রমাণ করে যে পুরো শুনানিটিই ছিল ভিত্তিহীন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ—পলের ব্যক্তিগত জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ।

ডেমোক্র্যাটদের পক্ষের অবস্থানও কম তীক্ষ্ণ ছিল না। মিশিগানের ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর গ্যারি পিটার্স বলেন, এই শুনানি "প্রকৃত ক্ষতি" করছে। একজন মানুষকে বলির পাঁঠা বানানো সহজ, অথচ কোভিড মোকাবিলার ব্যর্থতার দায় ট্রাম্প ও বাইডেন—উভয় প্রশাসনের শত শত কর্মকর্তার মধ্যেই ছড়িয়ে ছিল। কানেকটিকাটের সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল আরও একধাপ এগিয়ে পুরো শুনানিটিকে ১৯৫০-এর দশকের ম্যাকার্থি যুগের সঙ্গে তুলনা করেন—যে সময় রাজনৈতিক তদন্তের নামে ব্যক্তিগত সুনাম ধ্বংস করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এই পুরো নাটকের পেছনের আসল কারণ কী?

এখানে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বয়ান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। রিপাবলিকান শিবিরের বক্তব্য, ফাউচি কোভিডকালে লকডাউনসহ নানা সিদ্ধান্তে ক্ষতিকর পরামর্শ দিয়েছেন এবং ভাইরাসের উৎস নিয়ে সত্য গোপন করেছেন। বিশেষ করে গেইন-অব-ফাংশন গবেষণা এবং উহান গবেষণাগারের সংযোগের প্রশ্নে তার স্বচ্ছতার অভাব ছিল। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট শিবির ও ফাউচির আইনি দল বলছে, এটি নিছক প্রতিহিংসা—একজন বিজ্ঞানীকে ফাঁদে ফেলে অপরাধী বানানোর চেষ্টা। যার উদ্দেশ্য জবাবদিহি নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিশোধ।

এই দুই বয়ানের মধ্যে কোনটি কতটা সত্য, তার চূড়ান্ত বিচার এখনো বাকি। তবে এটুকু নিশ্চিত, উভয় পক্ষই নিজেদের রাজনৈতিক আখ্যানকে শক্তিশালী করতে এই ঘটনাকে ব্যবহার করছে।

শুনানির শেষে পল হুঁশিয়ারি দেন, ফাউচিকে কংগ্রেসের তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কনটেম্পট অব কংগ্রেস (Contempt of Congress)-এর ভোটের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি জানান, আগামী সপ্তাহে বিষয়টি কমিটিতে উত্থাপন করা হবে। অর্থাৎ এই কাহিনি এখানেই শেষ নয়; বরং এটি সবে শুরু।

এই পুরো ঘটনাটি আসলে আরও গভীর একটি প্রশ্নের প্রতিচ্ছবি, যা কোভিড-পরবর্তী আমেরিকার রাজনীতিকে বছরের পর বছর তাড়া করে ফিরছে। বিজ্ঞান আর রাজনীতির সীমানা কোথায় শেষ হয়, আর প্রতিহিংসা কোথা থেকে শুরু? একজন বিজ্ঞানী, যার সিদ্ধান্তে লাখো মানুষের জীবন প্রভাবিত হয়েছিল, তাকে যদি প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি করার সংস্কৃতি তৈরি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো বিশেষজ্ঞই কি প্রকাশ্যে পরামর্শ দিতে সাহস পাবেন? ফাউচির পঞ্চম সংশোধনীর সেই নীরবতার আড়ালে বোধহয় লুকিয়ে আছে এই প্রশ্নটাই।

উভয় সংকটে সৌদি আরব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রিয়াদের বিশ্বাস, এই গোষ্ঠীগুলোই ড্রোন ব্যবহার করে সৌদি আরবে হামলা চালিয়ে আসছে। এখন সৌদি আরবের সামনে প্রশ্ন- প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাল্টা হামলা চালিয়ে যাবে, নাকি পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করবে, এমনকি প্রয়োজনে কিছু প্রতিপক্ষকে অর্থ দিয়ে সংঘাত কমানোর পথ বেছে নেবে?

কে কাকে আক্রমণ করছে, কেন?

প্রথমে কিছু প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। পাঁচ মাস ধরে উপসাগরীয় অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশে চলমান সংঘাতে মূলত দুটি পক্ষ রয়েছে। একদিকে রয়েছে ইরান এবং তাদের ইসলামিক রেভ্যুলুশনারি গার্ড করপস (আইআরজিসি)। তাদের মিত্রদের মধ্যে রয়েছে ইয়েমেনের হুতিরা। তারা ২০১৪ সালে দেশটির বড় একটি অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এ ছাড়া ইরানের সমর্থন রয়েছে ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস-এর প্রতি। অভিযোগ রয়েছে, এই আধাসামরিক বাহিনী সৌদি আরবের ওপর প্রায় ৩০টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে এবং এখন তারাই সৌদি-যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা হামলার লক্ষ্যবস্তু। আরও রয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ। সংগঠনটি এখনো শক্তিশালী হলেও বর্তমানে অপেক্ষাকৃত নীরব অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তার শক্তিশালী সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বাহিনী এবং বিভিন্ন মাত্রায় উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলো ও জর্ডান। ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হলেও বর্তমানে ইরানের সঙ্গে এই যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে ইরান তাদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা মূলত জর্ডান, কুয়েত ও বাহরাইনের দিকে কেন্দ্রীভূত করেছে। একই সঙ্গে তারা হরমুজ প্রণালি দিয়ে ইরানের নতুন নিয়ম ও নির্ধারিত রুট এড়িয়ে চলা বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করছে। ইরাকের মিলিশিয়া এবং ইয়েমেনের হুতিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তুলনামূলক নতুন ঘটনা। এটি দেখাচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্থায়ী শান্তিচুক্তি না হলে এই সংঘাত আরও বিস্তৃত আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে।

কেন যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাইছে সৌদি আরব?

সৌদি আরবের কার্যত শাসক, তুলনামূলক তরুণ যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, দেশের জন্য ভিশন ২০৩০ নামে একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। এর লক্ষ্য হলো তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে দেশকে বের করে এনে আধুনিক ও বহুমুখী শিল্প গড়ে তোলা, যাতে প্রতি বছর কর্মবাজারে প্রবেশ করা লাখো শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর জন্য অর্থবহ কর্মসংস্থান তৈরি হয়। ভিশন ২০৩০-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা। পাশাপাশি ডাটা সেন্টারের মতো অবকাঠামো গড়ে তোলাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো হামলার ঝুঁকিতে থাকে। কিন্তু ইয়েমেন থেকে হুতিদের ছোড়া ড্রোন কিংবা ইরান থেকে নিক্ষেপ করা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের স্থায়ী হুমকির মধ্যে থাকলে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

২০১৯ সালের সেই বড় সতর্কবার্তা

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৌদি আরব একটি বড় ধাক্কা খেয়েছিল। তখন ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল। এক সকালে ঘুম ভেঙে সৌদিরা জানতে পারে, ইরান-সমর্থিত একটি ইরাকি মিলিশিয়া আবকাইক ও খুরাইসে অবস্থিত তাদের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল স্থাপনায় একযোগে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। সে সময় কেউ কেউ দাবি করেন, হামলাটি ইয়েমেনের হুতিরা চালিয়েছে। কিন্তু আমি হামলার পরপরই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম এবং স্পষ্ট দেখেছি যে স্থাপনাগুলোর ওপরের কাঠামোয় যে গর্তগুলো হয়েছে, সেগুলোর মুখ উত্তর দিকে। সেই হামলায় কয়েক দিনের জন্য সৌদি আরবের প্রায় অর্ধেক তেল রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে এটি রিয়াদকে বুঝিয়ে দেয় যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামো কতটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। গত সোমবার প্রকাশিত স্যাটেলাইট ছবিতেও দেখা গেছে, আবকাইক তেল স্থাপনাটি আবারও ইরান-সমর্থিত ইরাকি মিলিশিয়াদের ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে।

তেল এখনো সৌদি অর্থনীতির প্রাণ

তেল এখনো সৌদি অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলার জবাবে ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ, যার মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবাহিত হয়। এর জবাবে সৌদি আরব তাদের পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লাখ ব্যারেল তেল লোহিত সাগর উপকূলে ইয়ানবু রপ্তানি টার্মিনালে পাঠাতে শুরু করে। সেখান থেকে ট্যাংকারে করে তেল দক্ষিণে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে দেয়া হয়। শুরুর দিকে পরিকল্পনাটি সফলই মনে হচ্ছিল।

নতুন করে হুতিদের হুমকি

কিন্তু ১৩ জুলাই সৌদি আরব ইয়েমেনের রাজধানী সানার বাইরে অবস্থিত বিমানবন্দরে বোমা হামলা চালায়। সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকার দাবি করে, একটি ইরানি বিমানকে সেখানে অবতরণ করতে বাধা দিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। এর জবাবে হুতিরা সৌদি আরবের আভা ও জিজান আঞ্চলিক বিমানবন্দরে হামলা চালায়। তবে রিয়াদের জন্য আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, হুতিরা এখন লোহিত সাগরে সৌদি জাহাজগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করতে শুরু করেছে। ফলে লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তের সংকীর্ণ বাব আল-মান্দেব প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে এশিয়ায় সৌদি তেল রপ্তানিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ভিশন ২০৩০-এর পরিকল্পনায় ছিল না এমন বাস্তবতা

সৌদি আরব সাত বছর ধরে হুতিদের দমন করতে বোমা হামলা চালিয়েও সফল হয়নি। ইয়েমেনে চলা সেই যুদ্ধ ছিল আমাদের সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়গুলোর একটি, যার প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। ২০২২ সালে সৌদি আরব হুতিদের সঙ্গে একটি নড়বড়ে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এমনও খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, সংঘাত কমাতে কিছু আর্থিক সমঝোতাও হয়েছিল। কিন্তু এখন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ধনী দেশ সৌদি আরব আবারও দক্ষিণে ইয়েমেন থেকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার এবং উত্তরে ইরাক থেকে আসা হামলার দ্বিমুখী হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে। ভিশন ২০৩০-

নিউইয়র্কে চরমপন্থা ও যুদ্ধ বন্ধে বৈশ্বিক ঐক্যের ডাক বিশ্বধর্মীয় নেতাদের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ধর্মের নামে বিভাজন, উগ্রবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় নেতা, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বরা। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনের গাজাসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ, দখলদারিত্ব ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকা কামনা করা হয়েছে।

শনিবার (২৫ জুলাই) নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে 'জালসা' কনভেনশন হলে 'লাভ অ্যান্ড মার্সি—দ্য মেসেজ অব অল দ্য প্রফেটস (আ.)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে এসব আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, গবেষক, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রতিনিধি, কমিউনিটি নেতা ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন আওলাদে রাসূল (সা.), দরবারে গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাজ্জাদানশীন এবং সুফি ইউনিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটির (এসইউআইএস) প্রেসিডেন্ট হযরত শাহসুফি ড. সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল-হাসানী আল-মাইজভাণ্ডারী।

তিনি বলেন, আল্লাহর সব নবী-রাসুল মানবজাতিকে ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, দয়া, সহনশীলতা ও মানবকল্যাণের শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী

ধর্মের অপব্যাখ্যা করে ঘৃণা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের বিরুদ্ধে আলেম-ওলামা, ধর্মীয় নেতা, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

গাজায় চলমান মানবিক সংকটের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, নারী, শিশু ও নিরীহ মানুষের ওপর সহিংসতা সমগ্র মানবতার জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বের যেখানেই যুদ্ধ, দখলদারিত্ব বা নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটুক না কেন, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া নৈতিক দায়িত্ব।

গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ মুহিউদ্দীন (জনাথন গ্র্যানফ) বলেন, কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। স্থায়ী শান্তির জন্য নৈতিক নেতৃত্ব, আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা, মানবাধিকার রক্ষা এবং পারস্পরিক আস্থা জরুরি।

ইসলামিক ফোরাম অব কানাডার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট শায়খ ফয়সাল হামিদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা রহমত, ভারসাম্য ও মানবসেবার। যারা ইসলামের নামে উগ্রবাদ ছড়ায়, তারা ইসলামের প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ইউএসএর প্রেসিডেন্ট আল্লামা সৈয়দ জুবায়ের আহমদ বলেন, ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ নয়, বরং ঐক্য ও শান্তির বার্তা দেয়। উগ্রবাদ প্রতিরোধে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সঠিক জ্ঞান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ জরুরি।

মইনীয়া যুব ফোরামের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহজাদা সৈয়দ মেহবুব-এ মইনুদ্দীন আল-হাসানী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট শাহজাদা শায়খ সৈয়দ মাশুক মইনুদ্দীন আল-হাসানী তরুণদের মানবসেবা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও সহনশীলতার আদর্শে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, তরুণদের ইতিবাচক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে পারলে উগ্রবাদ ও ঘৃণার রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন শায়খা মারইয়াম কবীর, আল্লামা সৈয়দ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী বদরপুরী, মুফতি সাজ্জাদ রেযা, গিয়াস আহমেদ, শায়খ আজমাইন আসরার মাইজভাণ্ডারী, মাওলানা বিলাল খান, সৈয়দ হামজা শাহ, মাইকেল শেরাক, মোহাম্মদ লুৎফুল করিম, মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আজাদ, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ কাসিম মাজিদ এবং আলহাজ মোহাম্মদ সেলিমউদ্দিন।

বাংলাদেশ এখন ভ্রমণের জন্য নিরাপদ

ট্রাম্পের বিশেষ দূত

ঢাকা ডেস্ক

ট্রাম্প প্রশাসনের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গর বাংলাদেশে তাঁর প্রথম সরকারি সফর শেষ করে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর দেশের স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে ভ্রমণের জন্য এখন নিরাপদ ঘোষণা করেছে।

মার্কিন বিশেষ দূত তাঁর পোস্টে লেখেন, 'আজ সন্ধ্যায় আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে জানিয়েছি, স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশকে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ বলে মনে করছে। সে অনুযায়ী, বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক ট্রাভেল অ্যাডভাইজরি লেভেল ৩ থেকে লেভেল ২-এ নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে কিছু এলাকায় অতিরিক্ত বিধিনিষেধ রয়েছে এবং সে জায়গাগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। দারুণ খবর!'

বাংলাদেশে এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রাষ্ট্রদূত সার্জিও গরের প্রথম সরকারি সফর। সফর শেষে তিনি দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সফরকালে রাষ্ট্রদূত গর দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদারের লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।

বৈঠকের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত গর বলেন, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করতে পেরে আমি আনন্দিত। দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।'

সার্জিও গর ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূতের দায়িত্ব দিয়েছেন।

মসজিদের সক্ষমতা ও নিরাপত্তা জোরদারে নিউইয়র্কে উম্মাহ এনওয়াইয়ের সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে মসজিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা জোরদার এবং মুসলিম কমিউনিটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উম্মাহ এনওয়াইয়ের উদ্যোগে একটি নেতৃত্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ জুলাই কুইন্সের ঠিকানা কমিউনিটি হাবে আয়োজিত এ সম্মেলনে ৫০ জনের বেশি ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন।

সম্মেলনের শুরুতে ফার্মিংডেল স্টেট কলেজের শিল্প ও প্রাতিষ্ঠানিক মনোবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাঈদ ইসলাম উম্মাহ এনওয়াই পরিচালিত নিউইয়র্কের মসজিদভিত্তিক জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় মসজিদগুলোর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও প্রবণতা তুলে ধরে ভবিষ্যতে তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞ মুবিনুর রহমান ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন অনুদান পাওয়ার সুযোগ এবং সফল অনুদান আবেদন প্রস্তুতের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

ওয়াশিংটন থেকে আগত মুসলিম জননীতি পরিষদের প্রতিনিধিদল মসজিদের নিরাপত্তা, জননীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা দেন। দলের নেতৃত্ব দেন মুসলিম জননীতি পরিষদের নীতি ও কর্মসূচি বিষয়ক সহসভাপতি হারিস তারিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নীতি অধ্যয়ন ও রূপান্তর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক খুররম জামান এবং সংগঠনটির ওয়াশিংটন কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামির হোসেন।

বক্তারা বলেন, নিউইয়র্কে এখনো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিমবিদ্বেষমূলক ঘটনার হার তুলনামূলক বেশি। এ পরিস্থিতিতে মসজিদগুলোর নিরাপত্তা প্রস্তুতি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নীতিগত কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তারা ভবিষ্যতেও নিউইয়র্কের মুসলিম সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উম্মাহ এনওয়াইয়ের প্রতিনিধি লিয়াজুল হাসান ও ওয়াসেফ চৌধুরী সংগঠনের চলমান কার্যক্রম এবং নতুন উদ্যোগ তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় 'শিশু ও ইমামদের সুরক্ষা' বিষয়ক কর্মশালা, মসজিদগুলোর জন্য বিনা খরচে আর্থিক নিরীক্ষা সহায়তা, যুব কার্যক্রম পরিচালনা, স্বেচ্ছাসেবী গণমাধ্যম সহায়তা এবং নীতিগত সহায়তা কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে মতামত ও প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতে আরও সমন্বিতভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড সফল করতে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রস্তুতিসভা

ডেস্ক রিপোর্ট

আগামী ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড' সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২২ জুলাই) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্যারেডের সার্বিক প্রস্তুতি, অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কমিউনিটির সমন্বয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় প্যারেডের আয়োজক কমিটি প্যারেডটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন।

প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, প্যারেডের মেয়রাল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলম নমি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রিয়েলেটর নুরুল আজিম, পাকিস্তানি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুর রহিম হাওলাদার, নেপালি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মেরিনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক, সামাজিক, জেলা ও আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন প্যারেডের প্রধান সমন্বয়কারী শাহ শহিদুল হক।

সভায় বক্তারা বলেন, 'সাউথ

প্রস্তুতিসভা থেকে নিউইয়র্কে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির সদস্যদের পরিবার-পরিজনসহ প্যারেডে অংশ নিয়ে এ ঐতিহাসিক আয়োজনকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড' কেবল একটি শোভাযাত্রা নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উদযাপনের একটি অনন্য উদ্যোগ। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ আয়োজন নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি, ভারতীয়, পাকিস্তানি, নেপালি, শ্রীলঙ্কান, ভুটানি এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

বক্তারা আরও বলেন, আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসের ৩৭তম অ্যাভিনিউ জুড়ে অনুষ্ঠিতব্য প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী কমিউনিটি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশ নেবেন। ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত, নৃত্য এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐক্যের বার্তা তুলে ধরা হবে।

প্রস্তুতিসভা থেকে নিউইয়র্কে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির সদস্যদের পরিবার-পরিজনসহ প্যারেডে অংশ নিয়ে এ ঐতিহাসিক আয়োজনকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

কানাডায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাসকাচুয়ানের বার্ষিক বনভোজন

একেএম শাহিন, সাসকাটুন (কানাডা)

কানাডার সাসকাটুনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাসকাচুয়ান' এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৬ জুলাই) সাসকাটুনের অদূরে রোজটার্ন ভ্যালি রিজিওন্যাল পার্কে আয়োজিত এই পুনর্মিলনীতে পাঁচ শতাধিক সিলেটিসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও আয়োজিত এই বনভোজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। এতে প্রথম পুরস্কার (গ্র্যান্ড প্রাইজ) হিসেবে ছিল একটি নতুন গাড়ি এবং দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ছিল একটি ৬৫ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। আয়োজকদের মতে, সাসকাচুয়ানে বাংলাদেশি কমিউনিটির কোনো পিকনিকে গাড়ি উপহার দেওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

দিনের তীব্র গরম উপেক্ষা করে সকাল থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো পার্ক এলাকা। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল মনোমুগ্ধকর লাইভ সংগীত, দৃষ্টিনন্দন প্রবেশদ্বার এবং সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবার।

দিনের তীব্র গরম উপেক্ষা করে সকাল থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো পার্ক এলাকা। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল মনোমুগ্ধকর লাইভ সংগীত, দৃষ্টিনন্দন প্রবেশদ্বার এবং সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবার। ছোট-বড় সবার জন্যই ছিল নানা ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা। এর মধ্যে শিশুদের চকলেট দৌড়, বড়দের ফুটবল, দম্পতিদের বল নিক্ষেপ, নারীদের সূচ-সুতা রেস ও মিউজিক্যাল পিলোর মতো খেলাগুলো উপস্থিত সবাইকে আনন্দ দেয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্থানীয় স্বনামধন্য শিল্পী পঙ্কজ দেব ও মীর দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সাসকাচুয়ানে সিলেটি কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংগঠনের পক্ষ থেকে কামনাশীষ দেব, বজলুর রশীদ সুইট এবং সাদিকুর রহমানকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাসকাচুয়ানের সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাদিকুর রহমান, কামনাশীষ দেব, বজলুর রশিদ সুইট, প্রিয়াঙ্কা নন্দী, দেবাশীষ দেব, ফারুক হুসাইন, টগর হুসাইন, সোহেল হাওলাদার, শাব্বির কাপুর, শেখ কামাল, সাইয়েদ আহমেদ, শরিফুজ্জামান, শাখাওয়াত হুসাইন, ওমর শরিফ প্রমুখ।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুসাইন আহমেদ, আমরান আহমেদ, সৈয়দ আলীমুজ্জামান, ফলিক আহমেদ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, আহমেদ শাহ জাকের শাকু, আব্দুল্লাহ সাকিব মারুফ, নোমান আহমেদ, আব্দুল আলীম সানি, ঝিমলি দাস, তাপসী দাস, সৈয়দ সাইমন, মাহবুবুর রহমান, তানজিলুর রহমান, একেএম শাহিন ও ইমরান চৌধুরীসহ অনেকে। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের নেতারা আগত অতিথি, স্বেচ্ছাসেবক ও স্পন্সরদের ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই ধরনের পুনর্মিলনীর আয়োজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড
এপ্লিকেশন প্রসেসিং
সার্ভিসেস
Job Help & Application Processing Services
917-500-3937
আমাদের সার্ভিসসমূহ
• পোস্টাল জব
• ফেডারেল জব
• স্টেট জব
• এম.টি.এ জব
• সিটি জব
• রেজুমী তৈরি
• কাভার লেটার
• সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
• নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ
• ফুড স্ট্যাম্প
• ডিজএবিলিটি (SSI)
• স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
• রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড
Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh
বিশ্বাসযোগ্যতা দক্ষতা সবাই আমাদের প্রতিশ্রুতি
148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ,
জমজম ড্রাগস ও
আস-সালাম
ফার্মেসি
JANNAT Rx PHARMACY
সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com
উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017
জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717
ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections
Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash
Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কে সিটি পরিচালিত মুদি দোকানে নিত্যপণ্যে ৩০% ছাড়ের ঘোষণা মেয়র মামদানির

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সাশ্রয়ী দামে সরবরাহ করতে সিটি পরিচালিত মুদি দোকানে মৌলিক খাদ্যপণ্যে ৩০ শতাংশ মূল্যছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মেয়র জোহরান মামদানি।

সোমবার (২৭ জুলাই) ব্রুকলিনে এ পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি জানান, শহর পরিচালিত পাঁচটি কমিউনিটি গ্রোসারি স্টোরে প্রতি মাসে নির্ধারিত কিছু নিত্যপণ্যের দাম বাজারদরের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম রাখা হবে। এর ফলে একটি পরিবার মাসে গড়ে প্রায় ৯০ ডলার এবং বছরে প্রায় এক হাজার ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবে। ছাড়ের আওতায় থাকবে শাকসবজি, পাস্তা, মাংস, সামুদ্রিক মাছ, রুটি, দই, চাল, ডাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য। এসব পণ্যের মূল্য পুরো মাসজুড়ে একই থাকবে। ফলে সাপ্তাহিক দামের ওঠানামা বা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের ঝুঁকি থাকবে না।

মেয়র মামদানি বলেন, "নিউইয়র্কের কোনো পরিবার যেন খাবারের খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় না থাকে, সেটিই আমাদের লক্ষ্য।"

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিটি কর্তৃপক্ষ নতুন তিনটি কমিউনিটি গ্রোসারি স্টোর পরিচালনার জন্য ৪৪ পৃষ্ঠার দরপত্র আহ্বান করেছে। এর আগে ইস্ট হারলেমের লা মারকেটা এবং ব্রঙ্কসের হান্টস পয়েন্টকে দুটি সম্ভাব্য স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে পাঁচটি স্টোরই চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, সিটি সরকার জমি বা দোকানের স্থান সরবরাহ করবে এবং নির্মাণ বা সংস্কারের ব্যয় বহন করবে। দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে বেসরকারি অপারেটরের হাতে।

সমালোচকদের অভিযোগ, সিটি পরিচালিত মুদি দোকান চালু হলে স্থানীয় ছোট মুদি দোকান বা বোডেগাগুলোর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে এ আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে মেয়র মামদানি বলেন, সিটি পরিচালিত দোকানগুলোতে সিগারেট, মদ, লটারির টিকিট কিংবা গরম খাবার বিক্রি করা হবে না। এসব পণ্য স্থানীয় বোডেগাগুলোর আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হওয়ায় তাদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় যেতে চায় না সিটি প্রশাসন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সিটির মূলধন বাজেটে ৭ কোটি ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম সিটি পরিচালিত মুদি দোকান আগামী বছর ব্রঙ্কসে চালু হবে। ইস্ট হারলেমের দ্বিতীয় শাখা ২০২৯ সালের মধ্যে চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

নাসীরুদ্দীন-সারজিসের গাড়িবহরে হামলা করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

অভিযোগ নাহিদের

ঢাকা ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের গাড়িবহরে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা অতর্কিত এবং সশস্ত্র হামলা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলটির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাঁর ভেরিফায়েড পেজ থেকে দেওয়া অ্যাডমিন পোস্টে এই অভিযোগ করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও ওই পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, 'হবিগঞ্জে জুলাই পদযাত্রায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের গাড়িবহরে অতর্কিত ও সশস্ত্র হামলা করেছে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও এনসিপি নেতাকর্মীরা আহত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে এই হামলা হয়েছে।'

ফেসবুক পোস্টে আরও বলা হয়, 'এনসিপির মিডিয়া টিমের মাইক্রোবাসটিকে হবিগঞ্জ জেলা সার্কিট হাউসের ভেতরে নিয়ে হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতর নিয়ে এমন ন্যক্কারজনক কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। কেবল মাইক্রোবাস ভেঙ্গেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; মোবাইল ফোন এবং ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

মিশিগানে বিয়ানীবাজার সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইনক মিশিগানের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৯ জুলাই) হ্যারিসন টাউনশিপের মেট্রোপার্কে দিনব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন, বিভিন্ন বয়সী নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্নভোজ এবং সবশেষে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্রয়ের পুরস্কার হিসেবে ছিল একটি নতুন গাড়ি ও ঢাকা-বাংলাদেশ রিটার্ন এয়ার টিকিটসহ নানা আকর্ষণীয় উপহার।

দিনের শুরুতেই সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা আকাশে রঙিন বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজনের শুভ সূচনা করেন।

সমিতির সভাপতি আজমল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বাসির আহমদের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির যেকোনো আয়োজনেই প্রবাসীদের ঢল নামে; এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্থানীয় মিশিগানের বাসিন্দা ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকেও অনেকে এসে এই আনন্দ-আয়োজনে শামিল হন। ফলে পুরো বনভোজন প্রবাসীদের এক মহামিলনমেলায় পরিণত হয়।

সভাপতি আজমল হোসেন তার বক্তব্যে বনভোজন সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানে খেলাধুলার অংশে নারীদের বালিশ দৌড় এবং পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী রশি টানাটানি প্রতিযোগিতা উপস্থিত দর্শকদের দারুণভাবে উদ্বেলিত করে।

উক্ত বনভোজনে মিশিগানে বসবাসরত বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়ে ৭ বছরে নিহত ৭৩৬৪ জন শিক্ষার্থী

ঢাকা ডেস্ক

চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সাড়ে ৭ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ৭ হাজার ৩৬৪ জন শিক্ষার্থীর। যা দুর্ঘটনায় মোট প্রাণহানীর ১৫ দশমিক ১১ শতাংশ। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে ৩ হাজার ৩২৮ জন। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন ৪ হাজার ৩৬ জন।

রোড সেফটি নামের একটি বেসরকারি সংগঠন মঙ্গলবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। দুর্ঘটনা পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার পথে, বাড়ির আশপাশে খেলার সময় অটোরিকশা, বাইক ও পণ্যবাহী যানবাহনের ধাক্কায় এবং চাপায় নিহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনা গ্রামীণ সড়কে বেশি ঘটেছে। ১৩ থেকে ২৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা বাইকের চালক ও আরোহী হিসেবে বেশি নিহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনা আঞ্চলিক ও মহাসড়কে বেশি ঘটেছে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerue Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी
العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

বাংলাদেশি-আমেরিকান ফ্যাস্টিভ্যালে প্রবাসীদের মিলনমেলা

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান (বাম)-এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দুই দিনব্যাপী ১৭তম 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্যাস্টিভ্যাল' উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৫ ও ২৬ জুলাই ওয়ারেন সিটি স্কয়ারে আয়োজিত এ উৎসবের উদ্বোধন করা হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং বেলুন উড়িয়ে। মিশিগানের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এতে অংশ নেন। পুরো আয়োজন এক সময় যেন লাল-সবুজের ছোট্ট বাংলাদেশে পরিণত হয়।

উৎসবে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণ দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে। ছিল র‍্যাফেল ড্র, যার প্রথম পুরস্কার ছিল একটি গাড়ি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান এবং দেশীয় আড্ডার পাশাপাশি মেলায় বসে বাংলাদেশি পোশাক, খেলনা, গৃহসজ্জার সামগ্রী ও বাহারি খাবারের স্টল।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী কালা মিয়া, কনা, মুজা, অনিক রাজ, রনি, বাংলা স্কুলের শিক্ষানবীশ শিল্পীরা, আমজাদ এবং টেন অ্যান্ড হাফ ব্যান্ড। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীরাও পরিবেশনায় অংশ নেন।

মেলার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করে ওয়ারেন পুলিশ। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন সিটি কর্মকর্তা এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

সব বয়সী দর্শনার্থীদের জন্য ছিল নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। ওয়ারেন সিটি স্কয়ারের বিশাল মাঠজুড়ে প্রবীণদের আড্ডা, শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা এবং পারিবারিক মিলনমেলার দৃশ্য উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে মেলার বিভিন্ন আয়োজন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশি-আমেরিকানদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে মিশিগানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি আনন্দঘন মিলনমেলার আয়োজন করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তিনি মেলা সফল করতে উপস্থিতি, সহযোগিতা ও সার্বিক সহায়তার জন্য সকল অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জাপানে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২৮

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কুমামোতোর কাছে ৭ দশমিক ১ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে উদ্ধারকর্মীরা সময় মেপে অভিযান চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি।

বুধবার টোকিওতে নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি বলেন, 'এখনো অনেকে সাহায্যের অপেক্ষায় আটকা পড়ে আছেন। এটি সময়ের সঙ্গে এক দৌড়। সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে জীবিত উদ্ধারের জন্য আমরা সম্ভাব্য সব সম্পদ কাজে লাগাচ্ছি।' ভূমিকম্পের পর এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সড়কগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বুধবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলের ধ্বংসস্তূপ থেকে আটজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ দলগুলো এখন মলের যেসব স্থান থেকে সাহায্যের আকুতি পাওয়া গেছে, সেখানে নজর দিচ্ছে।

স্থানটিতে গ্যাস লাইন থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে কি না তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখছে। জাপানি বার্তা সংস্থা এনএইচকে জানিয়েছে, মলটির প্রায় ২০ থেকে ৩০ জন কর্মী এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

মিশিগানে গোয়াইনঘাট এসোসিয়েশনের পিকনিক

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির বুচার পার্কে উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'গোয়াইনঘাট এসোসিয়েশন অব মিশিগান'এর বার্ষিক পিকনিক। রোববার (২৬ জুলাই) মিশিগানে বসবাসরত গোয়াইনঘাটবাসীর এই মিলনমেলায় দিনব্যাপী ছিল খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সৌহার্দ্যপূর্ণ আড্ডা ও নানা আয়োজন।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বদরুলের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন ও ইফতেখার হেলালের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং আকাশে বেলুন উড়িয়ে পিকনিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ারেন সিটির মেয়র লরি স্টোন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ, সিটি অফিসিয়াল, আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন।

উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা গোলাম কিবরিয়া হেলাল, অমূল্য চৌধুরী, আব্দুস সালাম, অরবিন্দ চৌধুরী মৃদুল, মো. আমিনুল হক, জালাল উদ্দিন, মনাফ আহমদ বাবুল ও খাজা শাহাব আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ বাবুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দীপক চৌধুরী, পিকনিক উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মো. কামাল আবেদীন এবং মাহ্‌ফুজুর রহমান। মধ্যাহ্নভোজের পর শিশু-কিশোর, নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার। খেলাধুলার পর্ব শেষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল রাফেল ড্র। এতে গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, ল্যাপটপ ও টিভিসহ একাধিক সম্মানীয় উপহার রাখা হয়। প্রথম পুরস্কার বিজয়ী মনজুর আহমেদের হাতে গাড়ির চাবি হস্তান্তরের মাধ্যমে দিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বদরুল পিকনিক সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করায় আগত অতিথি ও সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ম্যানহাটনে লিজিওনেয়ার্স রোগে আরও একজনের মৃত্যু

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আপার ইস্ট সাইডে লিজিওনেয়ার্স রোগের প্রাদুর্ভাবে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই প্রাদুর্ভাবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়জনে। একই সঙ্গে এখন পর্যন্ত ৯০ জন এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগ।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, আক্রান্তদের মধ্যে বর্তমানে ছয়জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এর আগে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি জানিয়েছিলেন, রোগ ছড়ানোর সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করে তা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা কমে এসেছে এবং প্রাদুর্ভাব কার্যত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, আপার ইস্ট সাইডের ৭৫টি ভবনের ৭৭টি কুলিং টাওয়ারে প্রাথমিক পরীক্ষায় জীবিত লিজিওনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তবে যেসব ভবনে ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত হয়েছে, সেগুলোর সবকটিই যে বর্তমান প্রাদুর্ভাবের উৎস—এমনটি নিশ্চিত নয়।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ রকল্যান্ড রিট্রিট ও বইমেলা ২০২৬

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কের অদূরে মনোরম চেস্টনাট রিজের থ্রিফোল্ড এডুকেশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো দুই দিনব্যাপী চতুর্থ রকল্যান্ড রিট্রিট ও বইমেলা ২০২৬। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এ আয়োজন করে বেঙ্গলি ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটি (BILS)। সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি অটিজম স্পেকট্রামে থাকা তরুণ-তরুণীদের সৃজনশীল বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সবুজে ঘেরা রিসোর্ট-সদৃশ পরিবেশে বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন অ্যান্ড্রু সেঞ্চেজ, সামিনা খন্দকার ও প্রথম চক্রবর্তী। তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। কনভেনর গিয়ানা মেলার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় মূল আয়োজন।

এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শাড়ি'। সেই ভাবনাকে কেন্দ্র করেই সাজানো হয় পুরো অনুষ্ঠানমালা। উদ্বোধন করেন এমেরিটাস অধ্যাপক, সাবেক উপাচার্য ও লেখক ড. মোস্তফা সারওয়ার।

প্রখ্যাত কবি সুবোধ সরকার বলেন, "শাড়ি শুধু একটি পরিধেয় বস্ত্র নয়; এটি হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সর্বোপরি নারীর আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও সংগ্রামের এক অনন্য বাহন।" পরে তাঁর বিখ্যাত 'শাড়ি' কবিতাটি আবৃত্তি করেন শিল্পী পারভীন সুলতানা।

সম্মেলনের সভাপতি, জাতিসত্তার কবি মোহাম্মদ নূরুল হুদা শাড়ির বৌদ্ধিক সম্পদ (Intellectual Property) এবং এর বৈশ্বিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

এবারের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, ভারত, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, গায়ানা, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, শিল্পী এবং সংস্কৃতিপ্রেমীরা অংশ নেন। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে পুরো আয়োজন যেন শান্তিনিকেতনের এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সম্মেলনে রূপ নেয়। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধনে পৃথিবী যেন একসূত্রে গাঁথা হয়েছে—এমন অনুভূতি প্রকাশ করেন অনেক অংশগ্রহণকারী।

BILS-এর পৃষ্ঠপোষক ও আয়োজক ড. ধনঞ্জয় সাহা বলেন, সাহিত্যচর্চার জন্য যেমন দরকার সৃজনশীল পরিবেশ, তেমনি সৃজনশীল মন গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। এ বিষয়ে বক্তব্য দেন ডা. দীপা সাহা ও ম্যারাথন রানার নাসির শিকদার। তাঁরা তেলবিহীন রান্না, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং দৌড়ানোর উপকারিতা তুলে ধরেন। ডা. দীপা সাহা সুস্থ জীবনযাপন ও ইতিবাচক চিন্তার সঙ্গে সৃজনশীল লেখালেখির নিবিড় সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলা, ইংরেজি, স্প্যানিশ ও তুর্কি ভাষায় মৌলিক কবিতা, গল্প ও ছড়া পাঠ করা হয়। ড. ধনঞ্জয় সাহা তাঁর উদ্ভাবিত নতুন সাহিত্যধারা 'ছড়াবিতা'—ছড়া ও কবিতার সমন্বিত রূপ—সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর একটি 'ছড়াবিতা' পাঠ করেন ইসরাত বুখারি। মেলায় ছিল তাজা ফল, স্বাস্থ্যকর অর্গানিক খাবার, শিল্পকর্ম প্রদর্শনী এবং লেখকদের বই প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অটিজম স্পেকট্রামে থাকা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লেখকদের পরিবেশনা এবং Endeavor21+ Autism Program-এর অংশগ্রহণকারীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। এনজা ও পিয়েরা লোম্বার্দোর শিল্পকর্ম দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এ পর্বে জন কার্লোস উডি গাথরির বিখ্যাত গান 'This Land Is Your Land' পরিবেশন করে উপস্থিত সবার প্রশংসা অর্জন করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় লাইভ ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশ নেন অনেক সম্ভাবনাময় লেখক। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন ডা. কৌশিক কর।

আবৃত্তি পরিবেশন করেন টিটানিয়া গুপ্তা, দ্বীপ নারায়ণ গুপ্তা, খালেদ মিঠু, নিলুফার জারিন, পারভীন সুলতানা, সংঘমিত্রা ব্যানার্জি, অশ্বিনী প্রসাদ এবং ভারতের প্রখ্যাত সারেঙ্গি শিল্পী উস্তাদ কামাল সাবরি। গদ্য-কবিতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালিদের অভিবাসনের ইতিহাস তুলে ধরে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন ড. অশ্বিনী প্রসাদ।

গল্প ও কবিতা পাঠ করেন ডা. তপতী রায়, বেনজির সিকদার, মোহাম্মদ কাইউম, রফিকুল ইসলাম, শাহ জে. চৌধুরী, বনানী সিনহা, খালেদ সরফুদ্দীন, আইজ্যাক স্টেইনবার্গ, কমোলিকা পান্ডে, ইফফাত আরা, ড. মোহাম্মদ মাসুম, ড. মল্লিকা ধরসহ আরও অনেকে। একক কবিতা পাঠ করেন ফারহানা ইলিয়াস তুলি, রকল্যান্ড পোয়েটস গ্রুপের শেরিল লার্নার এবং তুরস্কের কবি মুরাত নিমিত। স্প্যানিশ ও ইংরেজিতে গল্প পাঠ করেন আইরিস তেহেদাস ও লুজ কুয়েভাস। ভ্রমণকাহিনি পাঠ করেন সুলতানা ইসমত আরা।

ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লিপিলেখা-এর সদস্যরা, বিশেষ করে সভাপতি টিটানিয়া গুপ্তা, অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। লেখক ও কমিউনিটি লিডার ড. দিলীপ নাথ গত বছরের রকল্যান্ড রিট্রিট ও বইমেলার সাফল্য এবং এর সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সেমিনারে বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের পারস্পরিক প্রভাব এবং উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনা হয়। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কবি ফকির ইলিয়াস।

সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলা ও পাশ্চাত্য সংগীত পরিবেশন করেন অ্যান্ড্রু সেঞ্চেজ, অরচিত কৃষ্ণান, উস্তাদ কামাল সাবরি, সামিনা খন্দকার, ডা. শিউলী রায়, ডা. মো. জুলফিকার হোসেন, গৌতম সাহা এবং ডা. অর্পিতা ঘোষ।

অনুষ্ঠানে স্বল্প সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন কবি ও প্রকাশক হুমায়ুন কবির ঢালি এবং বরেণ্য সংগীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়। তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

রিট্রিটের অংশ হিসেবে ছিল ফরেস্ট হাইকিং, যোগব্যায়াম, সাঁতার, ক্যাম্পিং, ফার্ম ট্যুর এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবকাশযাপনের বিশেষ আয়োজন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ড. মোহাম্মদ মাসুম। তিনি তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পরে ডা. অনিমিতা সাহা 'অন্ধকার থেকে আলোয়' শিরোনামে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

নিউইয়র্কে পরিকল্পিত শাড়ি জাদুঘরের সহপ্রতিষ্ঠাতা ড. অশ্বিনী প্রসাদ শাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে পুরোনো শাড়ি দানের আহ্বান জানান। আয়ারল্যান্ডের ব্যারিস্টার ক্যারেন মরিস শাড়িকে ঘিরে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। একই বিষয়ে বক্তব্য দেন অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষক ক্রিস্টিন ম্যাকক্লিন।

সমাপনী পর্বে বিভিন্ন সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। পূর্ব-পশ্চিমের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এবং সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য BILS Award 2026 প্রদান করা হয় ড. মোস্তফা সারওয়ারকে। ডা. অবনীভূষণ চৌধুরী আবৃত্তি পুরস্কার লাভ করেন অশ্বিনী প্রসাদ এবং বীণাপাণি সাহা সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন বেনজির সিকদার। এ বছর প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করা হয় BILS Writers-in-Residence Award। এ সম্মাননা লাভ করেন ভারতের কবি সুবোধ সরকার এবং বাংলাদেশের কবি মোহাম্মদ নূরুল হুদা। এই কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত লেখকেরা দুই দিন থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত BILS-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অবস্থান করে সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার সুযোগ পাবেন।

সমাপনী বক্তব্য দেন সম্মেলনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুল হুদা এবং কনভেনর গিয়ানা মেলা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন BILS-এর প্রেসিডেন্ট ড. ধনঞ্জয় সাহা। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুদিনার চারা বিতরণ করা হয়।

পরে ঘোষণা করা হয়, আগামী রকল্যান্ড রিট্রিট ও বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে ২৪–২৫ জুলাই ২০২৭। আগামী আসরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'মেঘনা থেকে মিসিসিপি'। প্রাথমিকভাবে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণে সম্মতি জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণার জন্য সুপরিচিত চেক প্রজাতন্ত্রের চার্লস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গবেষক ড. ব্লাঙ্কা নটকোভা (Blanka Notková)।

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

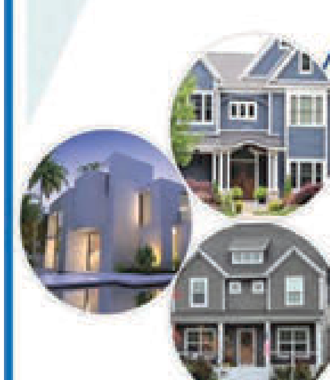

প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

‘আজ শুধু প্রেমের কথা হবে’, তপুর গানে মুগ্ধ নিউইয়র্কের দর্শক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রাশেদ উদ্দিন তপুর গান, প্রেমের কবিতা, হাস্যরস আর অগ্রজ সাংবাদিকদের স্মৃতিময় কথোপকথনে অনুষ্ঠিত হলো ভিন্নধর্মী আয়োজন—‘আজ শুধু প্রেমের কথা হবে: তপুর গান’।

২৬ জুলাই রোববার কুইন্স পেলেসে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শুরু থেকেই ছিল প্রাণবন্ত ও রুচিশীল পরিবেশ। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই দেখা যায় আয়োজকদের ব্যস্ততা ও আন্তরিকতার প্রতিচ্ছবি। টিনা রাসেল, নাভিদ মাহবুব, তপু, খালেদ মুহিউদ্দীন, বন্যা মির্জা ও চন্দ্রা রায়—তাঁদের সম্মিলিত পার্ফোমেন্সে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুন্দর আয়োজন বাস্তবে রূপ নেয়। সাংবাদিক শামীম শাহেদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চে ওঠেন তিনজন অগ্রজ সাংবাদিক তাঁদের সহধর্মিণীদের নিয়ে। সাংবাদিক মঞ্জুর আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী রেখা আহমেদ, হাসান ফেরদৌস ও তাঁর স্ত্রী রানু ফেরদৌস এবং ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন ও তাঁর স্ত্রী নাসিমা সুলতানা ফ্লোরা প্রেমের সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টা করেন নিজেদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও রসিকতার মধ্য দিয়ে।

তাঁদের কথোপকথনের সময় পুরো মিলনায়তনে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। অগ্রজ সাংবাদিকদের কথায় যে গভীরতা ও রসবোধ ছিল, তা খুব দ্রুতই দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল তোলে। সেই হাসির রেশ ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী পর্বেও। খালেদ মুহিউদ্দীনের কথায় দর্শক যেমন আনন্দ পান, তেমনি কৌতুকশিল্পী নাভিদ মাহবুবের পরিবেশনায় হাসির আবহ আরও জমে ওঠে। এরপর মঞ্চে ওঠেন বন্যা মির্জা। প্রেমের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ করেন ভিন্ন এক আবহ। গিটারে সেতুর সুর তখন দর্শকদের প্রশংসা কুড়াতে শুরু করেছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পী রাশেদ উদ্দিন তপুর দুটি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের পরিচিত শিল্পী টিনা রাসেল ও চন্দ্রা রায়। এরপর পাঁচ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্রে তপুর সংগীতজীবন ও ব্যক্তিগত পথচলার নানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন আয়োজকেরা।

সবশেষে মঞ্চে আসেন তপু। নিজের জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করে তিনি মুহূর্তেই মিলনায়তনে তৈরি করেন এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। তবে সেদিনের বিশেষ দৃশ্য ছিল—তপুর সঙ্গে তাঁর গান গেয়ে উঠেছিলেন দর্শকেরাও। অনেক সময় মনে হয়েছে, তপুর চেয়েও বেশি উৎসাহ নিয়ে তাঁর গান গাইছেন উপস্থিত শ্রোতারা।

দর্শকদের বেশির ভাগের হাতেই ছিল মুঠোফোন। কেউ ভিডিও ধারণ করেছেন, কেউ ছবি তুলেছেন। গান, স্মৃতি ও ভালোবাসার মুহূর্তগুলো যেন সবাই নিজেদের মতো করে ধরে রাখতে চেয়েছেন। অনুষ্ঠানজুড়ে উপস্থাপক কয়েক দফা আয়োজনে সহযোগিতাকারী স্পনসরদের ধন্যবাদ জানান। তাঁদের মধ্যে ছিল গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, প্রো-হেলথ হোম কেয়ার, অ্যাটর্নি রুমা জান্নাতুল, প্রেমস কালেকশন্স, গুড শেফার্ড হোম কেয়ার, ড্রিম কটেজ রিয়েলটি, কেপ্টর হোম হেলথ কেয়ার সার্ভিস, খলিল বিরিয়ানি, ভাট্টা ল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, নিহার সিদ্দিকী এবং কুইন্স প্যালেস। স্পনসরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়েই শেষ হয় প্রেম, গান, কবিতা ও হাসির এই ব্যতিক্রমী সন্ধ্যা।

কাস্পিয়ান সাগরে ইউক্রেনের হামলাটি ইরানের ওপরই: রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন জানিয়েছে, কাস্পিয়ান সাগরে জাহাজের ওপর চালানো হামলাটিকে ইরানের ওপর হামলা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। ক্রেমলিনের মতে, এই ঘটনাটি দেখিয়ে দিচ্ছে ইউক্রেন থেকে আসা হুমকি নির্মূল করা কতটা জরুরি।

এর আগে ইউক্রেন দাবি করেছিল, কাস্পিয়ান সাগরে রাশিয়ার সামরিক সরঞ্জাম বহনকারী দুটি জাহাজে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। জাহাজ দুটি ইরান থেকে রাশিয়ার একটি বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। গত শনিবার (২৫ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন, হামলার লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে ছিল ‘ইরান থেকে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনে জড়িত জাহাজ’ এবং একটি যুদ্ধজাহাজ। পরে ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা দাবি করে, যুদ্ধজাহাজটি ছিল রাশিয়ার একটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী নৌযান।

নিউইয়র্কে ‘দ্বিতীয় আবাসনের’ কর নিয়ে বিতর্ক

নোটিশ পেয়ে ক্ষুব্ধ বহু বাড়ির মালিক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটিতে দ্বিতীয় আবাসনের (পিয়ে-আ-তের) ওপর নতুন সম্পত্তি কর কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হলেও, ভুলবশত বহু স্থায়ী বাসিন্দার কাছেও করের নোটিশ পৌঁছানোয় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির মালিকদের অভিযোগ, প্রকৃত তথ্য যাচাই না করেই তাদের প্রাথমিক বাসস্থান প্রমাণের দায় চাপিয়ে দিয়েছে সিটি প্রশাসন।

ব্রুকলিনের পার্ক স্লোপ এলাকার বাসিন্দা মারভিন সিপোরেন ১৯৭৩ সাল থেকে একই বাড়িতে বসবাস করছেন। তিনি জানান, সম্প্রতি মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসনের অর্থ বিভাগ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন তিনি। সেখানে বলা হয়েছে, তার বাড়িটি হয়তো নতুন ‘পিয়ে-আ-তের’ করের আওতায় পড়তে পারে এবং তাকে প্রমাণ করতে হবে এটি তার প্রধান বাসস্থান।

সিপোরেনের চারতলা বাড়িটির বাজারমূল্য ৫.২ মিলিয়ন ডলারের বেশি হওয়ায়, প্রাথমিক বাসস্থান হিসেবে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত ৪১ হাজার ডলার সম্পত্তি কর দিতে হতে পারে।

তিনি বলেন, কর নথি থেকেই সহজেই বোঝা সম্ভব যে তিনি বছরজুড়েই ওই ঠিকানায় বসবাস করেন। তার অভিযোগ, সিটি কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তথ্য যাচাই না করে সাধারণ মানুষের ওপর অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা চাপিয়ে দিয়েছে।

তবে তিনি জানান, ধনী ব্যক্তিদের দ্বিতীয় আবাসনের ওপর কর আরোপের নীতিকে তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের হয়রানি করে সেই লক্ষ্য অর্জন করা উচিত নয়। চিঠি পাওয়া ব্যক্তিদের আগামী ২১ আগস্টের মধ্যে কর অব্যাহতির জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে মেয়রের কার্যালয়ের মুখপাত্র মনিকা ক্লেইন জানান, অঙ্গরাজ্যের আইন অনুযায়ী সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের পর সেখান থেকে সম্ভাব্য করযোগ্য সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ আপত্তি জানাতে চাইলে তার সেই অধিকার রয়েছে।

অন্যদিকে গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, বর্তমান আইনে পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না, তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তবে আপাতত তিনি আইনে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখছেন না। নতুন এই কর থেকে নিউইয়র্ক সিটির বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের আশা করা হচ্ছে। এই অর্থ সিটির বহু বিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় ব্যবহার করা হবে। এদিকে রিপাবলিকান সিটি কাউন্সিল সদস্য ডেভিড কারও অভিযোগ করেছেন, অনেক এমন সম্পত্তিও সম্ভাব্য করযোগ্য তালিকায় এসেছে, যেগুলোর বাজারমূল্য নির্ধারিত সীমার অনেক নিচে। তার মতে, এতে সাধারণ বাড়ির মালিকদের মধ্যে অযথা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং এটি প্রশাসনের ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তুতিরই প্রমাণ।

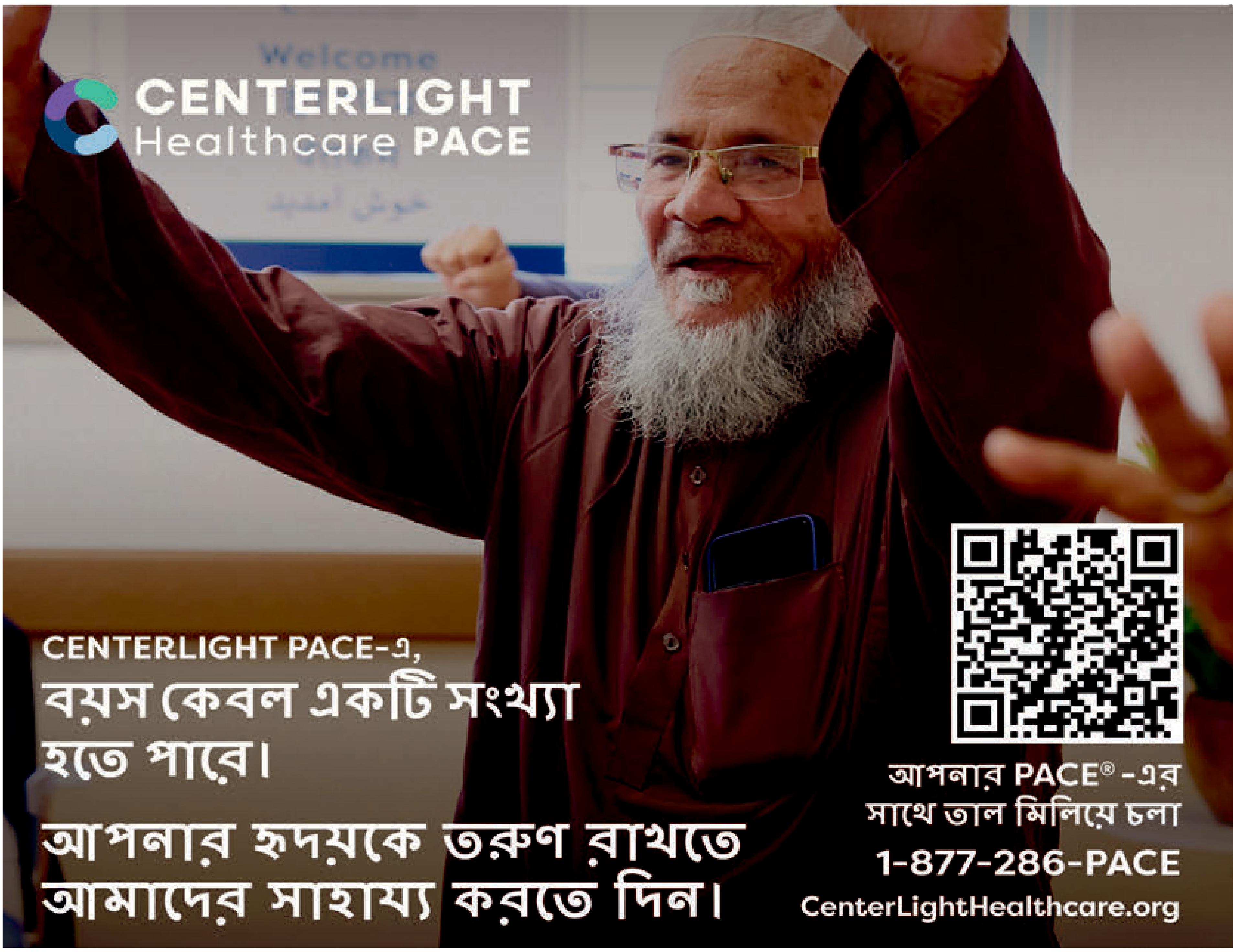
CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

পার্কচেস্টার
ফ্যামিলী শিপস
আপনার প্রতিবেশীর
শিপিং ও সার্ভিস সেন্টার
USPS
শিপিং
নিষেধাজ্ঞা
আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
আমাদের কর্মী ও গ্রাহকদের নিরাপত্তার জন্য, ডাকের মাধ্যমে নিচের জিনিসগুলো পাঠানো নিষিদ্ধ।
যা ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যায় না
নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে রয়েছে:
বিস্ফোরক ও আতশবাজি
এমন জিনিস যা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যেমন অ্যামুনিশন, আতশবাজি এবং আগুন লাগানোর সরঞ্জাম।
দাহ্য ও জ্বলনশীল পদার্থ
যেমন পেট্রোল, লাইটার ফ্লুইড, ম্যাচ, এবং এরোসলজাত স্প্রে বা ক্যান।
বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ
যেমন বিষাক্ত রাসায়নিক, ক্ষয়কারী পদার্থ, এবং বিপজ্জনক উপাদান।
চাপযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার
যেমন প্রোপেন, বিউটেন, এবং অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার।
মাদক বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়
যেকোনো ধরনের অ্যালকোহলিক পানীয় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ।
অবৈধ মাদক ও নিয়ন্ত্রিত পদার্থ
যেমন মারিজুয়ানা (গাঁজা) ও অন্যান্য বেআইনি মাদকদ্রব্য।
অস্ত্র ও গোলাবারুদ
যেমন বন্দুক, এর যন্ত্রাংশ, এবং গোলাবারুদ (আসল বা নকল)।
বিপজ্জনক অস্ত্র
যেমন সুইচব্লেড, ছুরি, এবং ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র (স্টান গান)।
সংক্রমক পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, অথবা ভাইরাস ধারণ করে।
তেজস্ক্রিয় পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত করে।
লিথিয়াম ব্যাটারি (ঘোষণা ছাড়া)
লিথিয়াম ব্যাটারি ঘোষণা করা অবশ্যক এবং USPS-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে।
জীবন্ত প্রাণী
জীবন্ত প্রাণী এবং কিছু পোকামাকড় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ (কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য)।
গুরুত্বপূর্ণ এটি নিষিদ্ধ জিনিসের সম্পূর্ণ তালিকা নয়।
নিষিদ্ধ জিনিস পাঠালে দেওয়ানি বা ফৌজদারি জরিমানা, জরিমানা এবং ডাক সেবা বন্ধ হতে পারে।
সন্দেহ হলে, ডাক দেবেন না।
কোনো জিনিস ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যাবে কি না নিশ্চিত না হলে, আমাদের দলের একজন সদসসের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা সাহায্য করতে খুশি!
সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে স্ক্যান করুন
USPS-এর নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ জিনিসের তালিকা দেখুন।
USPS.COM/RESTRICTEDITEMS
নিরাপদ কমিউনিটি
সবাইকে নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ!
বিশেষজ্ঞ সেবা
শিপিং সহজ করার জন্য আমরা আছি আপনার পাশে।
আপনার প্রতিবেশীর শিপিং পার্টনার
বিশ্বস্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ। সবসময় আপনার জন্য।
পার্কচেস্টার ফ্যামিলী শিপস
মাত্র একটি প্যাকেজের চেয়েও বেশি—একটি সম্পর্ক, একটি বিশ্বাস।

BANGLADESH-AMERICAN IT PEOPLE'S ORGANIZATION
BAITPO
BAITPO
– Chattagong Mezban
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান
গান গাইতে বাংলাদেশ থেকে
প্রথম বারের মতো
ওয়াশিংটন ডিসিতে আসবেন
বাংলা গানের কিংবদন্তি
বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের
ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র
সুরকার • গীতিকার • কিবোর্ডবাদক
সংগীত পরিচালক • সংগীতযোদ্ধা
বাংলা গানের কিংবদন্তি
নকিব খান
তারুণ্য প্রজন্মের ক্রেজ
প্রতিক হাসান
Date:
August 23, 2026
(Sunday)
Time:
11:00 AM –
5:00 PM
Location:
Fort Hunt Park,
Shelter-00A1
Alexandria, Virginia
Please Contact:
Sam Ria
Director, Event, BAITPO
Cell: 703-332-5958
For Reservation
Scan the
QR Code
www.baitpo.org
facebook.com/baitpo
BAITPO – Connect People, Explore Opportunities, Share the Dream.

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anaganhallny@gmail.com

ইন্ডিয়ানায় শেষ হলো দুই দিনের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহোৎসব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দুই দিনের জন্য যেন ইন্ডিয়ানার নোবলসভিল শহরটি বাংলাদেশেরই একটি সাংস্কৃতিক জনপদে পরিণত হয়েছিল। মঞ্চে কখনও ভেসে উঠেছে নজরুলের উত্তরাধিকার, কখনও কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কণার সুরে মুখর হয়েছে প্রবাসের আকাশ। শিশুদের কণ্ঠে বাংলা কবিতা, পিঠার ঘ্রাণ, বইয়ের পাতা, নৃত্যের ছন্দ আর সাহিত্যচর্চার প্রাণবন্ত আয়োজন মিলেমিশে এমন এক আবহ তৈরি করেছিল, যেখানে ভৌগোলিক দূরত্ব যেন মুহূর্তেই হার মেনেছে মাতৃভাষার কাছে।

প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালি শুধু জীবিকার জন্য দেশ ছাড়েনি। সঙ্গে করে বহন করেছে একটি ভাষা, একটি ইতিহাস, একটি সংস্কৃতি এবং এক অমোচনীয় আত্মপরিচয়। সেই পরিচয়েরই উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমের অঙ্গরাজ্য ইন্ডিয়ানায় অনুষ্ঠিত ১৬তম উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (NABLCC) ২০২৬-এ। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজন শেষে বক্তারা বলেছেন, বিশ্বের যেখানেই বাঙালি গেছে, সেখানেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। আগামী প্রজন্মের হাত ধরেই সেই আলো আরও বহুদূর ছড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতনি অনিন্দিতা কাজীর কথামালা, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কণার মনমাতানো সংগীত এবং স্থানীয় শিল্পী এমাদ রনি, আকাশ ও জনির প্রাণবন্ত পরিবেশনা সম্মেলনকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য ও শিল্পকলার সমন্বয়ে প্রবাসের এই উৎসব হয়ে ওঠে বাংলা সংস্কৃতির এক বর্ণিল মিলনমেলা।

নোবলসভিলে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক এই সম্মেলনে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী ও বাংলা ভাষাপ্রেমীরা একত্রিত হন। ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে তাঁরা নতুন করে শেকড়ের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলা বইয়ের মেলা। প্রথমবারের মতো ইন্ডিয়ানার এই অঞ্চলে আয়োজিত বইমেলায় নিউইয়র্ক থেকে অংশ নেয় মুক্তধারা। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে গবেষণাধর্মী মূল্যবান প্রকাশনা—সব মিলিয়ে বইপ্রেমীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির মতো প্রবাসীবহুল এলাকার বাইরেও বাংলা বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ তাঁকে নতুন আশাবাদী করেছে।

সম্মেলনের আহ্বায়ক আজাদ হোসেন সফল আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের কনসাল জেনারেল সোমনাথ ঘোষ বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের সময়ের স্মৃতিচারণ করেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

শিকাগোতে বাংলাদেশের অনারারি কনসাল জেনারেল মুনির চৌধুরী ইন্ডিয়ানায় এমন সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান। অনিন্দিতা কাজী তাঁর বক্তব্যে বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার কবি। তিনি কোনো ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না; তাঁর সাহিত্য মানুষের মুক্তি, সাম্য ও ভালোবাসার কথা বলে।

সম্মেলনের অন্যতম নীরব সংগঠক মাসুম মাহবুব বলেন, ইন্ডিয়ানার ইতিহাসে এবারের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। এর ধারাবাহিকতায় এ রাজ্যে বসবাসরত বাঙালিরা ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত হবেন।

শিশুদের কবিতা আবৃত্তি, পিঠা উৎসব, সাহিত্য আলোচনা এবং স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা পুরো আয়োজনকে পারিবারিক উষ্ণতায় ভরিয়ে তোলে। শিশুদের কণ্ঠে বাংলা কবিতা, মায়ের হাতে তৈরি পিঠার ঘ্রাণ এবং মঞ্চে ভেসে ওঠা বাংলা গানের সুরে মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছে—হাজার হাজার মাইল দূরে নয়, যেন বাংলারই কোনো গ্রাম কিংবা শহরে সবাই মিলিত হয়েছেন।

আজাদ হোসেন, দিলরুবা আমিন মিতা ও অঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে পুরো আয়োজন ছিল সুশৃঙ্খল, আন্তরিক ও প্রাণবন্ত। দূরবর্তী এই অঙ্গরাজ্যে এমন বৃহৎ সাংস্কৃতিক আয়োজন সফল করতে যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের প্রতি অংশগ্রহণকারীরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্মেলনে ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সেক্রেটারি অব স্টেট দিয়েগো মোরালেসের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করে শোনানো হয়। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কণা একের পর এক গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের সম্মাননা স্মারকও প্রদান করা হয়।

বাংলা সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন ড. মীর মাসুম আলী, আজাদ হোসেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ও লেখক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকী এবং পিনাকী তালুকদার। আলোচকেরা বলেন, প্রবাসীদের হাত ধরেই আজকের বিশ্ববাংলার ভিত নির্মিত হয়েছে। আগামী প্রজন্ম সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পতাকা আরও উঁচুতে বহন করবে।

প্রথম দিনের আলোচনায় অংশ নেন সোনিয়া আজাদ, লীনা আলী, ড. ওয়াকার মোয়াজ্জেম, লিখন রশীদ প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন নন্দিতা দাস গাঙ্গুলি, বিশ্বজিৎ সাহা ও দিদারুল আলম পান্না।

সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ ছিল আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি পোশাক ও অলংকার, বাঙালি খাবারের আয়োজন এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে পরিচয় ও সংযোগের সুযোগ অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

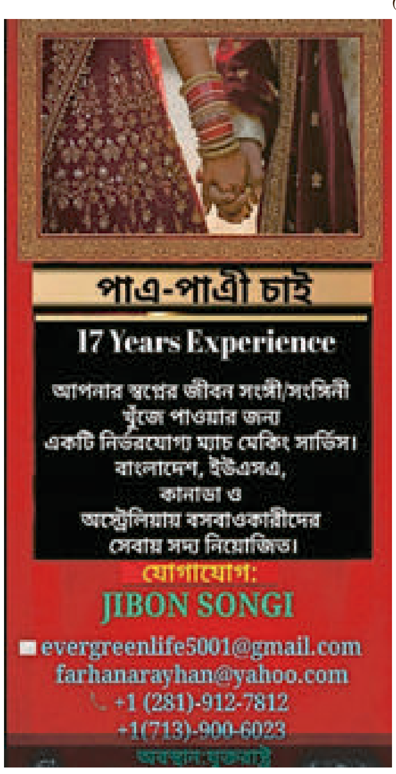

এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নতুন কমিটি সভাপতি খোকা, সম্পাদক ফেরদৌস

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার বৈশাখী রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ‘এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটি’ এর ২০২৬–২০২৭ মেয়াদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে আজহারুল ইসহাক খোকা সভাপতি, ফেরদৌস আলম ভুঁইয়া সাধারণ সম্পাদক এবং আলহাজ্ব মনিরুল ইসলাম সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। রোববার (২৬ জুলাই) এক সাধারণ সভায় এই ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

অন্য কোনো প্যানেল না থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিদায়ী সভাপতি আবুল বাশার মিলন ‘আজহার-ফেরদৌস’ প্যানেলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নির্বাচন কমিশনার টি মোল্লা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম নির্বাচন চলাকালে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি আবুল বাশার মিলনের সভাপতিত্বে এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এম জিন্নাহর পরিচালনায় সভায় বিগত ২০২৫–২০২৬ মেয়াদের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, উপদেষ্টা টি মোল্লা, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম, মাসুম বেপারী, আহসানুল ইসলাম শিমুল, মোমেন সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

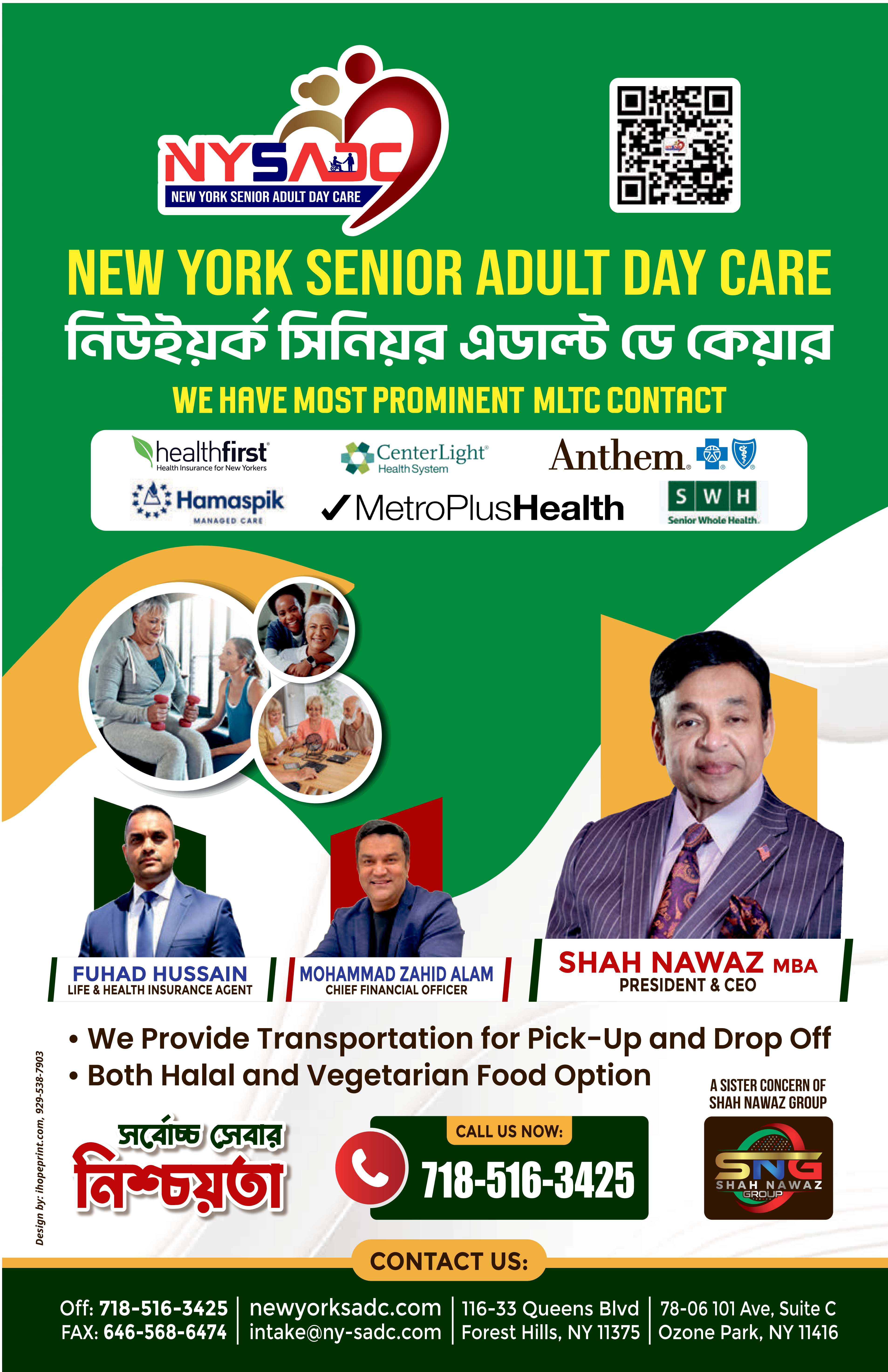
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ইন্ডিয়ানায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, জীবন জাগুক বাংলার সুরে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রবাসে দাঁড়িয়ে বাঙালি কেবল জীবিকার সন্ধান করেনি। সঙ্গে করে বহন করেছে একটি ভাষা, একটি ইতিহাস, একটি সংস্কৃতি এবং একটি আত্মপরিচয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থেকেও বাংলা ভাষার প্রতি এই টান, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি এই দায়বদ্ধতাই আজ বিশ্ববাংলার সবচেয়ে বড় শক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমের অঙ্গরাজ্য ইন্ডিয়ানায় আয়োজিত ১৬তম উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে বক্তাদের কণ্ঠে বারবার ফিরে এসেছে সেই আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণ—বিশ্বের যেখানেই বাঙালি গেছে, সেখানেই সে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে রেখেছে।

ইন্ডিয়ানার নোবলসভিলে অনুষ্ঠিত হয় ১৬তম উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (NABLCC) ২০২৬। দ্বিবার্ষিক এই সম্মেলন প্রবাসের মাটিতে এক টুকরো বাংলায় রূপ নেয়। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী ও বাংলা ভাষাপ্রেমীরা মিলিত হন এক ছাদের নিচে। ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত হয় স্মৃতি, শেকড় আর আত্মপরিচয়ের গভীর অনুরণন।

সম্মেলনের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলা বইয়ের মেলা। প্রথমবারের মতো ইন্ডিয়ানার এই অঞ্চলে বসা বইমেলায় নিউইয়র্ক থেকে অংশ নেয় মুক্তধারা। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে শুরু করে গবেষণাধর্মী ও মূল্যবান প্রকাশনায় সাজানো স্টলে পাঠকদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, প্রবাসের এত দূরে বাংলা বইয়ের প্রতি মানুষের এমন ভালোবাসা তাঁকে নতুন করে আশাবাদী করেছে। প্রায় চার দশকের পথচলার পরও বই যে মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঠিকানা, এই মেলাই যেন তার প্রমাণ।

শুক্রবার বিকেলে শিশুদের কবিতা আবৃত্তি, পিঠা উৎসব, সাহিত্য আলোচনা এবং স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। শিশুদের কণ্ঠে বাংলা কবিতা, মায়ের হাতে তৈরি পিঠার ঘ্রাণ আর মঞ্চে ভেসে ওঠা বাংলা গানের সুর মিলেমিশে এক অনন্য আবহ তৈরি করে। মুহূর্তের জন্য হলেও মনে হয়েছে, হাজার হাজার মাইল দূরে নয়—বাংলার কোনো জনপদেই যেন সবাই একত্রিত হয়েছে।

সম্মেলনের আহ্বায়ক আজাদ হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক দিলরুবা আমিন মিতা ও অঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে পুরো আয়োজন ছিল সুশৃঙ্খল, আন্তরিক ও প্রাণবন্ত। দূরবর্তী এই অঙ্গরাজ্যে এত বড় একটি সাহিত্য-সংস্কৃতির আয়োজন সফল করার পেছনে যাঁরা নীরবে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা ছিল আন্তরিক ও অকপট।

আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় যাদের নাম দেখা গেছে: ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সেক্রেটারি অব স্টেট দিয়েগো মোরালেস, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতনি অনিন্দিতা কাজী, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কণা, শিকাগোতে ভারতের কনসাল জেনারেল সোমনাথ ঘোষ, শিকাগোতে বাংলাদেশের অনারারি কনসাল জেনারেল মুনির চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আবদুর চৌধুরী, লেখক ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা–এর সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জয়শ্রী বড়ুয়া, লেখক ড. মোস্তাক আহমেদ, শিক্ষাবিদ ও লেখক ড. শিরিন সিদ্দিকী, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ আলম পান্না, ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শাহ জে. চৌধুরী, নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় দাসসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা–এর সম্পাদক ও লেখক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন বলেন, “প্রবাসীদের হাত ধরেই আজকের বিশ্ববাংলার ভিত নির্মিত হয়েছে। আগামী প্রজন্ম সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পতাকা আরও উঁচুতে বহন করবে।”

সাংস্কৃতিক উৎসব ঘিরে বিএএসজের প্রস্তুতি সভা

সুব্রত চৌধুরী

আগামী ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য 'আটলান্টিক সিটি সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২৬' সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজি) এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছে। গত ২৭ জুলাই সোমবার রাতে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সভায় উৎসবের সার্বিক প্রস্তুতি ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বিএএসজি সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উৎসব কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ প্রস্তুতির অগ্রগতি তুলে ধরেন। পরে সেসব বিষয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় সাউথ জার্সিতে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও মতের প্রবাসী বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। তারা উৎসবকে আরও বর্ণিল, সুশৃঙ্খল ও সফল করতে বিভিন্ন গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ দেন।

বাফেলো তে বাসা ভাড়া

৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং এবং ডাইনিং।
• Spacious Living Room & Dining Area Newly Renovated.
• Refrigerator & Stove Included.
• Convenient Location Near: Jami Masjid and MUNA Masjid.
27 Peace st, Buffalo, NY. যোগাযোগ: +1 (518) 364-0930

রুম ভাড়া

১৯১১৮-১১৫তম এভিনিউ, সেইন্ট আলবেনস, NY 11412 এ প্রাইভেট বাসার দ্বিতীয় তলায় একটি রুম ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৭৮০ ডলার। স্ট্রীট পার্কিং এভেইলেভেল। মসজিদ থেকে ২ মিনিটের দুরত্ব, বাস স্টেশন থেকে ১ মিনিট দুরত্ব। Phone: 929 258 8421 3/7/26

খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক

একটি সুপরিচিত ও ব্যস্ত বিউটি সেলুনে পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক।

আমরা অফার করছি:
- প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও উচ্চ টিপসের সুযোগ
- পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়—আমরা দক্ষতার সাথে ট্রেনিং দিয়ে আপনাকে প্রস্তুত করব
- পেশাদার, পরিষ্কার ও সহায়ক কাজের পরিবেশ
- কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি

দায়িত্ব: কাস্টমার সেবা, ট্রেনিং শেষে ফেশিয়াল, ওয়াক্সিং, থ্রেডিং ইত্যাদি কাজ।
যোগ্যতা: বয়স 18+, কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও শেখার মানসিকতা। ইংরেজি জানলে প্লাস পয়েন্ট।

আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুনঃ 3475386618
অথবা সেলুনে সরাসরি আসুন। ঠিকানা ইনবক্সে দেওয়া হবে।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

FREE ESTIMATE
Licensed & Fully Insured
Bengal Electric Systems Corp.
আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।

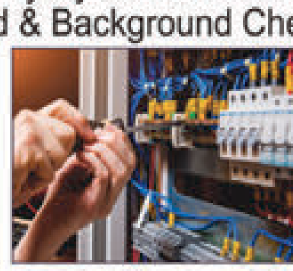

বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767
md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

প্লাম্বিং ও ইলেকট্রিক্যাল কর্মী নিয়োগ

অভিজ্ঞ প্লাম্বিং ও ইলেকট্রিক্যাল কর্মী নিয়োগ করা হবে। ফুল-টাইম ও পার্ট-টাইম উভয় পদে লোক নেওয়া হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
কাজের এলাকা: প্রধানত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের এরি কাউন্টি ও নায়াগ্রা কাউন্টি। প্রয়োজনে দুই ঘণ্টার দূরত্বের বিভিন্ন কর্মস্থলেও কাজ করতে হতে পারে। কর্মসূত্রে যাতায়াতের জন্য গ্যাস ও মাইলেজ ভাতা প্রদান করা হবে।
যোগ্যতা: প্লাম্বিং এবং/অথবা ইলেকট্রিক্যাল কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। গাড়ি চালাতে জানতে হবে। নিজস্ব নির্ভরযোগ্য যানবাহন থাকতে হবে। দায়িত্বশীল, সময়নিষ্ঠ এবং বিভিন্ন কর্মস্থলে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের নাম, বর্তমান অবস্থান, কাজের অভিজ্ঞতা, কাজ করার সময়সূচি এবং ফুল-টাইম বা পার্ট-টাইমে আগ্রহের বিষয় উল্লেখ করে 347-621-7398 নম্বরে টেক্সট (SMS) করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জরুরি নিয়োগ

আল-কুরআন একাডেমি বাফেলো-এর জন্য যোগ্য হাফিজে কুরআন নিয়োগ করা হবে।
শূন্য পদ: ১ জন পুরুষ হাফিজ,
১ জন মহিলা হাফিজা
আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত (রেফারেন্সসহ) ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই-মেইল: aqabuffalo@gmail.com
ফোন: 213-618-2007
ঠিকানা: 637 Walden Ave, Buffalo, NY 14211

শু টাইমে জনবল নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের Shoe Time 15-এ পূর্ণকালীন (ফুল-টাইম) ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের সংখ্যা: ২ জন
কর্মস্থল: Shoe Time 15
26290 Eastgate Blvd, Roseville, MI 48066
ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের স্থান:
Shoe Time 39
14145 E Seven Mile, Detroit, MI 48205
যোগাযোগ: 313-371-5001
আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ে অংশ নিতে পারবেন অথবা বিস্তারিত তথ্যের জন্য ফোন করতে পারবেন।

রান্নাঘর কিচেন অ্যান্ড সুইটস ইনক.-এ জনবল নিয়োগ

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত রান্নাঘর কিচেন অ্যান্ড সুইটস ইনক.-এ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
শূন্য পদ: কিচেন হেলপার, ফ্রন্ট ওয়ার্কার
পদ: ফুল-টাইম ও পার্ট-টাইম
যোগ্যতা: অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিযোগিতামূলক বেতন। বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মপরিবেশ
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
কর্মস্থল: 2766 Pitkin Avenue, Brooklyn, NY 11208
যোগাযোগ: 917-744-9899 / 347-365-6631

চাকরির সুযোগ | Noon Cafe & Curry

Noon Cafe & Curry-তে একাধিক পদে জনবল নিয়োগ চলছে।
পদসমূহ: শেফ, রাঁধুনি, রান্নাঘর সহকারী, বারিস্তা, সার্ভার, ক্যাশিয়ারসহ আরও বিভিন্ন পদ।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিযোগিতামূলক বেতন, বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মপরিবেশ এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ।
আবেদন: nooncafencurry@gmail.com

ট্রাক চালক নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ওয়েনে অবস্থিত Bolton Cladding Corp.-এ ট্রাক চালক (Truck Driver) পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম: ট্রাক চালক
চাকরির ধরন: ফুল-টাইম
বেতন: ঘণ্টায় ২০ থেকে ২৩ ডলার
অভিজ্ঞতা: পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন
কর্মস্থল: 48 Burgess Place, Wayne, New Jersey 07470, USA
দায়িত্ব: নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ক্ল্যাডিং উপকরণ ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী নিরাপদে এবং সময়মতো বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা ও গুদামে পরিবহন করা।
আবেদন: আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/truck-driver-IZK308

ক্যাশিয়ার/বারিস্তা নিয়োগ | Paris Baguette

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত Paris Baguette-এ ক্যাশিয়ার/বারিস্তা (Cashier/Barista) পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার/বারিস্তা
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন (Part-time)
বেতন: ঘণ্টায় ১৭ থেকে ১৭.৫০ ডলার
অভিজ্ঞতা: খুচরা বিক্রয়, গ্রাহকসেবা বা খাদ্য পরিবেশন খাতে ১ থেকে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
কর্মস্থল: 888 10th Avenue, Manhattan, New York 10019, USA
সুযোগ-সুবিধা: নমনীয় কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ শেষে টিপস পাওয়ার সুযোগ, দায়িত্ব পালনকালে ছাড়ে খাবার, জন্মদিনে বিনামূল্যে কেক এবং পূর্ণকালীন কর্মীদের জন্য চিকিৎসা, দন্ত ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত সুবিধা।
আবেদন: আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/cashier-barista-p3V1Vm

হাউস ক্লিনার নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির Fort Lee এলাকায় Grasshoppr-এ হাউস ক্লিনার পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন (Part-time)
বেতন: ঘণ্টায় ২৩ থেকে ২৫ ডলার
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
কর্মস্থল: 2030 Hudson Street, Fort Lee, NJ 07024, USA
সুযোগ-সুবিধা: সাপ্তাহিক বেতন, যাতায়াত ভাতা, নমনীয় কর্মসূচি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সব সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রদান এবং ভবিষ্যতে পূর্ণকালীন চাকরির সুযোগ।
আবেদন: অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/house-cleaner-6gQj6l

সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে Global Ops-এ Armed Security Guard পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন (Full-time)
বেতন: ঘণ্টায় ২৮ থেকে ৩০ ডলার
(বিশেষ অনুষ্ঠানে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৩৪ ডলার)।
যোগ্যতা: বৈধ New York State Armed Security License এবং New York State Pistol Permit অথবা NYS Yellow Carry Card থাকতে হবে। এছাড়া নিরাপত্তা খাতে অভিজ্ঞতা, হাইস্কুল ডিপ্লোমা বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সপ্তাহান্ত ও ছুটির দিনে কাজের সক্ষমতা থাকতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা: 401(k) ম্যাচিং, স্বাস্থ্যবিমা, বেতনসহ ছুটি, রেফারেল বোনাস এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা।
আবেদন: আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন লিংক: https://globalops.na.teamtailor.com/jobs/479561-global-ops-armed-security-agent-brooklyn

যুক্তরাষ্ট্রে আইসক্রিম সার্ভার নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের Roslyn-এ অবস্থিত Van Leeuwen Ice Cream-এ আইসক্রিম সার্ভার পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন (Full-time)
বেতন: ঘণ্টায় ১৭ ডলার (টিপসের সুযোগ রয়েছে)।
অভিজ্ঞতা: পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
কর্মস্থল: 1382 Old Northern Boulevard, Roslyn, NY 11576, USA
যোগ্যতা: বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং Food Handler Certificate থাকতে হবে।
আবেদন: অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/ice-cream-server-roslyn-4ANkJm

TUITION FREE TAX SCHOOL*
লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল
BECOME A TAX PROFESSIONAL
Complete our Income Tax Course
and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.
* Tuition is Free but there is little fee for books
• Day and Evening Classes are available for your convenience.
PLEASE CONTACT : (718) 297-3500
147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)
(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

জাতিসংঘে বাংলাদেশের ‘শান্তির সংস্কৃতি’ প্রস্তাব গ্রহণ

ডেস্ক রিপোর্ট

সংলাপ, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি বৈশ্বিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আবারও গৃহীত হয়েছে বাংলাদেশের উত্থাপিত ‘শান্তি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি’ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

প্রস্তাবটি উপস্থাপনকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বলেন, একটি শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল সমাজ গড়ে তুলতে ক্রমাগত সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং জাতিসংঘ সনদের মূল নীতিমালার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার অপরিহার্য।

তিনি বলেন, বিভাজনের পরিবর্তে সংলাপ, সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতা এবং অসহিষ্ণুতার পরিবর্তে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিতে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী প্রস্তাবটির বিষয়ে গঠনমূলক সম্পৃক্ততা ও ব্যাপক সমর্থনের জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে ‘শান্তি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি’ বিষয়ক ঘোষণা ও কর্মসূচির মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে জাতিসংঘের এই এজেন্ডাটি বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সংহতি ও অহিংসার মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি বিশ্বশান্তি নিশ্চিত ও সংঘাত প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সৌদি আরবে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীর ড্রোন হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৌদি আরবের তেল স্থাপনায় ইরাক থেকে ড্রোন হামলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ড্রোনগুলো সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং রাজধানী রিয়াদের তেল স্থাপনা লক্ষ্য করে পাঠানো হয়েছিল। তবে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেগুলো প্রতিহত ও ধ্বংস করেছে। মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইরাকের ভূখণ্ড থেকে এসব ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

লোহিতসাগরে সৌদি তেল স্থাপনায় হুতিদের হামলালোহিতসাগরে সৌদি তেল স্থাপনায় হুতিদের হামলা এর আগে গত শনিবার ইয়েমেনের হুতিরা দাবি করেছিল, তারা সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোর স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে আজ আবার এ হামলার ঘটনা ঘটল।

নিউইয়র্কে ‘বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’ ২ আগস্ট

রোকেয়া দীপা

বাংলা চলচ্চিত্রের বিশ্বায়ন এবং প্রবাসে রুচিশীল বিনোদনের শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’ এর আত্মপ্রকাশমূলক আসর। প্রিয়জন ফিল্মস ও লেমন স্টুডিওর যৌথ উদ্যোগে এবং আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের (এবিপিএ) সহযোগিতায় আগামী ৩০ জুলাই পর্দা উঠছে এই উৎসবের। সম্পূর্ণ আয়োজনটি বিনামূল্যে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

তিন দিনব্যাপী বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে উৎসবের যাত্রা শুরু হবে। প্রথম দিন ৩০ জুলাই প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘বিলাই’, ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এবং সোহেল রানা বয়াতীর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নয়া মানুষ’। দ্বিতীয় দিন ৩১ জুলাই প্রদর্শিত হবে দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ইশপাইট’ ও ‘The Eternal Journey’ এবং মিশুক মনি পরিচালিত আলোচিত চলচ্চিত্র ‘দেয়ালের দেশ’। প্রদর্শনীর শেষ দিন ১ আগস্ট দেখানো হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আমেরিকান ড্রিম’ ও ‘ঈদ মোবারক’, এবং প্রসূন রহমানের ‘শিকড়’ ও রাইসুল ইসলাম অনিকের ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ চলচ্চিত্র দুটি।

তিন দিনের প্রদর্শনী শেষে আগামী ২ আগস্ট জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে বসবে উৎসবের চূড়ান্ত আসর। এদিন জমকালো রেড কার্পেট, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিজয়ী নির্মাতাদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে সমাপনী টানা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিনয়শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কলাকুশলী এই আয়োজনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে একত্রিত হচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথাগত উৎসবের বাইরে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক ও গুণগত বিকাশে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন আয়োজকেরা। উৎসবের আহ্বায়ক অলিভ আহমেদ জানান, প্রথাগত নাচ-গান কিংবা গণহারে ক্রেস্ট বিতরণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত শিল্পকে মূল্যায়নের জন্য তারা একটি মজবুত ও পেশাদার প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টরন্টোতে সুরবিতানের বাৎসরিক সঙ্গীতসন্ধ্যা

কানাডা প্রতিনিধি

কানাডার টরন্টোতে প্রবাসী বাঙালি নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের সংগীতচর্চার প্রতিষ্ঠান 'সুরবিতান' গানের স্কুলের বাৎসরিক সঙ্গীতসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ জুলাই সন্ধ্যায় টরন্টোর হোপ ইউনাইটেড চার্চ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ক্ষুদে ও কিশোর শিল্পীদের পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন।

সংগীতগুরু ডা. অরুণাভ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি ও আধুনিক বাংলা গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক ও অভিভাবকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এনআরবি টেলিভিশনের কর্ণধার শহিদুল ইসলাম মিন্টু, সাহিত্যিক ও গবেষক সুব্রত কুমার দাস এবং সুরবিতানের প্রধান ডা. অরুণাভ ভট্টাচার্য। ডা. নীলাঞ্জনা দত্ত ও ডা. সৌমিত্র বড়ুয়া হীরকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে অভিভাবকেরা আশা প্রকাশ করেন, সুরবিতান ভবিষ্যতেও নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে।

বক্তারা বলেন, সুরবিতান শুধু সংগীত শেখানোর একটি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিবার যেখানে শিশুরা সংগীতের মাধ্যমে সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলা, মানবিকতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের সুযোগ পায়।

শহিদুল ইসলাম মিন্টু প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংগীতের প্রসারে ডা. অরুণাভ ভট্টাচার্যের অবদানের প্রশংসা করেন। সুব্রত কুমার দাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ও ইংরেজি গীতাঞ্জলির পার্থক্য তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংগীতচর্চায় আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংগীত মানুষের হৃদয়কে শুদ্ধ করে।

ডা. অরুণাভ ভট্টাচার্য বলেন, শৈশবে মায়ের কাছ থেকে সংগীতের হাতেখড়ি নেওয়ার পর হবিগঞ্জের যে গানের স্কুলে তিনি তালিম নিয়েছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই ২০০৭ সালে টরন্টোতে 'সুরবিতান' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশ্বাস, সংগীত মানুষকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে, মনকে আলোকিত করে এবং সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। সেই লক্ষ্য নিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ধরে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সংগীত ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। বক্তারা সন্তানদের বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে নিয়মিত উৎসাহ দেওয়ায় অভিভাবকদেরও ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে কোরাস ও একক সংগীত পরিবেশন করেন টিয়ারা সেন, সানভী, পরমজ্যোতি ভট্টাচার্য, রনন বড়ুয়া, অভি রাজ কর্মকার, ইন্দ্রাক্ষী দাস বর্ণিকা, অঙ্কিতা কর্মকার, নাবিল, পৃথ্বীরাজ দাশ, অঙ্কুর ভৌমিক, অবতার সেন আভি, শুধৃতা দে রাশি, নক্ষত্র শ্রেষ্ঠ বড়ুয়া, পারমিতা প্রিয়ন্তী ঘোষ, নিবেদিতা রায় মানসী, সোহম মান্না, চারুসী সেন, অপরাজিতা বড়ুয়া রিমঝিম, জয়ীতা চৌধুরী অথৈ, বিনিতা কর্মকার, সূরজ মান্না এবং স্নেহাশীষ সাহা।

তবলায় ছিলেন অদ্রি ভট্টাচার্য। হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন বিনিতা কর্মকার ও ডা. অরুণাভ ভট্টাচার্য। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংগীত তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইমন। অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ধারণ করেন ফটোশিল্পী দীপক সূত্রধর।

সাতক্ষীরার আ.লীগ নেতা নজরুল ইসলাম ঢাকায় গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাতক্ষীরা জেলার সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার বেলা ১২টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

ডিবিপ্রধান জানান, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ডিবি সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। এর আগে তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা সদর থানায় চারটি মামলা রয়েছে। হত্যাসহ বিভিন্ন ধারায় এসব মামলা করা হয়।

জানা যায়, নজরুল ইসলাম ১৯৫৩ সালে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উত্তর ফিংড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আব্দুল জব্বার। তবে তিনি শহরের সুলতানপুর এলাকায় বাস করতেন। তিনি ২০১৩ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

নিউ জার্সিতে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির প্রাণবন্ত বনভোজন

সুব্রত চৌধুরী

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির আবহ ধরে রাখা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি জোরদারের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি অব নিউ জার্সির উদ্যোগে এক প্রাণবন্ত বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বেল প্লেইন স্টেট ফরেস্টে আয়োজিত এই বনভোজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। শহরের কোলাহল ও ব্যস্ততা থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে দিনভর আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন অংশগ্রহণকারীরা।

অনুকূল আবহাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি, তাদের পরিবার-পরিজন এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বনভোজনে অংশ নেন। সকালের কোমল রোদ, দুপুরের উষ্ণতা এবং বিকেলের স্নিগ্ধ পরিবেশ দিনটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

বনভোজন উপলক্ষে শিশু, নারী ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা এবং বিনোদনমূলক আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশন করা হয় নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার, যা উপস্থিত সবার মধ্যে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে।

দুপুরের খাবারের পর শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও বিনোদন পর্ব। শিশুদের দৌড় প্রতিযোগিতা, নারীদের বালিশ খেলাসহ নানা আয়োজনে ছিল প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ। দিনভর হাসি, গল্প, গান এবং আন্তরিক আড্ডায় মুখর ছিল পুরো বনভোজন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সেলিম, কোষাধ্যক্ষ শামসুল আলম চৌধুরী এবং আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম সেন্টু।

অতিথিরা প্রবাসে এ ধরনের মিলনমেলার আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, এমন উদ্যোগ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন আরও বড় পরিসরে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তারা।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি অব নিউ জার্সির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিরাজুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সেলিম বনভোজন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক এবং অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

লাখো অভিবাসীকে কোর্টে পাঠাবে ট্রাম্প

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইউএসসিআইএসের পরিচালক জোসেফ এডলো এক বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় ব্যবস্থাকে বৈধ সুরক্ষার পরিবর্তে সময়ক্ষেপণ ও কর্মসংস্থানের অনুমতি পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন নিয়ম প্রকৃত নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করবে।

তবে অভিবাসন অধিকারকর্মী ও নীতিবিশ্লেষকেরা বলছেন, এ পরিবর্তনের ফলে হাজারো আশ্রয়প্রার্থী আটক ও বহিষ্কারের ঝুঁকিতে পড়বেন এবং এতে মামলার জট কমবে না।

বর্তমানে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারীরা সাধারণত ইউএসসিআইএসের মাধ্যমে অ্যাসাইলাম আবেদন করে আশ্রয় কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান। অন্যদিকে সীমান্ত অতিক্রম করে বা অনিয়মিতভাবে দেশে প্রবেশকারীদের ইমিগ্রেশন কোর্টে নিজেদের দাবি উপস্থাপন করতে হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আশ্রয় কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার তুলনামূলকভাবে কম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং আবেদনকারীবান্ধব। কিন্তু ইমিগ্রেশন কোর্টে সরকারের আইনজীবীরা উপস্থিত থাকেন এবং সেখানে ফৌজদারি মামলার মতো সরকারিভাবে আইনজীবী পাওয়ার অধিকার নেই।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন ইতোমধ্যে শতাধিক ইমিগ্রেশন বিচারককে অপসারণ করে তাদের জায়গায় সামরিক আইনজীবী ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাবেক প্রসিকিউটরদের নিয়োগ দিয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইমিগ্রেশন আদালতে অ্যাসাইলাম অনুমোদনের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডরিস মেইসনার বলেন, একটি জটপূর্ণ সংস্থা থেকে আরও বেশি জটপূর্ণ ইমিগ্রেশন কোর্টে মামলা পাঠানো কোনো কার্যকর সমাধান নয়। তাঁর মতে, নতুন নীতির মূল প্রভাব হবে আরও বেশি সংখ্যক আবেদন প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা তৈরি করা।

অভিবাসী অধিকার সংগঠন এফডব্লিইডি'র সভাপতি টড শুলটে বলেন, হাইতির নাগরিকসহ শত শত হাজার মানুষের অস্থায়ী সুরক্ষা বাতিলের পর এই সিদ্ধান্ত উদ্বেগজনক ইঙ্গিত বহন করছে।

২ আগস্ট নিউইয়র্কে বাংলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিকে নবীন ও সম্ভাবনাময় নির্মাতাদের জন্য একটি বড় সুযোগ নিয়ে আসছে এই উৎসব। সদস্য সচিব লিটু আনাম জানান, আন্তর্জাতিক প্রডিউসারদের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (এবিপিএ) এই আয়োজনে বিজয়ী কাজগুলোতে সরাসরি ভবিষ্যতের প্রজেক্টে অর্থায়নের আশ্বাস দিয়েছে।

তিন দিনের প্রদর্শনী শেষে ২ আগস্ট জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে বসবে উৎসবের চূড়ান্ত আসর। এদিন জমকালো রেড কার্পেট, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে সমাপনী টানা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিনয়শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কলাকুশলী এই আয়োজনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে একত্রিত হচ্ছেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা পিকলু চৌধুরীর ফেস্টিভ্যাল ডিরেকশন এবং তানভির সানির প্রোগ্রাম ডিরেকশনে আয়োজিত এই উৎসব বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করছেন প্রবাসীরা। বিনামূল্যে প্রবেশের এই আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশি, সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শক ও গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিত থেকে উৎসবকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজকরা।

লস অ্যাঞ্জেলেস

শেষ পৃষ্ঠার পর

কনভেনশনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া উত্তর আমেরিকার বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণও এবারের আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুনিরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে টাইটেল স্পন্সরের চেক হস্তান্তর করেন। চেক গ্রহণ করেন ৪০তম লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা কনভেনশনের কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন এবং মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশনস চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সাংবাদিক লস্কর আল মামুন।

মুনিরুল ইসলামের এই সহযোগিতার জন্য ফোবানা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন।

আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৪০তম কনভেনশন। এরই মধ্যে আটলান্টা, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, নিউইয়র্ক ও ঢাকায় সফলভাবে 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এবারের ফোবানা কনভেনশন উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজারো প্রবাসী বাঙালির মিলনমেলায় পরিণত হবে।

নিউইয়র্কে যুবদল নেতা জাকিরের ওপর

শেষ পৃষ্ঠার পর

নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম, নিউইয়র্কের সভাপতি নাঈম টুটুলকে গ্রেপ্তার করে নিউইয়র্ক পুলিশ (এনওয়াইপিডি)। পরে আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ওজোন পার্কের লিবার্টি অ্যাভিনিউ ও সেরিডান অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হলে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানা গেছে , 'জাকির এইচ চৌধুরী তাঁর দুই সহকর্মী মীর্জা মোহাম্মদ হোসেন ও মো. রাসেলকে নিয়ে অফিসে ফিরছিলেন। এ সময় নাঈম টুটুল তাঁদের সামনে এসে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তিনি আইফোন দিয়ে জাকিরের মাথায় আঘাত করেন।

জাকিরের সঙ্গে থাকা সহকর্মীরা ৯১১ নম্বরে ফোন করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টুটুলকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করে পুলিশ। পরে প্যারামেডিকসরা জাকিরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

জাকির এইচ চৌধুরীর বলেন, 'দুপুরের খাবার শেষে দুই সহকর্মীকে নিয়ে অফিসে ফেরার পথে নাঈম টুটুল আমার ওপর হামলা চালান। এ সময় টুটুলের সঙ্গে হারুন নামের আরও একজন ছিলেন।'

এ বিষয়ে নাঈম টুটুল বলেন, 'ভুল বোঝাবুঝি থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমরা একই দলের এবং বন্ধুবান্ধব মানুষ। বিষয়টি ইতোমধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা হয়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে প্রচারণা চালানো হয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই।'

বিমানবন্দরে ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ বিদেশিদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১৫টি বিমানবন্দরে সাধারণ পোশাকে থাকা আইসিই কর্মকর্তারা যাত্রীদের চেক-ইন কাউন্টার, বোর্ডিং গেট ও আগমনী এলাকায় আটক করছেন। আটক হওয়াদের মধ্যে মার্কিন নাগরিকের স্বামী-স্ত্রী, কর্মভিসা নবায়নের অপেক্ষায় থাকা প্রযুক্তি খাতের কর্মী, সাবেক জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিজিটর এবং আশ্রয়প্রার্থীরাও রয়েছেন।

এর আগে বিমানবন্দরে মূলত বহিষ্কারাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন (টিএসএ) ও আইস যৌথভাবে কাজ করত। তবে এখন ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও যাদের অভিবাসন-সংক্রান্ত আবেদন বিচারাধীন রয়েছে, তাদেরও এই অভিযানের আওতায় আনা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারীরা যাতে দেশের ভেতরে অবাধে ভ্রমণ করতে না পারেন, সে লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদিও বিমানবন্দরভিত্তিক এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি সংস্থাটি।

আইনজীবীদের ভাষ্য অনুযায়ী, অতীতে ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও যাদের গ্রিন কার্ড, ভিসা নবায়ন বা অন্য কোনো বৈধ আবেদন চলমান থাকত এবং যারা ওয়ার্ক পারমিট পেতেন, তাদের সাধারণত আটক করা হতো না। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে সেই চিত্র বদলে গেছে।

অভিবাসন আইনজীবী চার্লস কাক বলেন, ৩৮ বছরের পেশাগত জীবনে তিনি এমন পরিস্থিতি আগে দেখেননি। তার মতে, এখন অপরাধমূলক রেকর্ড নেই—এমন বৈধ আবেদনকারী ব্যক্তিরাও বিমানবন্দরে আটক হচ্ছেন।

শিকাগোভিত্তিক অভিবাসন আইনজীবী শ্যানন শেফার্ড বলেন, আগে তিনি বৈধ পরিচয়পত্র থাকলে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ভ্রমণের পরামর্শ দিতেন। এখন যাদের অভিবাসন-সংক্রান্ত আবেদন বিচারাধীন রয়েছে, তাদের অপ্রয়োজনীয় বিমান ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

প্রতিবেদনে ইকুয়েডরের নাগরিক চ্যান্টাল মোরালেস রোহাসের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বৈধভাবে জে-১ ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে বৈধভাবে থাকার আবেদন করেছিলেন। তবে ডেনভার বিমানবন্দরে ফ্লাইটে ওঠার সময় আইসিই কর্মকর্তারা তাকে আটক করেন। পরে একজন অভিবাসন বিচারক ৩ হাজার ডলারের বন্ডে তার মুক্তির নির্দেশ দেন।

এছাড়া একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী উগান্ডার আশ্রয়প্রার্থী নারী এবং ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ এক অস্ট্রেলীয় নাগরিককেও বিমানবন্দরে আটক বা আটকের চেষ্টা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অভিবাসন অধিকারকর্মীরা বলছেন, বিমানবন্দরে এ ধরনের অভিযান অভিবাসীদের মধ্যে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। তাদের আশঙ্কা, বৈধ আবেদন বিচারাধীন থাকা ব্যক্তিরাও এখন বিমান ভ্রমণের সময় গ্রেপ্তারের ঝুঁকিতে পড়ছেন।

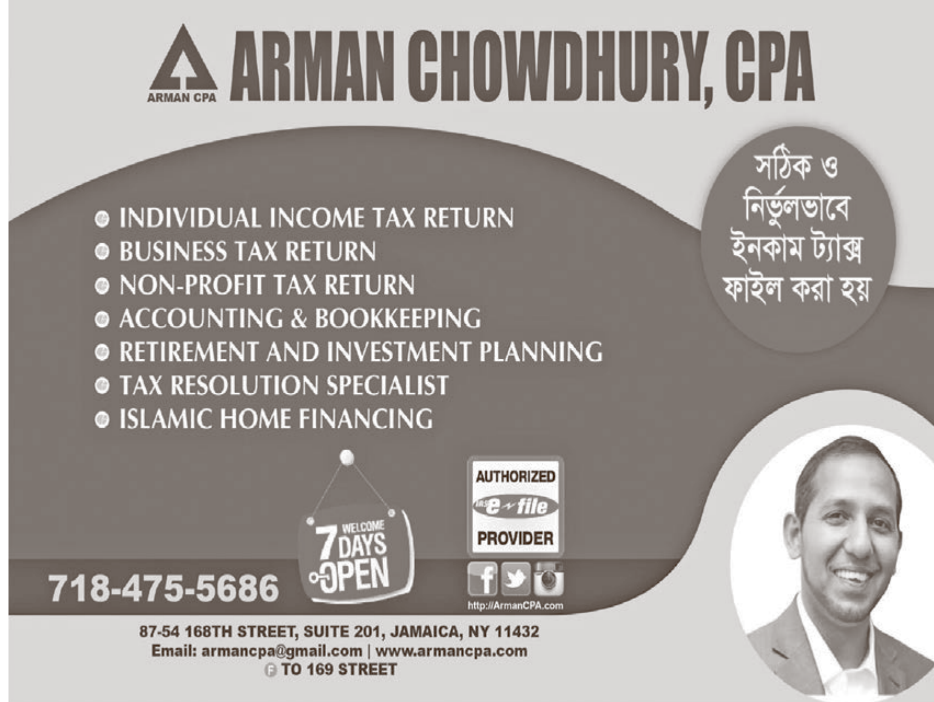

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির (বিএএসি) উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। রোববার (২৬ জুলাই) সিটির ৫০২ উত্তর এনাপলিস অ্যাভিনিউসংলগ্ন মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিউনিটির যুবসমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিএএসি এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের মোট ১২টি ক্রিকেট দল অংশ নেয়।

রোববার সকালে ক্রিকেট সংগঠক সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া বিএএসির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। দিনভর রোমাঞ্চকর খেলা শেষে ফাইনালে পাক কাশ্মীর ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কর্ণারড টাইগার ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হন ইমতিয়াজ এবং সেরা বোলার হন সালমান। এ ছাড়া পুরো টুর্নামেন্টে চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য সেরা খেলোয়াড় (ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট) নির্বাচিত হন ফারহান।

খেলা শেষে বিএএসির কর্মকর্তা ও অতিথিরা বিজয়ী ও বিজিত দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন। মাঠে গ্রীষ্মকালীন এই ক্রিকেটের উন্মাদনা উপভোগ করতে বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক ক্রীড়ামোদী ও প্রবাসী সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টটি সফলভাবে পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সংগঠনের ক্রীড়া সম্পাদক রাজিব চৌধুরী। তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন তপু, আহমেদ ও মনসুরসহ অনেকে।

বিএএসির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ টুর্নামেন্টটি সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করায় অংশগ্রহণকারী দল, দর্শক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ঢাবিতে নীল দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চায় সাদা দল

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চেয়েছে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। একই সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগে চিহ্নিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলামের কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি প্রদান প্রসঙ্গে সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হতে চললেও আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো বিচার হয়নি, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, বর্তমান উপাচার্যও সে সময়ের একজন ভুক্তভোগী। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ১২ আগস্ট

আটলান্টিক প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি (বিএএসজে)। আগামী ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য আটলান্টিক সিটি কালচারাল ফেস্টিভ্যালে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, সাউথ জার্সির বিভিন্ন স্কুলের প্রথম থেকে একাদশ গ্রেডের যেসব বাংলাদেশি-আমেরিকান শিক্ষার্থী 'এ এবং এ-বি অনার রোল' অর্জন করেছে, অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হবে। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেরা দশজন শিক্ষার্থীকে বিশেষ পুরস্কৃত করা হবে।

এ বিষয়ে বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল বলেন, "প্রবাসে বেড়ে ওঠা আমাদের নতুন প্রজন্মের মেধা ও মননের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই এই ধারাবাহিক আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

অনুষ্ঠানটি সফল ও সার্থক করে তুলতে সংবর্ধনা কমিটির প্রধান আবু জাহিদের নেতৃত্বে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন মো. নাজিমুদ্দিন, শাহ মাহমুদ ও মহসীন আল মামুন। প্রবাসে বেড়ে ওঠা উদীয়মান প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ী এই আয়োজনকে ঘিরে ইতোমধ্যে স্থানীয় কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ-জনবহুল স্থানে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জামায়াতের

ঢাকা অফিস

রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, 'মেট্রো স্টেশনসহ সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করতে সরকারের প্রতি আমি জোর দাবি জানাচ্ছি।' গণামাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বোমা উদ্ধারের ঘটনা চরম উদ্বেগজনক।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের দায়

আবু তাহের খান

দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, দীর্ঘ ৫৪ বছর পর বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আবার বাড়তে শুরু করেছে। এ হিসাব খোদ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)। তাদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কখনোই বাড়েনি, বড়জোর স্থির থেকেছে। ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ হার ১ দশমিক ১২ শতাংশে স্থির ছিল। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী, এ স্থির থাকার বিষয়টিও কোনো ভালো খবর নয়, বরং অনেকটাই উদ্বেগের। তবে এ ধরনের সব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে পেছনে ফেলে ২০২৫ সালের এ-সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায়, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তা দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেড়ে গেছে। আর জনমিতির অন্য পরিভাষায়, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে দেশে নারীর মোট প্রজনন হার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট—টিএফআর) ২ দশমিক ৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৪ শতাংশ। ফলে বিষয়টি এখন আর শুধু উদ্বেগের পর্যায়ে নেই, বরং তা গভীর সংকটের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিষয়টি কি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের মানুষের বিচলিত করতে পারছে? এ হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে দেশের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনাই যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না এবং উন্নয়ন কেবল চমকপ্রদ কথাবার্তার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে, তা কি তাঁরা বুঝতে পারছেন?

ঢাকা শহরের গণপরিবহনব্যবস্থার উন্নয়ন, যানজট নিরসন, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার সম্প্রসারণ, আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে কিছুদিন পরপরই নতুন নতুন উদ্যোগ এবং তার আওতায় নানা আঙ্গিকের নতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেসব উদ্যোগ ও প্রকল্প রাজধানীবাসীর ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলোকে কিছুতেই পূরণ করতে পারছে না। আর তা না পারার পেছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে, রাজধানীর জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারসংক্রান্ত যেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ওই সব কাজের প্রাক্কলন করা হচ্ছে, জনসংখ্যার ঢাকামুখী অভিগমন ঘটছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে। ফলে নবসৃষ্ট ওই সব অবকাঠামো ও সেবার সুবিধা ক্রমবর্ধমান নাগরিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। আর ঢাকামুখী এ রকম অস্বাভাবিক উচ্চ অভিগমন প্রবণতার পেছনে গ্রামে ও ছোট শহরগুলোতে পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ না থাকা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠা ইত্যাদি বহুলাংশে দায়ী। এ ক্ষেত্রে যে দুটি উদ্বেগজনক ঘটনা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো তার একটি হচ্ছে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কাম্য ও অনুমিত উভয় হারের চেয়ে বেশি থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ রকম বিপজ্জনকভাবে বাড়তে থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত শৈথিল্যপূর্ণ বলেই প্রতিভাত হচ্ছে।

দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ হাজার ৩৬৬ জনের বসবাসের হিস্যা নিয়ে বিশ্বের সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ দেশের তালিকায় নবম স্থানে আছে বাংলাদেশ। এ সমস্যা নিয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালের পর থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৭৩ সালে প্রণীত দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল একটি খুবই আশাব্যঞ্জক ঘটনা। আর সে ধারাবাহিকতায় ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কার সরকারগুলোও সে অগ্রাধিকারের ধারা কমবেশি অব্যাহত রাখে। কিন্তু ২০০১ সালে এসে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে অনেকটাই সংকুচিত করে ফেলে। এ সিদ্ধান্তের পেছনে তৎকালীন জোট সরকারের ভেতরকার ধর্মীয় পার্টিগুলোর কোনো প্রভাব ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তারপরও ২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরগতিতে হলেও মোটামুটি নিম্নমুখীই ছিল। কিন্তু ২০১১ সালে এসে সেই যে এটি ১ দশমিক ১২ শতাংশে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ২০২৪ সাল পর্যন্ত তা আর কেউ কমানোর উদ্যোগ নেয়নি। এ সুযোগে ২০২৪ সালে ধর্মীয় রাজনীতি প্রভাবিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে ১৩ বছরের স্থিতাবস্থা থেকে এটিকে আরও দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বাড়িয়ে নেয়।

অনেকের ধারণা, তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস হামের টিকাদান কার্যক্রমকে গ্রামীণ হেলথকেয়ার সার্ভিসের (জিএইচএস) আওতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে হামের টিকা কেনা যেমন বন্ধ করে দিয়েছিলেন, একইভাবে ডিএফপির আওতাধীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকেও জিএইচএসের আওতায় নিয়ে যাওয়ার গোপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই হয়তো ওই অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সঙ্গে একীভূত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার হামের টিকা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে জিএইচএসের আওতায় এখনো নিতে পারেনি। সেটা করা না হলে এ দুটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা শিগগির বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বলে আশঙ্কা করা যায়। এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রাখছি।

ওপরের তথ্য থেকে বোঝা যায়, রাঙামাটি ও বান্দরবান ছাড়া বাকি সব জেলাতেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে এবং সেখানেও রয়েছে মাত্র দুই ধরনের সামগ্রী। এসব সামগ্রী না কেনার পেছনে দুই রকমের কারণ থাকতে পারে—এক. হামের টিকাদান কার্যক্রমকে জিএইচএসের আওতায় নিয়ে যাওয়ার যে উদ্দেশ্যে তখন ওই টিকা কেনা হয়নি, সেই একই উদ্দেশ্যে হয়তো জন্মনিরোধক সামগ্রীও কেনা হয়নি। দুই. ধর্মীয় রাজনীতি প্রভাবিত অন্তর্বর্তী সরকারের রক্ষণশীল অংশ হয়তো এসব সামগ্রী কেনাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বলে মনে করেনি। তবে কারণ যা-ই হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি যে বর্তমানে খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

স্বাস্থ্য খাতের নীতিকাঠামো, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক মাত্রার অদক্ষতা ও অপেশাজীবীর ছাপ। গণমাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রণীত স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে 'জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কোনো দিকনির্দেশনা বা পরামর্শ নেই'। বিভিন্ন সময়ে প্রণীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রতিটিতেই টিএফআর কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও ২০২৫ সালের এ-সংক্রান্ত নীতিতে এর কোনো উল্লেখ নেই। এমনকি এ সময়ে প্রণীত ২০২৫-৩০ মেয়াদে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কৌশলপত্রেও এটি রাখা হয়নি। ডিএফপির আওতাধীন ৫৪ হাজার পদের প্রায় ২৭ শতাংশই বর্তমানে শূন্য। বিভিন্ন দপ্তরে জরুরি ভিত্তিতে লোক নিয়োগে অন্তর্বর্তী সরকার বলতে গেলে অনেকটা মরিয়াই হয়ে উঠেছিল এবং আইন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরের আওতায় তাদের অনেক পছন্দের লোকজন তখন নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অনাগ্রহ ছিল কেবল পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে।

এ থেকে বোঝা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে স্থবির করে রেখেছিল। এখন দেখার বিষয় বর্তমান সরকার এ বিষয়ে কী উদ্যোগ নেয়। আর সে ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় প্রস্তাব হলো—এক. অবিলম্বে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কৌশলপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণপূর্বক ২০৩০ সাল নাগাদ টিএফআরকে ২ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং আনুষঙ্গিক কর্মসূচিসমূহ পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। দুই. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে আগের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রেখে একে আরও শক্তিশালী করা। তিন. ২০২৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ডিএফপির সব পদের নিয়োগ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্তভাবে সম্পন্ন করতে হবে। চার. ক্রয়নীতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক যত দ্রুত সম্ভব জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাঁচ. বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ পুনর্বিন্যাস করে হলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। ছয়. ডিএফপির মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ স্থবির হয়ে আছে, সেহেতু সে পর্যায়ের সব কর্মীর জন্য ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওই সব প্রশিক্ষণে কর্মকর্তারা সম্মানী না নিয়ে হলেও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত যাতায়াত ও আহার ভাতা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দেশের উন্নয়ন কখনোই চমকপ্রদ কথাবার্তা, তাক লাগানো আচরণ ও জনসভার মুখরোচক বক্তব্য দিয়ে হয় না। এটির জন্য দরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রয়োজন, চাহিদা ও স্বার্থকে বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বাড়ানো। সীমিত ভূমি ও সীমিত সম্পদ দিয়ে এত বড় জনগোষ্ঠীকে প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। তাই এ অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হারকে বহাল রেখে এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। তবে এটিকে সম্ভব করে তুলতে হলে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার বিষয়টিকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। এবং সে ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনাই হোক সরকারের অন্যতম কর্তব্য।

লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক

শিক্ষকেরও কি আনন্দ করার অধিকার নেই?

সংগ্রাম দত্ত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা আমাদের সমাজ সম্পর্কে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। প্রশ্নটি খুব সরল: একজন শিক্ষক কি শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি একজন মানুষও থাকতে পারবেন?

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পিটাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিউটি রানী পালের একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়েছিল। ভিডিওতে তাকে হালকা বাতাসে আঁচল উড়িয়ে, বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের অন্যতম জনপ্রিয় গান 'শ্রাবণের মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে' এর সঙ্গে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখা যায়। কয়েক সেকেন্ডের সেই ভিডিওই হয়ে ওঠে সমালোচনা, কটাক্ষ ও সামাজিক বিচারের বিষয়।

তবে সেই সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। গত দুই দিনে দেশের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা একই গান ব্যবহার করে রিলস তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কেউ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, কেউ কর্মস্থলে, কেউ ব্যক্তিগত পরিবেশে ভিডিও করেছেন। তাদের বক্তব্য একটাই, একজন শিক্ষক বা একজন নারীকে তার ব্যক্তিগত আনন্দ, পোশাক, হাসি, গান কিংবা স্বাভাবিক অভিব্যক্তির জন্য হেনস্তা করা হলে তার প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

একটি রোমান্টিক গান এভাবে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠবে সম্ভবত গানটির গীতিকার ও সুরকার আশরাফ বাবুও ১৯৮৭ সালের এক শ্রাবণে খুলনায় বসে গানটি লেখার সময় তা ভাবেননি। কিন্তু সময় কখনো কখনো শিল্পকে নতুন অর্থ দেয়। 'শ্রাবণের মেঘগুলো' গানটি এই শ্রাবণে হয়ে উঠেছে সামাজিক বিচারপ্রবণতার বিরুদ্ধে একধরনের সম্মিলিত প্রতিবাদের প্রতীক।

শিক্ষিকা সামিয়া শিকদার লিখেছেন, 'বিউটি রানী পাল ম্যাডামকে হেনস্তার চেষ্টা সফল হয়নি। আজ প্রতিটি সাহসী শিক্ষকই একেকজন বিউটি রানী পাল। আমরা মাথা নত করব না, সম্মান নিয়ে এগিয়ে যাব।'

কুমিল্লার শিক্ষিকা লায়লা নূর পিংকি লিখেছেন, 'আজ কেন মন উদাসী হয়ে' গানের ভিডিও নিয়ে কটাক্ষের প্রসঙ্গ টেনে, শিক্ষকদের এই প্রতিবাদের ফলে মানুষ অন্তত কিছু সময়ের জন্য অন্য কিছু নিয়ে কথা বলছে। তার ভাষায়, ডিজিটাল এই প্রতিবাদ দেখিয়ে দিয়েছে, অন্যায় হলে শিক্ষকেরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

পঞ্চগড়ের শিক্ষিকা ফেরদৌস লিখেছেন, 'এরপর শাড়ি পরেই দেব শিক্ষকের সেই ভাইরাল নাচ!' আর চট্টগ্রামের মতলব বাজারের শিক্ষিকা জয়ন্তী ভৌমিকের প্রশ্নটি আরও সরাসরি: 'শিক্ষক যদি হাসেন, সমস্যা! সাজেন, সমস্যা! পরিপাটি থাকেন, সমস্যা! ভ্রমণে যান, সমস্যা! ছবি পোস্ট করেন, সমস্যা! তাহলে কি শিক্ষক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হওয়ার অধিকারটাও জমা দিতে হবে?'

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে।

একজন শিক্ষক অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশার সঙ্গে যুক্ত। তার কাছ থেকে দায়িত্বশীলতা, শালীনতা, পেশাগত সততা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। কোনো শিক্ষক আইন ভঙ্গ করলে, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করলে, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা লঙ্ঘন করলে বা দায়িত্বে অবহেলা করলে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। শিক্ষকও আইনের ঊর্ধ্বে নন।

কিন্তু একটি ব্যক্তিগত ভিডিওতে কাউকে গান করতে, হাঁটতে, হাসতে বা আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেলেই তার চরিত্র, সততা কিংবা পেশাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি ন্যায়সংগত? এখানেই মূল সমস্যাটি।

আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে এমন একধরনের আচরণ প্রত্যাশা করি, যা অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছেও প্রত্যাশা করি না। শিক্ষক যেন সব সময় গম্ভীর থাকবেন, সব সময় সংযত থাকবেন, ব্যক্তিগত আনন্দ প্রকাশ করবেন না, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করবেন না, এমন একটি অলিখিত সামাজিক বিধি যেন তৈরি হয়ে গেছে।

কিন্তু শিক্ষক কি কেবল শ্রেণিকক্ষের মানুষ?

বিদ্যালয়ের দরজা দিয়ে ঢোকার পর তিনি শিক্ষক, এটি সত্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি কি মানুষ নন?

একজন শিক্ষকেরও পরিবার আছে, বন্ধুত্ব আছে, পছন্দ-অপছন্দ আছে, সংস্কৃতিচর্চা আছে, আনন্দ আছে, ক্লান্তি আছে। তিনি গান শুনতে পারেন, ভ্রমণে যেতে পারেন, ছবি তুলতে পারেন, সাজতে পারেন, হাসতে পারেন। এসবের কোনোটিই তাঁকে কম দায়িত্বশীল শিক্ষক বানায় না। বরং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে শেখাতে হলে শুধু পাঠ্যবইয়ের তথ্য জানলেই হয় না। গান, অভিনয়, গল্প, আবৃত্তি, নৃত্য ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড শিশুর কল্পনাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক বোধ গড়ে তোলে।

আমরা যখন একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গান গাইতে বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে দেখি, তখন সেটিকে শিক্ষার অংশ হিসেবে স্বাগত জানাই। কিন্তু একই শিক্ষক বিদ্যালয়ের বাইরে নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে একটি গান বা নাচের ভিডিও প্রকাশ করলে তার চরিত্র বা পেশাগত মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করি।

এই দ্বৈত মানসিকতা কেন? একজন শিক্ষক যদি সংস্কৃতির মূল্য বোঝেন, সৃজনশীলতার চর্চা করেন এবং জীবনে আনন্দের জায়গা রাখেন, তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদেরও আরও মানবিক, আত্মবিশ্বাসী ও মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। একজন আনন্দহীন মানুষই যে ভালো শিক্ষক হবেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই।

এই বিতর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সামাজিক বিচার অনেক সময় আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

নারীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সমাজের এই অতিরিক্ত আগ্রহ নতুন নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শুধু সেই প্রবণতাকে আরও দ্রুত, আরও প্রকাশ্য এবং আরও নিষ্ঠুর করে তুলেছে।

একটি ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় মন্তব্য, কটাক্ষ, চরিত্রহনন, এমনকি চাকরি হারানোর দাবি। অথচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কয়েকটি পোস্ট কখনোই পুরো সমাজের মতামতকে প্রতিনিধিত্ব করে না।

কোনো সংবাদে যদি বলা হয়, 'অভিভাবকদের ক্ষোভ', 'জনগণের দাবি' বা 'সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ', তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি সংশ্লিষ্ট অভিভাবকেরা অভিযোগ করেছেন? লিখিত কোনো অভিযোগ আছে কি? অভিযোগের প্রকৃতি কী? নাকি কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্ট ধীরে ধীরে 'জনমত' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে?

সমালোচনার অধিকার সবার আছে। কেউ মনে করতেই পারেন, কোনো নির্দিষ্ট আচরণ একজন শিক্ষকের পেশাগত ভূমিকার সঙ্গে মানানসই নয়। সেই মত প্রকাশের অধিকারও তাঁর আছে। কিন্তু মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত অপমান, চরিত্রহনন বা ধর্মীয় বিদ্বেষ যুক্ত হলে তা আর সুস্থ সমালোচনা থাকে না।

বিউটি রানী পাল হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন নারী। তার ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে কোনো বৈষম্য বা বিদ্বেষ হয়েছে কি না, সেটি প্রমাণ ও তদন্তের বিষয়। প্রমাণ ছাড়া কাউকে ধর্মীয় বিদ্বেষের জন্য অভিযুক্ত করা যেমন অনুচিত, তেমনি কারও ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে তিনি সামাজিক বা পেশাগত চাপের মুখে পড়ছেন কি না, সেটিও উপেক্ষা করা যায় না।

একই সঙ্গে প্রতিবাদের ভাষার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যারা একজন নারী শিক্ষককে অপমান করেছেন, তাদের সমালোচনা করতে গিয়ে যদি পাল্টা কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক গোষ্ঠীকে একইভাবে অপমান করা হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হয় না। একধরনের অসহিষ্ণুতার জবাব আরেক ধরনের অসহিষ্ণুতা দিয়ে দেওয়া যায় না।

প্রতিবাদ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিবাদ যেন আরেকটি নিপীড়নের ভাষা না হয়ে ওঠে।

'শ্রাবণের মেঘগুলো' গানে শিক্ষিকাদের এই সম্মিলিত ভিডিও প্রকাশের ঘটনা তাই শুধু একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রবণতা নয়। এর মধ্যে একধরনের সামাজিক বার্তাও আছে। একজনকে হেনস্তা করার চেষ্টা যখন হাজারো মানুষকে একই প্রতীকের অধীনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন সেটি নিছক বিনোদন থাকে না; তা প্রতিবাদের রূপ নেয়। তবে এই প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এখানেই যে বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিজেদের স্বাভাবিক প্রকাশের জায়গাটি নতুন করে দাবি করেছেন।

লায়লা নূর পিংকির কথায়, 'যেসব শিক্ষক কোনো দিন লজ্জায় ভিডিও দিতেন না, তাঁদের প্রতিভাও বিকশিত করে দিলেন।' কথাটির মধ্যে রসিকতা আছে, কিন্তু সামাজিক বাস্তবতাও আছে। আমরা এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছি, যেখানে অনেক মানুষ স্বাভাবিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করার আগেও ভাবেন, কেউ কি তাকে বিচার করবে?

এটি সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। একজন শিক্ষককে তার পেশাগত কাজের জন্য মূল্যায়ন করা উচিত। তিনি শ্রেণিকক্ষে কেমন পড়ান, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন, দায়িত্ব কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, বিদ্যালয়ে তার অবদান কী—এসব হওয়া উচিত মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড।

একটি ভিডিও দিয়ে একজন মানুষের সমগ্র পরিচয় নির্ধারণ করা ন্যায়সংগত নয়।

আরও বড় কথা, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত মুহূর্তকে সামাজিক নজরদারির বস্তুতে পরিণত করা হলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত সমস্যাগুলো আড়ালে পড়ে যায়। শিক্ষকসংকট, শিক্ষার মান, অবকাঠামোর ঘাটতি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, নিরাপদ শিক্ষাপরিবেশ ও মানসিক স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি আলোচনা করার বদলে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কে কী পোশাক পরলেন, কীভাবে হাঁটলেন, কোন গানের সঙ্গে ভিডিও করলেন।

এটি কেবল একজন শিক্ষক বা একটি ভিডিওর সমস্যা নয়। এটি আমাদের সামাজিক অগ্রাধিকারেরও প্রশ্ন।

আমরা কি এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রকাশ করতে ভয় পাবেন?

আমরা কি এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে নারীর হাসি, পোশাক, চুল, সাজসজ্জা কিংবা আনন্দের মুহূর্তও জনসমক্ষে নৈতিক বিচারের বিষয় হয়ে উঠবে? যদি উত্তর 'না' হয়, তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।

একজন শিক্ষককে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। কিন্তু দায়িত্বশীলতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা পরস্পরের বিরোধী নয়। পেশাগত দায়িত্বের জন্য একজন শিক্ষককে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তাকে সমাজের অনুমতি নিতে হবে, এমন কোনো সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারণা থাকতে পারে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেমন সবার আছে, তেমনি অন্যের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্বও সবার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই ভারসাম্য: স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু দায়িত্বও থাকবে; সমালোচনা থাকবে, কিন্তু অপমান নয়; মতভেদ থাকবে, কিন্তু বিদ্বেষ নয়।

বিউটি রানী পালকে ঘিরে বিতর্কের শেষ কথা তাই কোনো পক্ষের জয় বা পরাজয় নয়। মূল প্রশ্নটি আরও বড়। একজন শিক্ষক কি শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি একজন মানুষও থাকতে পারবেন? উত্তরটি হওয়া উচিত, অবশ্যই।

শিক্ষকেরও হাসার অধিকার আছে। আনন্দ করার অধিকার আছে। গান শোনার অধিকার আছে। সংস্কৃতিচর্চা করার অধিকার আছে। নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে বাঁচার অধিকার আছে।

একজন শিক্ষককে তার কয়েক সেকেন্ডের একটি ভিডিও দিয়ে নয়, তার দীর্ঘদিনের কাজ দিয়ে মূল্যায়ন করা হোক।

একজন নারীকে তার পোশাক, হাসি, চুল বা আনন্দের মুহূর্তের জন্য সামাজিক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে আমরা অন্তত একবার নিজেদের দিকে তাকাই।

কারণ শিক্ষকেরা রোবট নন। নারীরাও নন। তারা মানুষ। আর একটি মানবিক সমাজের প্রথম শর্তই হলো, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা।

মার্কিন-সৌদি পরমাণু সমঝোতার নিশানা ইরান

এম. কে. ভদ্রকুমার

মার্কিন-সৌদি পারমাণবিক চুক্তি ঘিরে উত্তেজনা বেশ স্বল্পস্থায়ী বলেই প্রমাণিত হলো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এতে পানি ঢেলে দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেন, এই চুক্তি এগিয়ে নিতে হলে সৌদি আরবকে অবশ্যই প্রথমে ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’ বা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিতে যোগ দিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই শর্ত পূরণের দাবি করা আর চাঁদ হাতে পাওয়ার কল্পনা করা একই কথা।

তবে এটি প্রায় নিশ্চিত, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে পরামর্শ করেই ট্রাম্প এই চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইরানের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে সৌদি আরবকে ইসরায়েল এবং আরব আমিরাতের পাশে একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে দাঁড় করানো। এমন একটি যুদ্ধ, যা এক পর্যায়ে ইরানের ভেতরে সরাসরি সামরিক অভিযান পর্যন্ত গড়ায়। আর রিয়াদকে দৃঢ় ও চূড়ান্তভাবে নিজেদের পক্ষে না টেনে তা করা মার্কিন বাহিনীর পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সৌদি আরব যদি ট্রাম্পের এই আসন্ন যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে এবং মার্কিন বাহিনীকে সৌদি সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার বা লজিস্টিকস সহায়তায় বাধা দেয়, তবে পেন্টাগনের জেনারেলরা যুদ্ধ পরিচালনায় মহাবিপাকে পড়বেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক দিক থেকেও সৌদি আরবের অবস্থান পারস্য উপসাগরের অন্যান্য আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে এমন একটি সময়ে যখন পুরো আরব বিশ্বে ইরানের প্রভাব ব্যাপক। এরই মধ্যে ১৫ জুলাই মার্কিন সফরে আসা যুক্তরাষ্ট্রপন্থি ইরাকি প্রধানমন্ত্রী আলি আল-জাইদির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের সময়কেও বিবেচনায় নেওয়া দরকার। সোজা কথায়, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ইরাক।

ইরান আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াক– তা সৌদিরা কখনোই চাইবে না। ইরানও সৌদি আরবের ঘন ঘন মনোভাব বদল

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ট্রাম্পকে রাগিয়ে না দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকেই সৌদি আরব তা করছে। কারণ, রিয়াদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উত্তরাধিকার ইস্যু সামনে এলে ট্রাম্প ভূমিকা রাখতে পারেন। পাশাপাশি দুই দেশের গভীর পেট্রোডলার সম্পর্কের বিষয়টি তো রয়েছেই।

এদিকে তেহরানকে সৌদি আরবে আক্রমণ না করার জন্য পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরামর্শ, সৌদি আরবের প্রতি হুথিদের হুমকি এবং বাব আল-মানদে প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা– সবই তেহরান ও রিয়াদের ভেতরের সুপ্ত উত্তেজনারই ইঙ্গিত দেয়, যদিও দৃশ্যত দুপক্ষই একটি স্বাভাবিক সম্পর্কের ভাব বজায় রাখছে। চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার শর্ত জুড়ে দিয়ে পুরো চুক্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন। এটি কি ট্রাম্পের কোনো নীতিগত পিছুটান, নাকি তাঁর প্রশাসনের সেই পরিচিত বিশৃঙ্খল কৌশল মাত্র? সত্যটা হয়তো এর মাঝামাঝি কোথাও লুকিয়ে আছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট গতকাল এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন– আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ না দিলে ‘এই চুক্তি বাতিল’। বুধবার মার্কিন জ্বালানি বিভাগ চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দেওয়ার সময় কেন এই শর্তের কথা বলা হয়নি? এর জবাবে লেভিট বলেন, ট্রাম্পই যে ‘চূড়ান্ত ডিল মেকার’ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী– তা প্রমাণের জন্যই এমনটা করা হয়েছে।

ট্রাম্প এখানে পূর্বপরিকল্পিত একটি চিত্রনাট্য অনুযায়ী পিছু হটেছেন। আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের শর্তটি চুক্তির অংশ হলে তিনি আগেই তার কৃতিত্ব নিতে পারতেন। কিন্তু সৌদিদের ওপর নিজের দরকষাকষির জোর বাড়াতে ট্রাম্প প্রকাশ্যে এই শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এর ফলে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা যাচাইকরণের শর্তগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ট্রাম্পের হাতে এখানে ভালো একটি সুযোগ রয়েছে। আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের এই শর্তটি মূল চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটাতে পারে; যতক্ষণ না সৌদিরা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়ে তাদের কঠোর অবস্থান শিথিল করছে। অন্যদিকে ট্রাম্পের হাতে এখন সেই চাপ দেওয়ার চাবিকাঠি রয়েছে, যার ফলে সৌদিদের ভেবে দেখতে হবে, তারা সত্যিই ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে যাবে কিনা।

ভারতের সাবেক কূটনীতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

একজন কবি এবং কবিতায় জুড়ে থাকা কন্ট্রাস্ট

কাকন রেজা

কবি মোহন রায়হান সর্বসময়ের আয়নাবাজ। বিপ্লবী আলাপটা তার ভড়ং এবং সেটা প্রথম থেকেই। তাকে যদি একটু খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, তার সত্তার পুরোটাই স্টান্টবাজি। তার জুলাইয়ের কবিতাটি খেয়াল করলেও দেখবেন, তিনি জুলাইকে ব্যবহার করেছেন জুলাইকেই বদনাম করার জন্য। চাণক্যনীতি আর কী। যুদ্ধে না জিতলেও ধোকাবাজিতে জেতা।

একসময় তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন। এখন বিএনপি সাজতে চান। এই সাজার পেছনেও কারণ রয়েছে। যেমন রয়েছে তার জুলাই নিয়ে কবিতায়। তিনি মুক্তচিন্তা ও মানবিক হৃদয়বৃত্তির কথা বলেছেন সে কবিতায়। অথচ মুক্তচিন্তা কাকে বলে তার সে ধারণাই নেই। কারণ সে পরিমাণ পড়াশোনা তার নেই। তার ধারণা মুক্তচিন্তা মানে পরচিন্তার দাসত্ববাদ। অন্যদেশের সাংস্কৃতিক অনুকরণ। ‘ছাপান্ন ইঞ্চকা ছোটা বান্দর’ সাজা। কবিতা তার মতে পশ্চিমবঙ্গের বামদের কথিত বিপ্লবী আলাপ। গান মানে গলায় হারমনিয়াম বেঁধে ভিক্ষাবৃত্তি। নাটক মানে শুধু নূরুলদীনের সারাজীবন। এর বাইরে কিছু নেই। রক নেই, জ্যাজ নেই, র‍্যাপ নেই। যে ‘আওয়াজ ওডা’ জুলাই বিপ্লবের একটা গতিপথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই গতিপথকে অস্বীকার করা। মানবিকতা মানে কপালের মাঝে লাল টিপের অধিকার, হিজাবের অধিকার নয়। ঈদ মিছিল, ঘুড়ি উৎসব, মহরমের তাজিয়া মিছিল, হামদ-নাত, গজল, মিলাদ এসব সংস্কৃতির বাইরে। অর্থাৎ মোহন রায়হানরা আজীবনইআমাদের মধ্যে থেকেই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা লোক।

কবিতায় বলা হলো, ‘জুলাই এখন ধর্মব্যবসায়ী, ধর্ষক, খুনি আর লুণ্ঠনকারীদের’। এদের ধারণায় জামায়াত না হয় ধর্মব্যবসায়ী, তাদের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু ধর্ষক, খুনি আর লুণ্ঠনকারী কারা? বিএনপি, আন্দোলনে থাকা জেন-জি’রা, এনসিপি? কারা? এর বাইরে তো কেউ নেই। তবে কি মোহন রায়হান মনে করেন, ‘আসে দিন খারাপ, যায় দিন ভালো’, অর্থাৎ পুরানোরাই ভালো। এটাই চাণক্যনীতি। যুদ্ধে না জিততে পারলে বন্ধুত্ব করো, তারপর নেমন্তন্ন দাও এবং খাবারে বিষ মেশাও, শত্রুর বিনাশ করো। মোহন রায়হানের জুলাইয়ের কবিতা হলো সুস্বাদু খাবারে মেশানো বিষ। আর মোহনরা কলিযুগের ‘ছোটা চাণক্য’।

জুলাই আমাদের সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির একটা সুযোগ করে দিয়েছে। এতদিন আমাদের শেখানো হয়েছে, আমাদের সংস্কৃতি হলো চৈত্র-সংক্রান্তি, হোলি। বৈশাখের প্রথম দিনে ধুতি-পাঞ্জাবি, লালপেড়ে শাড়ি, কপলে বড় করে লালটিপ। পূজার বেদি। রবীন্দ্রসঙ্গীত। এর বাইরে আমাদের কোনো সংস্কৃতি নেই। আর যা আছে তা হলো মরু-সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতি, যা মূলত বাংলাদেশের নয়। এগুলো যে সব মিথ্যা, চৈত্র-সংক্রান্তির সেই সংস্কৃতির সাথে যে আমাদের যাপিত জীবনের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, জুলাই আমাদের তা ভাবতে শিখিয়েছে। আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সন্ধান যখন পেতে যাচ্ছি, তখনই মোহন রায়হানের মতন স্লিপার সেল আমাদের বিভ্রান্ত করছে। বিভক্ত করছে।

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমাদের প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন। যেপথে গেলে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-স্বকীয়তার সন্ধান পাবো। কিন্তু সেই পথকে প্রথমেই রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ‘র’ এর প্ল্যা বি-এর কুশিলবরা। কর্নেল তাহের সেই প্ল্যান বি’রই অংশ। সেসময় কর্নেল তাহের ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। অবশেষে জিয়াউর রহমানের শাহাদতের মধ্যে দিয়ে সেইষড়যন্ত্র যা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবিরোধী তা সফল হয়। আমরা আবার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে পড়ি। সেই কর্নেল তাহেররই অনুসারী হলেন মোহন রায়হান। সুতরাং, তাকে বিশ্বাস করা আর চাণক্যের বন্ধুনীতিকে বিশ্বাস করে বিষ খাওয়া একই কথা।

নির্মলেন্দু গুণ। আমাদের প্রধানতম কবিদের একজন। বিপরীতে তিনি ফ্যাসিজমের স্বীকৃত তাবেদার। তার কবিতাকে আমরা স্বীকার করি, পাঠ করি। কিন্তু নির্মলেন্দু গুণ যিনি ব্যক্তি, তাকে দেখি ঘৃণায়। নির্মলেন্দু গুণ তার ‘আমরা রাজপথে কেন’ শিরোনামের কবিতায় মোহন রায়হানের মুক্তির আলাপ তুলেছিলেন। সুতরাং এই মোহন রায়হানকে জুলাইয়ের পক্ষের শক্তি ভাবা সত্যিই কষ্টকর এবং একই সাথে পরস্পরবিরোধী।

মোহন রায়হান অন্যদের লোভাতুর জিভ ছিঁড়ে নিতে চান তার কবিতায়। বলেন, ‘তোমাদের লোভাতুর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবো আমি’, অথচ নিজেই লোভাতুর হন পুরস্কারের লোভে। অপমানিত হয়েও তিনি গ্রহন করেন পুরস্কারের মেডেল ও অর্থ। তার লেখা ও চরিত্রে এমন অসংখ্য কন্ট্রাস্ট রয়েছে। যে কন্ট্রাস্ট তাকে শুধু সন্দেহভাজনই করেনি, অবিশ্বস্তও করেছে এবং তা দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ৩০ জুলাই ২০২৬

Prothom Alo North America

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও প্রবাসীদের ঘুমহীন রাত

ড. মাহরুফ চৌধুরী

ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে রাজনৈতিক গতিধারা নতুন মোড় নেয়। সেই মুহূর্তগুলো কেবল একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ হয়ে থাকে না। বরং সেটা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল মানুষের সমগ্র জাতিসত্তার চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। ইতিহাসের প্রতিটি বড় গণআন্দোলন, গণজাগরণ কিংবা রাষ্ট্ররূপান্তরের প্রক্রিয়ায় দেখা গিয়েছে যে, দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অবস্থান করেও প্রবাসীরা নানাভাবে সেই পরিবর্তনের অংশ হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান তেমনই একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ, যা দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মনোজগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করেও তাঁরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রশ্নে প্রত্যক্ষ অংশীদারের মতোই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ও সক্রিয় ছিলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রবাসীদের জীবনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, জীবন-বাস্তবতায় তাঁরা দেশান্তরিত হলেও স্বদেশ তাঁদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে দেশ ছাড়তে পারে, কিন্তু মনোজগতে দেশ কখনোই প্রবাসীদেরকে ছেড়ে যায় না। জন্মভূমির মাটি ও মানুষ, শৈশবের স্মৃতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও ইতিহাসের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা স্বদেশ থেকে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। সমাজবিজ্ঞানীরা একে ‘প্রবাসী পরিচয়’ (ডায়াসপোরিক আইডেন্টিটি)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শারীরিকভাবে প্রবাসীরা হয়তো স্বদেশের বাইরে অন্য কোন দেশে অবস্থান করে, কিন্তু তাঁদের যাপীত-জীবনের স্মৃতি, আবেগ-অনুভূতি ও আত্মপরিচয়ের একটি বড় অংশ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে প্রিয় জন্মভূমির সঙ্গে।

প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ কেবল একটি রাষ্ট্র নয়; এটি তাঁদের আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের চিন্তাচেতনা, আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বড় একটি অংশ জুড়েই থাকে প্রিয় স্বদেশ। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, সন্তানের কাছে বাংলাদেশের গল্প বলেন, জাতীয় দিবসগুলো পালন করেন কিংবা দেশের খবর অনুসরণ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বের একটি অংশকে দৈনন্দিন জীবন-চর্যায় বাঁচিয়ে রাখেন। নাড়ির এই অদৃশ্য সংযোগই প্রবাসীদের স্বদেশচেতনাকে জীবন্ত রাখে। তাই দেশের সংকট তাঁদের হৃদয়কে নাড়া দেয়, আর জাতীয় অর্জন তাঁদের গর্বিত করে। দেশের মানুষ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন প্রবাসীরাও মানসিকভাবে সেই সংগ্রামের অংশ হয়ে ওঠেন। ঐতিহাসিক সত্যের অংশ হিসেবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সময়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

স্বদেশচেতনার পাশাপাশি প্রবাসীদের উদ্বেগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো দেশে রেখে আসা আপনজনদের কল্যাণ-চিন্তা ও স্বদেশের প্রতি গভীর টান। পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন, তাঁদের ধ্যানজ্ঞান জুড়ে থাকে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং ফেলে আসা জীবনের অসংখ্য দূর-অতীত ও নিকট-অতীতের স্মৃতি। দূরদেশে অবস্থান করলেও প্রতিদিন তাঁদের মন পড়ে থাকে দেশের খোঁজখবরে। কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সামাজিক সংকট দেখা দিলে প্রথমেই তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, ‘আমার আপনজনেরা কেমন আছে’? চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় এই উদ্বেগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত, সহিংসতা, দমন-পীড়ন এবং অনিশ্চয়তার খবর তাঁদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অনেকেই রাত জেগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করেছেন, ফোনে পরিবারের খোঁজ নিয়েছেন, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাদের নিরাপত্তার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রেখেছেন। কেউ বারবার একই নম্বরে ফোন করেছেন, কেউ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচিতজনদের খুঁজেছেন, কেউ আবার সামান্য একটি বার্তার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন। প্রবাসীদের এই মানসিক অবস্থাকে কেবল রাজনৈতিক উদ্বেগ বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে; এটি ছিল স্বজন, স্বজাতি এবং স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগ, দায়িত্ববোধ ও মানবিক সংযোগের বহিঃপ্রকাশ।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোতে প্রবাসীদের জন্য সবচেয়ে বিভীষিকাময় মুহূর্ত ছিল যখন স্বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছিল। আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেট কেবল একটি প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপযোগিতা নয়; এটি প্রবাসী মানুষের জন্য স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান সেতুবন্ধন। প্রতিদিনের ফোনকল, ভিডিও আলাপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বার্তা কিংবা সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়েই নানা মাধ্যমে প্রবাসীরা তাঁদের দেশকে কাছে অনুভব করেন। সেই সেতুবন্ধন যখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে, তখন দূরত্বের বাস্তবতা নির্মমভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, নিজেদেরকে ভাবতে হয় ভিন গ্রহের বাসিন্দা। ১৯ জুলাই ২০১৪-এর সেই যোগাযোগ-বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে অসংখ্য প্রবাসীর কাছে মনে হয়েছিল যেন বাংলাদেশ হঠাৎ করেই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আড়াল হয়ে গেছে। আমার মতো অনেকের চেতনায় বাংলাদেশ যেন এ দুনিয়া হতে হারিয়ে গিয়েছিল। সময় কাটাতে হয়েছিল দুর্যোগকালীন উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা নিয়ে। দেশে কী ঘটছে, কারা নিরাপদ আছে, কারা বিপদের মধ্যে আছে, কিভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা যেতে পারে এসব কোনো কিছুই আর নিশ্চিতভাবে জানার উপায় ছিল না।

রাষ্ট্র যখন তথ্যপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দেয়, তখন মানুষের কল্পনা ও আশঙ্কা বাস্তবতার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, তথ্যের অভাব প্রায়ই মানুষের উদ্বেগ ও উৎকন্ঠাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সেই অজানাকে, যার সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য ও ধারণা পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অসংখ্য বাংলাদেশির কাছে সেই দিনগুলো ছিল অসহায়ত্ব, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং মানসিক যন্ত্রণার এক দীর্ঘ অধ্যায়। অনেক প্রবাসী রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। কর্মস্থলে থেকেও কাজে মনোযোগ দিতে পারেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বসেও মন পড়ে ছিল বাংলাদেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে। দেশে বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সুযোগ না থাকায় তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল অনিশ্চয়তার মধ্যে। কোনো অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলে মনে হতো হয়তো দেশের কারও খবর পাওয়া যাবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামান্য কোনো তথ্যের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন অনেকে। কিন্তু তথ্যের চেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়তাড়িত অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ভারই তখন ছিল বেশি।

আমি নিজেও সত্যিকার অর্থে সেই জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলোতে কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারিনি। প্রবাসজীবনের ব্যস্ততা, পেশাগত দায়িত্ব কিংবা ব্যক্তিগত কাজ সবকিছুই যেন অর্থহীন মনে হচ্ছিল। সারাক্ষণ মনে হতো, দেশে কী হচ্ছে? আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা কেমন আছে? পরিচিতজনদের কেউ বিপদে পড়েছে কি না? নানাভাবে মানুষের সাথে যুক্ত থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রবাসী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য। কেউ তাঁদের পরিবারের খোঁজ জানতে চেয়েছেন, কেউ বন্ধুদের খবর জানতে চেয়েছেন, আবার কেউ কেবল নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে তাঁদের প্রিয় মানুষগুলো এখনো নিরাপদ আছেন। সেই ফোনকল, বার্তা এবং উদ্বেগভরা প্রশ্নগুলো আজও স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে। সেই সময় প্রবাসীদের অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁদের সম্মিলিত মানসিক যন্ত্রণা। একজনের উৎকণ্ঠা আরেকজনের উদ্বেগকে স্পর্শ করছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্রবাসী গ্রুপ, কমিউনিটি ফোরাম এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের নেটওয়ার্কগুলো তখন পরিণত হয়েছিল উদ্বিগ্ন মানুষের অনানুষ্ঠানিক সহায়তা ব্যবস্থায়। কেউ সামান্য কোনো তথ্য পেলেই অন্যদের জানাতেন, কেউ সম্ভাব্য যোগাযোগের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন, কেউ আবার শুধু মানসিক সমর্থন দেওয়ার জন্য অন্যদের পাশে দাঁড়াতেন। এই সম্মিলিত উদ্বেগ ও পারস্পরিক সংযোগই প্রমাণ করে যে, প্রবাসী সম্প্রদায় কেবল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের সমষ্টি নয়; বরং একটি বিস্তৃত মানবিক ও আবেগিক নেটওয়ার্ক, যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে স্বদেশচেতনা।

প্রবাসীদের জীবনে হয়তো অনেক স্মৃতি আসে-যায়, কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জুলাইয়ের সেই মুহূর্তগুলো তাঁরা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। তখন ভৌগোলিক দূরত্ব যেন হঠাৎ করেই বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রবাসীরা নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দূরে থাকলেও তাঁদের হৃদয়, চিন্তা এবং অস্তিত্বের একটি বড় অংশ বাংলাদেশের সঙ্গেই বাঁধা। স্বদেশের সংকট তখন তাঁদের ব্যক্তিগত সংকটে পরিণত হয়েছিল। সেই ঘুমহীন রাতগুলো, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটানো দীর্ঘ প্রহরগুলো এবং একটি ফোনকলের অপেক্ষায় থাকা অসংখ্য মানুষের মুখ আজ চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসের এক নীরব কিন্তু গভীর মানবিক দলিল হয়ে আছে।

প্রবাসীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা। দেশের লাখো পরিবার প্রবাসীদের উপার্জনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পরিবার-পরিজনের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ব্যবসা কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় নির্বাহে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা কেবল অর্থ পাঠান না; দেশের সুখ-দুঃখ, উন্নয়ন ও সংকটের অর্থনৈতিক দায়ভারও বহন করেন। ফলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তাঁদের জন্য কেবল একটি সংবাদ নয়; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার

বাকি অংশ পরের সংখ্যায়

কোলেস্টেরল : নীরব ঘাতক, নাকি প্রতিরোধযোগ্য জনস্বাস্থ্য সংকট?

ডা. বি এম আতীকুজ্জামান

আমরা নিয়মিত গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করি, বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক আছে কি না তা দেখি, এমনকি মোবাইল ফোনের ব্যাটারির অবস্থাও খেয়াল রাখি। অথচ যে হৃদ্‌যন্ত্রটি আমাদের জন্ম থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তার যত্ন নেওয়ার কথা অনেক সময়ই ভুলে যাই। আর এই অবহেলার অন্যতম কারণ হলো উচ্চ কোলেস্টেরল। এটি এমন একটি নীরব সমস্যা, যা বছরের পর বছর শরীরের ভেতরে ক্ষতি করলেও শুরুতে কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগ, বিশেষ করে হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিস উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এসব রোগের অন্যতম বড় ঝুঁকির কারণ নিয়ন্ত্রণহীন কোলেস্টেরল। তাই এটি শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সংকট।

কোলেস্টেরল হলো শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় এক ধরনের চর্বিজাতীয় উপাদান। এটি কোষের গঠন, বিভিন্ন হরমোন উৎপাদন এবং ভিটামিন ডি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ কোলেস্টেরল নিজে কোনো শত্রু নয়। সমস্যা সৃষ্টি হয় যখন এর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

সাধারণভাবে কোলেস্টেরলকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এলডিএল বা লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনকে বলা হয় "খারাপ কোলেস্টেরল"। কারণ এটি রক্তনালির দেয়ালে জমে ধমনিকে ধীরে ধীরে সরু করে দেয়। অন্যদিকে এইচডিএল বা হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনকে বলা হয় "ভালো কোলেস্টেরল", যা অতিরিক্ত কোলেস্টেরল অপসারণে সহায়তা করে। এছাড়া ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে গেলেও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ কোলেস্টেরলকে নীরব ঘাতক বলা হয় কারণ এটি দীর্ঘদিন কোনো উপসর্গ ছাড়াই শরীরের ভেতরে ক্ষতি করে। বিষয়টি অনেকটা এমন যে একটি পানির পাইপের ভেতরে ধীরে ধীরে ময়লা জমছে। প্রথমদিকে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু একসময় পাইপ এতটাই সরু হয়ে যায় যে পানির প্রবাহ ব্যাহত হয়।

রক্তনালির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। বছরের পর বছর খারাপ কোলেস্টেরল জমে ধমনির ভেতরে প্লাক তৈরি করে। একসময় রক্ত চলাচল কমে যায় অথবা হঠাৎ রক্তনালি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তখনই ঘটে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণই হয় জীবনহানিকর এমন একটি ঘটনা।

দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে বাংলাদেশিদের মধ্যে তুলনামূলক কম বয়সেই হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বেশি দেখা যায়। এর পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে।

প্রথমত, জিনগত বৈশিষ্ট্য। অনেকের শরীরে বাইরে থেকে ওজন স্বাভাবিক মনে হলেও ভেতরে, বিশেষ করে পেটের চারপাশে চর্বি জমে থাকে। এই লুকানো চর্বি বিপাকীয় সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল, ভাজাপোড়া, ফাস্টফুড, কোমল পানীয়, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং অতিরিক্ত চিনি এখন আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

তৃতীয়ত, শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়া। নগরায়ণ, দীর্ঘ সময় বসে কাজ করা এবং প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রার কারণে হাঁটা ও নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

চতুর্থত, দেশে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও স্থূলতার হার দ্রুত বাড়ছে। এই তিনটি সমস্যা যখন উচ্চ কোলেস্টেরলের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

কোলেস্টেরল নিয়ে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো, অনেকেই মনে করেন রোগা মানুষের কোলেস্টেরল হওয়ার কথা নয়। বাস্তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক স্বাভাবিক ওজনের মানুষেরও কোলেস্টেরল অনেক বেশি থাকতে পারে। আবার অনেক স্থূল ব্যক্তির কোলেস্টেরল তুলনামূলক স্বাভাবিক থাকতে পারে। তাই আয়নায় নিজেকে দেখে নয়, রক্ত পরীক্ষা করেই প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব।

২০ বছর বয়সের পর প্রত্যেকের অন্তত একবার লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করা উচিত। আর পরিবারে অল্প বয়সে হৃদ্‌রোগের ইতিহাস থাকলে, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, ধূমপানের অভ্যাস থাকলে কিংবা অতিরিক্ত ওজন থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা করা জরুরি।

উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। প্রতিদিন পর্যাপ্ত শাকসবজি, ফল, ডাল, ওটস, বাদাম ও মাছ খাদ্যতালিকায় রাখুন। লাল মাংস, অতিরিক্ত তেল, ভাজাপোড়া, ট্রান্স ফ্যাট, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং চিনিযুক্ত পানীয় যতটা সম্ভব সীমিত করুন।

সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সমমানের ব্যায়াম করুন। ধূমপান সম্পূর্ণ বর্জন করুন। পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অনেকের ক্ষেত্রে শুধু এই জীবনযাত্রার পরিবর্তনেই কোলেস্টেরলের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তবে যাদের ঝুঁকি বেশি, তাদের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ করে স্ট্যাটিনজাতীয় ওষুধ বহু মানুষের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ করতে হলে শুধু হাসপাতালভিত্তিক চিকিৎসা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সমাজব্যাপী সচেতনতা। স্কুলে স্বাস্থ্যশিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, খাবারে ট্রান্স ফ্যাট কমানো, হাঁটার উপযোগী নগর পরিকল্পনা, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা জাতীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। কারণ প্রতিরোধে বিনিয়োগ সবসময় চিকিৎসার চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী এবং কার্যকর।

মনে রাখতে হবে, কোলেস্টেরল কোনো শত্রু নয়। নিয়ন্ত্রণহীন কোলেস্টেরলই প্রকৃত বিপদ। আজকের একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষা, একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং প্রতিদিনের কিছুটা হাঁটা হয়তো আগামী দিনের একটি হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারে।

হৃদ্‌রোগের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয় হাসপাতালে নয়। এটি শুরু হয় আমাদের ডাইনিং টেবিল, রান্নাঘর, হাঁটার পথ এবং প্রতিদিনের ছোট ছোট সচেতন সিদ্ধান্ত থেকে। সুস্থ হৃদয় মানে শুধু দীর্ঘ জীবন নয়, সুস্থ পরিবার, কর্মক্ষম সমাজ এবং একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ।

লেখক: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসক।

কোথাও ঝরে না বৃষ্টি

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

জুলাই এসেছিল লাল চোখ মেলে। তার বুকে বৃষ্টি ছিল না,
ছিল আগুনের ফোঁটা—পুড়ে যাওয়া আকাশের ছাই ঝরে পড়ত
নিস্তব্ধ নগরীর গায়ে। সময় তখন পঙ্গু, হাতে-পায়ে বেঁধেছিল
আগুনের শিকল, শুধু একটানা চিৎকার—যা শোনা
যায় না, কিন্তু থেঁতলে যায় হাড়ে।

পথঘাট গিলেছে সূর্যোদয়ের আলো, প্রতিটি দেয়ালে
আঙুলের ছাপ
সবাই মিলে আঁকা এক গ্রাফিতি , দুহাত প্রসারিত বুক
চিতিয়ে দাঁড়ানো
এক যুবক, পানি হাতে দৌড়ানো এক তরুণের চোখের তৃপ্তি।

কোথাও ঝরে না বৃষ্টি। শুধু রক্তের নদী বয়ে চলে উল্টো দিকে।
জুলাই নামে এক স্মৃতি, যে স্মৃতি নিজেই জানে না সে কী—ব্যথা
নাকি শপথ? আলো ঝরে পড়ে ভাঙা কাঁচের মতো।
যেন অপেক্ষা করে কোনো প্রতিধ্বনির—অথচ প্রতিধ্বনি নেই
আছে শুধু শূন্যতার গোলাপ ।

জুলাইয়ের প্রতিটি দিনই এক বিস্ফোরণ, যার ভেতর
লুকিয়ে রয়েছে রক্তের
দগ্ধ গান। ধারালো এক দুপুর, যখন ঘড়ির কাটা দাঁড়িয়ে
যায় সময়ের মাঝামাঝি
ঠিক যেখানে জীবন আর মৃত্যু পরস্পরকে চুমু খায়।

রক্তাক্ত জুলাই—

যার গায়ে লেখা আছে অগণিত নাম— যারা হারায়,
অথচ থেকে যায় স্মৃতির
ফাঁকে ফাঁকে, চোখের পলকে, প্রতিটি অস্পষ্ট সকালের গভীরে, ইতিহাসে। তার রং
বিবর্ণ হয় না , বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘনীভূত হয়—
ঠিক মাটির নিচে চাপা পড়া
বীজের মতো, যে বীজ জানে একদিন ফুটবে, অন্ধকারকে চিরে, আর লাল করে দেবে সমস্ত জুলাইকে।

রিয়ার রক্তে

কাজী জহিরুল ইসলাম

কী বিশাল এক ফড়িং উড়ছে ছাদে!
মেয়েটি দেখেনি হেলিকপ্টার আগে
যন্ত্রফড়িং উড়ছে নির্বিবাদে
ছুঁয়ে দিতে ওর ভীষণ ইচ্ছে জাগে।
জানালায় চোখ রাখে শিশু রিয়া গোপ,
আকাশের নীল হঠাৎ পাল্টে গেল।
কালো মেঘ নয় যেন রক্তের ছোপ
দাম্ভিক পাখি আনন্দে উদ্বেলও।

অগ্নি-পাখির মুখ থেকে ঝরে গুলি।
মেয়েটির চোখে অবাক কৌতুহল
বিস্ময় মাখা মিষ্টি আদুরে বুলি
মুহূর্তে সব শোকের অশ্রুজল।
পার হয়ে এই মৃত্যু-বর্বরতা
রিয়ার রক্তে লেখা হলো স্বাধীনতা।

প্রজন্মের জাগরণ শুনি

শেলী জামান খান

তোমরা আমাকে ডায়াসপোরা বলো,
আমি মেনে নিয়েছি!
তোমরা আমাকে প্রবাসী বলো,
আমি মেনে নিয়েছি।
তোমরা আমাকে যাযাবর বলো,
আমি প্রতিবাদ করিনি।

এই পরদেশে আমি তো সুখেই ছিলাম।
আমার বুকের ওপর কেউ কখনো বন্দুক তাক করেনি!
কেউ আমার কণ্ঠরোধ করেনি!
তবুও চব্বিশের জুলাই আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।
আজকাল আমি ঘুমাতে পারি না।

আমার বুকের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা 'একাত্তর' জেগে উঠেছে।
আমি হন্যে হয়ে ফেসবুক,
ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব স্ক্রল করি!
উদ্ভ্রান্তের মতো টেলিভিশনের পর্দায় তাকিয়ে থাকি!
আমার সন্তানের রক্তে জন্মভূমির মানচিত্র ভিজে গেছে!

একাত্তরে আমাদের দরজায় দরজায়
কড়া নেড়েছিল—
'মুক্তি হ্যায় কেয়া ঘর মে?'
শুনছি ঢাকার রাজপথে এখন সেই খাকি প্যান্টের টহল,
জলপাই রঙের ট্যাঙ্কের বহর!
গভীর রাতে দরজায় খটখট—
'ঘরে ছাত্র কে আছে? ছাত্র আছে ঘরে?'

জুলাই আন্দোলনে উত্তাল দেশ,
রক্তে রঞ্জিত পথ, নির্ঘুম শহর!
চোখ বুজলেই দেখতে পাই সাইদ, মুগ্ধ, শান্ত আর
সৌহার্দ্যের মুখ!
ওরা সংখ্যায় অগণতি—
কজনের নাম লিখব আমার কবিতায়?
তরুণ বয়সে আমার বুকেও এমনি প্লাবন এসেছিল।
তাই তো আমার উষ্ণ রক্তে
আমি প্রজন্মের জাগরণ শুনি।

যুগে যুগে, কালে কালে বেপরোয়া সাহসীরাই প্রথা ভাঙে।
ফাইয়াজ, দীপ্ত, রুদ্র এবং ইয়ামীনরাই চিরকাল পথে নামে।
অনেকেই বলেন, 'জেন-জি'রা গেছে বখে,
তাদের সময় কাটে ড্রাগস, পর্ন, ইন্টারনেট ঘেঁটে।

ওরা কুচক্রী নয়, ওরা সোজা-সাপ্টা, স্বাধীনচেতা,
উল্টোপাল্টা, প্যাঁচঘোচে ওদের দারুণ অনিহা!
ওদের কথা একটাই— দেশ গড়,
না পারলে পদ ছাড়!

বেবি বুমার্স, বেবি বাস্ট, জেন এক্স আর মিলেনিয়ামরা
সব ঘন হয়ে আসো,
এসো, চোখ খুলে, হৃদয় খুলে দাঁড়াই ওদের পাশে!
জেন-আলফার জন্য একটি শক্ত জমিন তৈরি করো—
ওরা বাঁচুক একটি বাকস্বাধীনতার দেশে!

আমি কি সত্যিই মানুষ?

সুমন শামসুদ্দিন

যখন তোমাদের নিস্পাপ দেহ
ময়লার বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলা হলো-
তখন আমার চোখে অন্ধপাথর!

যখন তোমার মাথায় বুলেটের নৃত্য,
ছিটকে বেড়িয়ে পড়ে অবাক-মগজ-
তখন আমার বুকে নিস্তব্ধ গুহার অন্ধকার!

যখন তোমার স্পন্দনরত হৃদপিণ্ড
কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হলো-
তখন আমার রক্ত অসভ্যতার শিখরে পৌঁছলো!

যখন চৈতন্য পুরোপুরি লোপ পেল,
তারা নিজেদের কাঁচা মাংসের কাবাব খেলো-
পশুরা তখন লজ্জা পেয়ে আত্মহত্যা করলো!

আমি কি সত্যিই মানুষ ছিলাম?

এই কষ্ট রাখবো কোথায়?

লুবনা কাইজার

হঠাৎ ফুলের সুবাসটুকু পৃথিবী থেকে স্বর্গে
মিলিয়ে গেল,
আকাশে-বাতাসে সেদিন তীব্র আর্তনাদ ছিল।
অবেলায় ঝরে গেল স্নিগ্ধ কতগুলো ফুল,
কেন ওরা করে পাপে ভরা এমন ঘৃণিত ভুল?
নরপিশাচ ওরা, নর্দমার নোংরা কীট!
তীব্র এক কষ্ট বেঁধেছে বুকে গিট।
জানি না এর শেষ কোথায়?
মনটা ভরে আছে ব্যথায়, ব্যথায়।
আহারে! আহারে! আহারে!
হয়তো চিনি না, কিন্তু সবাই চিনেছি তাহারে।
তোমরা ছেলে-মেয়ে কোন মায়েরই,
পৃথিবীর বুকে সুন্দর ভবিষ্যৎ ছিল তোমারই।
যেখানেই থাকো, নিষ্পাপ তোমরা ফুলগুলো,
ক্ষমা নেই ওদের, শত অপরাধ আর ভুলগুলো।
পৃথিবীকে জানাও, ধিক্কার দাও তাদের,
যেখানে দুর্গন্ধে ভরা জঘন্য অপরাধ যাদের।

ধিক্কার দাও তাদের, যেখানে বিবেক মৃত—
অপরাধীদের কবলে,
পৃথিবী আজ নোংরা, বিষধর সাপের ছোবলে।

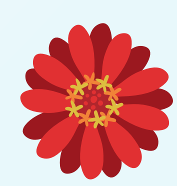

টিনার স্বপ্ন

দিনা ফেরদৌস

গত কয়েক মাস ধরে টিনার জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। ঘুম গাঢ় হলেই এক ভিন্ন দুনিয়া চোখের সামনে খুলে যায়। রূপকথার গল্পের মতো হলেও একেবারে নিখুঁত এক সংসার—সেখানে ছিল দীপন। ছোট্ট, গোছানো তিন রুমের ফ্ল্যাট; বারান্দায় ঝুলন্ত নানা রঙের পেটুনিয়া ফুলের গাছ; বিকেলে অফিস থেকে দীপনের ফেরা; বারান্দায় বসে চা খাওয়া। প্রতি রাত যেন আগের রাতের সিক্যুয়েল—আজ রান্নার ঝামেলা, তো কাল বাজারের ঝামেলা, পরশু ছুটির দিনে দুজনে মিলে সিনেমা দেখতে যাওয়া। টিনা সেই জগৎটাকে এমনভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল যে, বাস্তবের দিনগুলোকে মনে হতো এক দীর্ঘ, অর্থহীন প্রতীক্ষা।

বিছানায় বসে আনমনে আঙুল দিয়ে চাদরের নকশা ঘষছিল টিনা। মা পাশের ঘর থেকে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, "টিনা, তোর বাবা পাত্রপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আগামী শুক্রবার মুরুব্বিরা আসবেন পাকা কথা বলতে। তাহের ছেলেটাকে তো দেখেছিস! ছেলেটা যেমন ভালো, ওদের পরিবারটাও আমাদের সাথে যায়। অত উচ্চ আয়ের পেশাদার সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হয়েও কোনো অহংকার নেই।"

মায়ের কথাগুলো টিনার কানে ঢুকছে ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে ছিল দীপনের সংসারের ঠিকানায়। যে ঠিকানার কোনো মানচিত্র নেই, আছে কেবল স্বপ্ন আর টান।

গত এক সপ্তাহ ধরে সেই স্বপ্নের চাকা থেমে গেছে। যেদিন থেকে বাসায় বিয়ের কথা পাকা হলো, সেই রাত থেকে চোখ বন্ধ করলেই কেবল গাঢ় অন্ধকার। দীপনের কোনো খোঁজ নেই। সেই নিখোঁজ সংসারের শোকে টিনার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। এই কটা রাত ধরে ভালোভাবে ঘুমাতেও পারছে না টিনা।

শুক্রবার বিকেলে টিনাদের ড্রয়িংরুমে বেশ একটা উত্তেজনা। এবারও টিনাদের বাসায় তাহের এসেছে সবার সাথে। টিনা চায়ের ট্রে হাতে ঢুকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সবার সাথে চোখ মিলিয়ে কথা বলল, হাসিমুখে চা এগিয়ে দিল। যতবারই তাহেরের সাথে টিনার দেখা হয়েছে, তাহেরের মধ্যে দীপনকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে টিনা। স্বপ্নের দীপনের সাথে তাহেরের চেহারার আদৌ কোনো মিল নেই। গায়ের রং, গলার স্বর, কথা বলার স্টাইল, এমনকি হাসির ধরনটাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অমিলটুকুই যেন টিনাকে আরও বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সে বুঝল, বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

সম্পূর্ণ নতুন, অচেনা এক অধ্যায়ের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে যাচ্ছে টিনা।

পরের দিনগুলোতে তাহেরের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা হলো, ফোনে কথা হলো টিনার। তাহের মানুষ হিসেবে সরল মনের হলেও বেশ রসিক। এই কদিনে তাহেরকে বেশ আপন মনে হলো টিনার। তাহেরের সহজ-সরল ভাষা টিনাকে মুগ্ধ করেছে। টুকটাক গল্পের ফাঁকে ভবিষ্যতের টুকরো পরিকল্পনাও সেরে ফেলেছে দুজন।

স্বপ্নের স্মৃতিগুলো তাকে তাড়া করে ফিরলেও, সে কথা কাউকে বলার উপায় নেই। বলার কোনো মানেও নেই। টিনা ভেতরে ভেতরে দীপনকে মিস করলেও চেষ্টা করল বাইরে যেন কিছু প্রকাশ না পায়। বড়রা জানতে পারলে নির্ঘাত পাগল ভাববে, আর ছোটরা জানলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ঘন গাঢ় নীল জামদানি পরে বিয়ের আসরে বসেছিল টিনা। স্বাভাবিকভাবেই সবার সাথে কথা বলল, বন্ধুদের সাথে ছবি তুলল, তাহেরের দিকে তাকিয়ে হাসলও কয়েকবার। মালাবদলের সময় দুজন দুজনের চোখে চোখ রেখেছিল মিষ্টি হেসে; দুজনে দুজনকে কেক খাইয়ে দিল।

রাত নামল। বাসরঘরে বসে থাকতে থাকতে টিনা ভাবল, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। যদিও তার মনের গভীরে তখনো দীপনের জন্য ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। টিনা ঠিক করল, ধীরে ধীরে মনের ফাঁকা জায়গাটা ভরিয়ে নেবে তাহেরকে দিয়ে। এটাই তো বাস্তবতা!

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল তাহের। টিনা মুখ তুলে তাকাল—আজ সারাদিন যেভাবে বহুবার তাকিয়েছে, ঠিক সেভাবেই।

কিন্তু একি! এই মুখ তো তাহেরের নয়!

ডান চোখের কোণে ছোট্ট তিল, সেই চাহনি—যা কয়েক মাস ধরে তাকে ঘুম পাড়িয়েছে। সেই চেনা মুখ, যাকে এতগুলো রাত ধরে ভালোবেসেছে অন্য এক জগতে!

উঠে দাঁড়াল টিনা, পিছিয়ে গেল দুই পা।

ভয়ে কাঁপানো গলায় বলল, "তুমি… তুমি এখানে কী করে?"

দীপন বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হালকা হেসে বলল, "কী হয়েছে? এমন করে তাকিয়ে আছ কেন?" একটু দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়ে আবার বলল, "এখানে বুঝি আর কারও থাকার কথা?"

টিনার ভেতরের অনুভূতিগুলো যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কোনো উত্তর না দিয়ে সে সোজা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ড্রয়িংরুমে শাশুড়ি কয়েকজন আত্মীয়কে বিদায় দিচ্ছিলেন। টিনাকে একা বেরিয়ে আসতে দেখে আন্তরিকভাবে হেসে বললেন, "কী রে মা, তুই এখানে? দীপন কোথায়?"

টিনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। অনেক কষ্টে শুধু বলল, "দীপন… দীপন আপনার কে হয় মা?"

শাশুড়ির হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "কী বলে রে মেয়েটা! শরীর খারাপ লাগছে নাকি রে মা?"

আশপাশের সবাই বিস্মিত চোখে টিনার দিকে তাকিয়ে আছে—যেন প্রশ্নটাই তাদের কাছে অর্থহীন!

টিনা চারদিকে তাকাল। ড্রয়িংরুমে সাজানো বিয়ের উপহারের বাক্স, ফুলের মালা, অতিথিদের ফেলে যাওয়া চায়ের কাপ—সবই ঠিকঠাক। দেওয়ালের ওপরে বহুদিন আগের পারিবারিক ছবিগুলো আগের মতোই ঝুলছে। কোথাও এমন কোনো ইঙ্গিত নেই, যা তার মনে জেগে ওঠা সন্দেহকে সত্যি বা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে।

ধীরে ধীরে তার বুকের ভেতরে অদ্ভুত এক শীতলতা নেমে এল।

মনে হলো, ভুলটা হয়তো কোনো মানুষের নয়…

ভুলটা যেন বাস্তবতার!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দীপনের দিকে চোখ পড়ল টিনার। দীপন সেই পরিচিত মৃদু হাসি মুখে নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল—ঠিক যেমনটা সে বহুবার স্বপ্নে দেখেছে। টিনাও তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। দীপন টিনার হাত ধরে নিয়ে গেল বারান্দায়। বারান্দায় ঝুলে আছে নানা রঙের পেটুনিয়া ফুল।

টিনার মনে হলো, সে ঘুমে স্বপ্ন দেখছে; বেশি ভাবতে গেলেই হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে। আবার মনে হলো—এ কী করে সম্ভব! প্রশ্নগুলো মনের ভেতরে তখনও অমীমাংসিত।

‘পর্দা ও পর্দার বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই টম ও জেন্ডায়ার রসায়ন’

টম হল্যান্ড ও জেনডায়া

প্রথমবার পিটার পার্কার এবং এমজে চরিত্রে অভিনয় করার প্রায় এক দশক পর টম হল্যান্ড ও জেনডায়া হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অন-স্ক্রিন জুটি হিসেবে নিজেদের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছেন। ২০১৭ সালে ‘স্পাইডার-ম্যান: হোমকামিং’-এর মাধ্যমে শুরু হওয়া এই সফর এখন এসে পৌঁছেছে নতুন পর্ব ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’-তে। সময়ের সাথে সাথে তাদের পর্দার এই রসায়ন বাস্তবেও রূপ নিয়েছে। বর্তমানে এই তারকা জুটি বিবাহিত।

‘হোমকামিং’ মুক্তির সময় টম ও জেনডায়া দুজনেরই বয়স ছিল ২০ বছর। বর্তমানে ‘ব্র্যান্ড নিউ ডে’-এর মুক্তির সময় টমের বয়স ৩০ এবং জেনডায়ার ২৯। দীর্ঘ এই সময়ে তাদের বন্ধুত্ব প্রেমে রূপ নেয় এবং পরবর্তীতে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ভক্তরা মনে করেন, তাদের বাস্তব জীবনের এই বন্ধন পর্দায় পিটার ও এমজে-এর রসায়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তাদের এই বাস্তব জীবনের বন্ধন অভিনয়ে প্রভাব ফেলছে কি না—এ নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন নতুন ছবির পরিচালক ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন। তিনি বলেন, পর্দা ও পর্দার বাইরে—উভয় ক্ষেত্রেই টম হল্যান্ড ও জেন্ডায়ার রসায়ন খুবই চমৎকার।

পরিচালক ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন এক সাক্ষাৎকারে জানান, অভিনয়শিল্পী হিসেবে তাদের দক্ষতার কাছ থেকে এই স্বাভাবিক সংযোগকে আলাদা করা অসম্ভব। তারা দুজনই অসাধারণ অভিনয়শিল্পী। তাই পর্দায় যা দেখা যায়, তার কতটুকু তাদের অবিশ্বাস্য প্রতিভা আর কতটুকু স্বাভাবিক রসায়ন, তা আলাদা করা খুবই কঠিন।

কেবল পিটার ও এমজে নয়, জ্যাকব ব্যাটালন অভিনীত ‘নেড’ চরিত্রটিকে নিয়ে এই ত্রয়ী একাধিক চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে একসাথে বেড়ে উঠেছেন।

ক্রেটন জানান, তাদের একসাথে বিশাল ইতিহাস রয়েছে। ক্যামেরার বাইরেও তারা একে অপরের সঙ্গ সত্যিকার অর্থেই উপভোগ করেন, যা দৃশ্যগুলোকে মজাদার করে তোলে। এতে পরিচালনার কাজটাও সহজ হয়।

স্পাইডার-ম্যান সিরিজে হোমকামিং (২০১৭), ফার ফ্রম হোম (২০১৯) এবং নো ওয়ে হোম (২০২১)-এর পর এবার আসছে ব্র্যান্ড নিউ ডে। বাংলাদেশে ব্র্যান্ড নিউ ডে আগামী ৩০ জুলাই (বৃহস্পতিবার) মুক্তি পাবে।

দর্শকরা পিটার এবং এমজে-কে আড়ষ্ট হাইস্কুল সহপাঠী থেকে এমসিইউ-এর অন্যতম আবেগপূর্ণ প্রেমের গল্পে পরিণত হতে দেখেছেন। গত এক দশকে অভিনয়শিল্পীরা নিজেরাও একসাথে বেড়ে ওঠায় ক্রেটন বিশ্বাস করেন, এই স্বাচ্ছন্দ্য এবং ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিকভাবেই পর্দায় ফুটে ওঠে, যা ভক্তদের স্পাইডার-ম্যানের গল্পের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষায় থাকতে বাধ্য করে। **বিনোদন ডেস্ক**

সম্পর্ক ভেঙে গেলেও জীবন থেমে থাকে না : লোপেজ

বিশ্বখ্যাত হলিউড গায়িকা ও অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজের ব্যক্তিগতজীবন বরাবরই আলোচনায় থেকেছে। চারবার বিয়ে করেছেন এবং চারবার বিচ্ছেদ হয়েছে এ অভিনেত্রীর। সম্পর্ক, আত্মসম্মান ও নতুনভাবে জীবন শুরু করার বিষয়ে নিজের উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন তিনি।

চারবারের বৈবাহিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি বলেও উল্লেখ করেন জেনিফার লোপেজ। তার বিশ্বাস—সম্পর্ক ভেঙে গেলেও জীবন থেমে থাকে না। বরং সেই অভিজ্ঞতা মানুষকে আরও শক্ত, আত্মবিশ্বাসী ও পরিণত করে তোলে।

সম্প্রতি এক টকশোতে জেনিফার লোপেজ বলেন, মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো নিজের সঙ্গে। কোনো সম্পর্কই একজন মানুষের আত্মসম্মান, মানসিক শান্তি কিংবা আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বড় হতে পারে না।

অভিনেত্রী বলেন, কোনো সম্পর্ক যদি দুই পক্ষের জন্যই ভালো না হয়, তাহলে সেটি শেষ করার সিদ্ধান্তকে ব্যর্থতা হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং এটি অনেক সময় সাহসী ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। একটি সম্পর্কের সমাপ্তিই অনেক সময় জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে বলে জানান তিনি।

জেনিফার লোপেজ বলেন, একসময় তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের পূর্ণতা একজন জীবনসঙ্গীর মাধ্যমেই আসে। তবে সময়ের সঙ্গে সেই ধারণা বদলে গেছে। এখন তিনি মনে করেন, আগে নিজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। কারণ নিজের ভেরে শান্তি না থাকলে অন্য কারও সঙ্গে সুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সম্পর্কে কে কাকে ছেড়ে গেল সেটি বড় বিষয় নয়। বরং বিচ্ছেদের পর কে নিজেকে আরও শক্ত, পরিণত ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারল, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পর্ক ভাঙার পর একাকিত্বকে ভয় না পেয়ে নিজেকে সময় দেওয়ার পরামর্শও দেন জেনিফার লোপেজ। তিনি বলেন, নিজের কঠিন সময়গুলোতে ধ্যান, শরীরচর্চা, কাজ এবং সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন।

তিনি আরও বলেন, শুধু ভালোবাসা বা রোমান্টিক অনুভূতি একটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে না। পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস, ধৈর্য এবং খোলামেলা যোগাযোগ ছাড়া কোনো সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শুধু একা থাকার ভয় থেকে সম্পর্কে থাকা উচিত নয়; বরং এমন সম্পর্কেই থাকা উচিত, যেখানে দুজন মানুষই একে অপরের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। **বিনোদন ডেস্ক**

জেনিফার লোপেজ

‘বাজে বাবার’ তালিকায় নতুন যুক্ত হল টম ক্রুজ

হলিউডের তারকা অভিনেতা টম ক্রুজের মেয়ে সুরি ক্রুজ বাবার পদবি ত্যাগ করেছেন। ২০ বছর বয়সী সুরি এখন ‘সুরি নোয়েল’ নামে পরিচিত হচ্ছেন বলে খবর দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পেজ সিক্স। এর মধ্য দিয়ে টম ক্রুজও হলিউডের সেইসব তারকা বাবাদের তালিকায় যুক্ত হলেন, যাদের সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন বা জটিল।

টম ক্রুজ ও অভিনেত্রী কেটি হোমসের একমাত্র সন্তান সুরি। ২০১২ সালে ক্রুজ ও হোমসের বিচ্ছেদের সময় সুরির বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। বিচ্ছেদের পর হোমস মেয়ের পূর্ণ হেফাজতের দায়িত্ব পান। সে সময় বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, সুরিকে টম ক্রুজের ধর্মীয় বিশ্বাস ‘সায়েন্টোলজির’ প্রভাব থেকে দূরে রাখতেই হোমস পূর্ণ হেফাজতের আবেদন করেছিলেন।

বর্তমানে সুরি যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পেজ সিক্সের হাতে আসা ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত নথি অনুযায়ী, তিনি এখন ‘সুরি নোয়েল’ নাম ব্যবহার করছেন। ‘নোয়েল’ হলো তাঁর মা কেটি হোমসের মধ্য নাম। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোথায় এবং কবে নাম পরিবর্তনের আবেদন করা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়। পেনসিলভানিয়ায় এই ধরনের কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, নিউইয়র্কে নাম পরিবর্তনের আবেদন করা হয়ে থাকতে পারে, যেখানে এ ধরনের নথি সাধারণত গোপন রাখা হয়। সম্প্রতি টিএমজেড জানিয়েছে, সুরি এডিনবার্গ ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে ‘মিডসামার!’ নাটকের একটি প্রযোজনায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, তিনি বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভিনয় জগতের কাছাকাছি থাকলেও নিজের পরিচয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন।

সুরির সঙ্গে টম ক্রুজের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই বিচ্ছিন্ন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। একইভাবে হলিউডের আরও কয়েকজন তারকা বাবার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ব্র্যাড পিটের সন্তানদেরও কয়েকজন তাঁর পদবি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর রয়েছে। অন্যদিকে ডেভিড বেকহ্যামের ছেলে ব্রুকলিনের সঙ্গেও পরিবারের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে সম্প্রতি নানা আলোচনা হয়েছে।

সুরির পদবি পরিবর্তন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও, তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে দেখছেন। কারণ, কোনো সন্তানের জীবনে বাবা অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পদবি বহন করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কি না—এই প্রশ্নও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। **বিনোদন ডেস্ক**

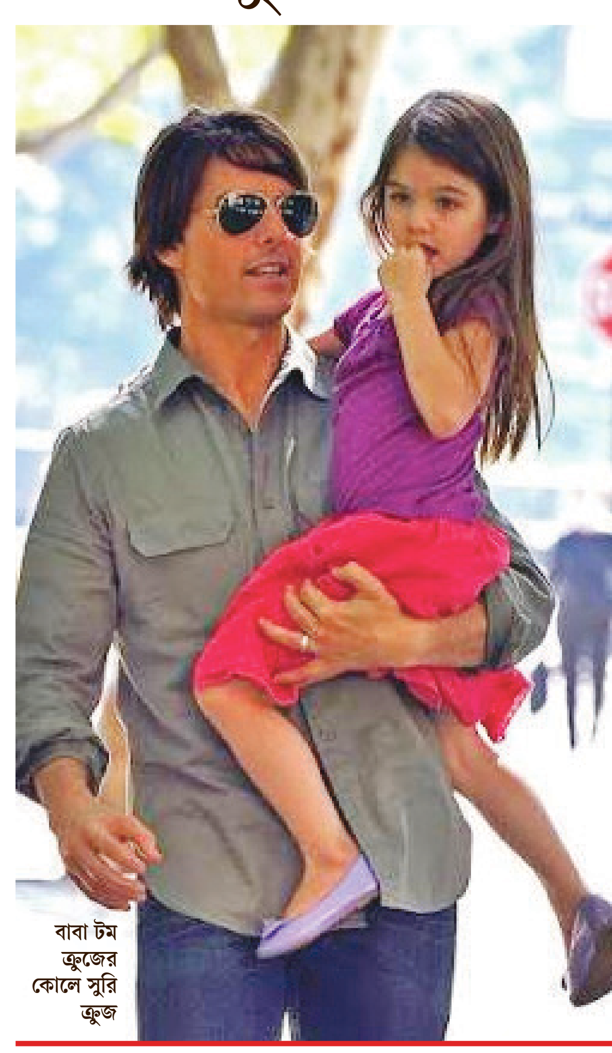

বাবা টম ক্রুজের কোলে সুরি ক্রুজ

এবার গানে দর্শকদের মাতাবেন অপূর্ব

গায়ক হিসেবে আগামী ৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের মঞ্চে উঠতে যাচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে ‘অপূর্ব লাইভ মিউজিক্যাল নাইট’। অনুষ্ঠানের আয়োজক ড্রিমবক্স এন্টারটেইনমেন্ট। অনুষ্ঠানে প্রায় দুই ঘণ্টা গানে গানে দর্শকদের মাতাবেন অপূর্ব।

এদিকে কনসার্ট ঘোষণার পর দর্শকদের সাড়া পেয়ে আবেগাপ্লুত অপূর্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘সত্যি বলতে, ঘোষণা দেওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এত অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য সাড়া পাব, কখনো কল্পনাও করিনি। এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের কারণেই এই যাত্রা আমার জন্য আরও বেশি বিশেষ হয়ে উঠেছে।’

একক সংগীত প্রসঙ্গে জিয়াউল ফারুক অপূর্ব যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেলিফোনে একটি গণ মাধ্যমকে

বলেন, অভিনয়ের পাশাপাশি গান গাওয়া আমার ভীষণ পছন্দের। বিভিন্ন সময় বন্ধুদের আড্ডায় গান গেয়েছি। অনেক ঘরোয়া আয়োজনেও গান গাইতে হয়েছে। আমার অভিনীত বেশ কয়েকটি নাটকে আমার কণ্ঠে গান রয়েছে। আমেরিকার এই আয়োজনে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে আমাকে গান গাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমার পছন্দের শিল্পীদের গানগুলো গাওয়ার চেষ্টা করব। মাঝে হয়তো নিজের গাওয়া নাটকের একটি গানও গাইব।

তিনি আরও বলেন, যারা এই একক কনসার্টের আয়োজন করেছে, তারা আগামীতে অন্য শিল্পীদেরও প্রাপ্য সম্মান দিয়ে গান গাওয়াবে বলে বিশ্বাস করি। দারুণ একটা আয়োজনে আমাকে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার পরে যারা এখানে গান করবেন, তাদের জন্যও এটা ভালো কিছু হবে বলে আশা করছি। **বিনোদন ডেস্ক**

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
➤ আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
➤ বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
➤ কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
➤ ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
➤ যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

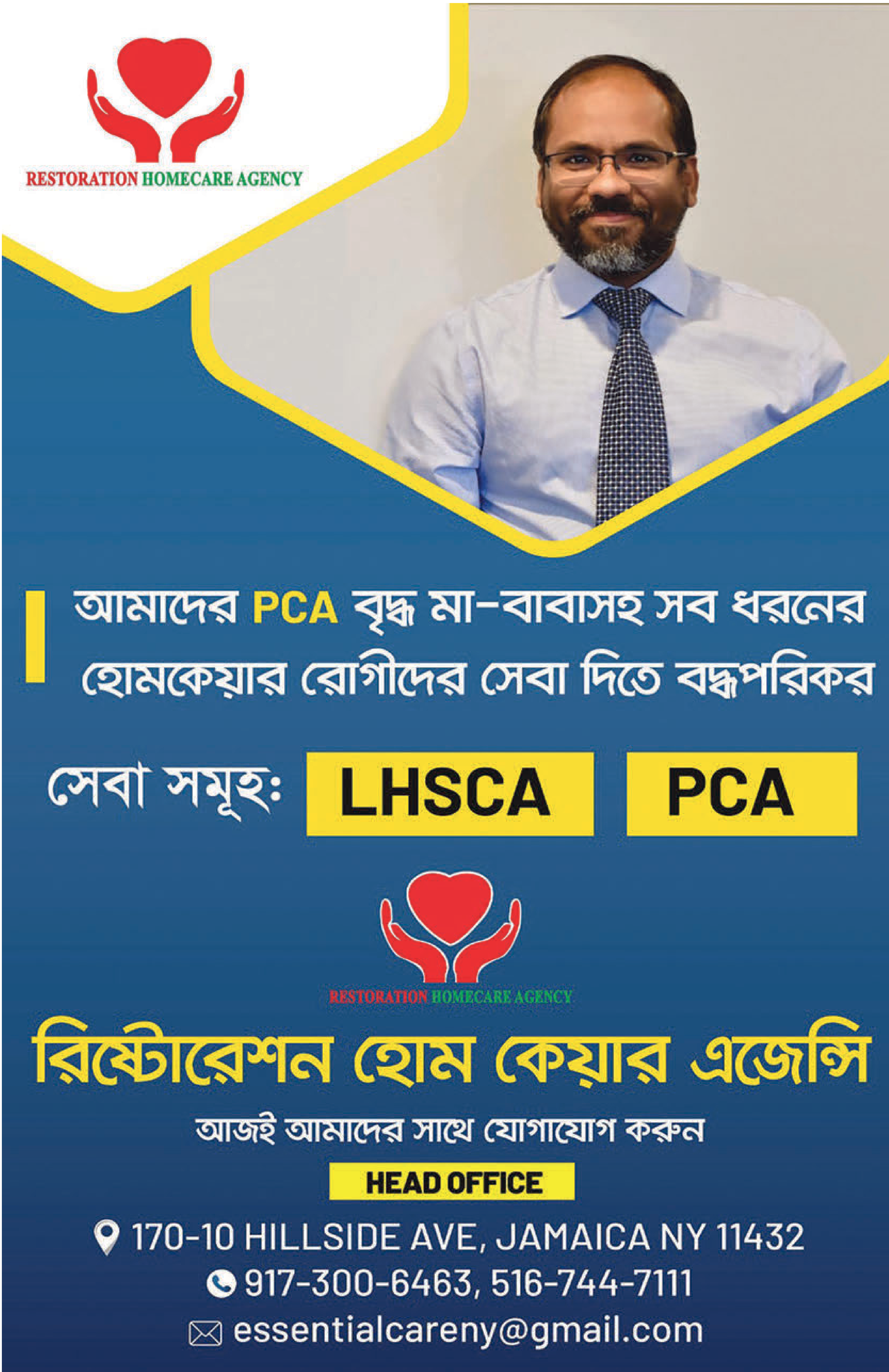
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহঃ
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 30 July 2026, 10th Year, Issue 489

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৯

নিউইয়র্কে যুবদল নেতা জাকিরের ওপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ওজোন পার্ক এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী জাকির এইচ চৌধুরীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

বিমানবন্দরে ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ বিদেশিদের ধরপাকড়ে আইস

বাড়ছে উদ্বেগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়া বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দরকেন্দ্রিক অভিযান জোরদার করেছে মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (আইস)। নতুন এ পদক্ষেপের ফলে বৈধভাবে গ্রিন কার্ড বা ভিসা নবায়নের আবেদন চলমান থাকা অনেক অভিবাসীও আটক হচ্ছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বিশিষ্ট শিল্পপতি মুনিরুল ইসলাম ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানার টাইটেল স্পন্সর শিল্পপতি মুনিরুল ইসলাম

আয়োজকরা জানান লস অ্যাঞ্জেলেসের অনেক কৃতী ব্যক্তি এবারের ফোবানা আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

উত্তর আমেরিকার বিশিষ্ট শিল্পপতি মুনিরুল ইসলাম ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬-এর টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিতব্য এই বৃহৎ আয়োজনে অংশ নিতে পেরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে কনভেনশন সফল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আয়োজকরা জানান, লস অ্যাঞ্জেলেসের অনেক কৃতী ব্যক্তি এবারের ফোবানা আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৌশলী। তাঁরা স্টেট ও ফেডারেল পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

অ্যাসাইলাম প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন

লাখো অভিবাসীকে কোর্টে পাঠাবে ট্রাম্প প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্রাম্প প্রশাসন অ্যাসাইলাম প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শ্রেণির আশ্রয়প্রার্থীদের আর ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের (ইউএসসিআইএস) আশ্রয় কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়া হবে না। পরিবর্তে তাদের মামলা সরাসরি ইমিগ্রেশন কোর্টে পাঠানো হবে, যেখানে তারা বহিষ্কার (রিমুভাল) কার্যক্রমের মুখোমুখি হবেন।

সোমবার (২৭ জুলাই) ঘোষিত এ অন্তর্বর্তীকালীন চূড়ান্ত বিধি মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হয়। এ নিয়মের ওপর আগামী ৬০ দিন জনমত গ্রহণ করা হবে। ইউএসসিআইএসের তথ্য অনুযায়ী, নতুন নীতির আওতায় প্রায় ৪ লাখ ৪৪ হাজার অ্যাসাইলাম মামলা প্রভাবিত হতে পারে। একটি মামলায় একজন ব্যক্তি কিংবা একটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রায় ১৪ লাখ ঝুলে থাকা অ্যাসাইলাম আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে এবং ব্যবস্থার অপব্যবহার কমবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

উত্তর আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্রের নতুন দিগন্ত

২ আগস্ট নিউইয়র্কে ‘বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’

রোকেয়া দীপা

বাংলা চলচ্চিত্রের বিশ্বায়নে এবং প্রবাসে রুচিশীল বিনোদনের শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে নিউইয়র্কে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এর আত্মপ্রকাশমূলক আসর। প্রিয়জন ফিল্মস ও লেমন স্টুডিওর যৌথ উদ্যোগে এবং আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের (এবিপিএ) সহযোগিতায় এ উৎসবের পর্দা উঠছে ৩০ জুলাই।

তিন দিনব্যাপী বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে উৎসবটি চূড়ান্ত রূপ নেবে ২ আগস্ট জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের মূল আয়োজনে। সেখানে বিজয়ী নির্মাতাদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি বসবে দেশ-বিদেশের তারকা ও চলচ্চিত্রকর্মীদের মিলনমেলা। সম্পূর্ণ আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, অর্থাৎ এতে অংশ নিতে কোনো প্রবেশমূল্য বা টিকিট লাগবে না (এন্ট্রি ফ্রি)।

মূল আয়োজনের আবাহন হিসেবে আগামী ৩০ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত চলবে বাছাইকৃত বাংলা চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী। আন্তর্জাতিক এই মঞ্চে স্থান পেয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র,এই তিনটি ধারা।

প্রথম দিন ৩০ জুলাই উৎসবের সূচনা দিনে স্থান পেয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘বিলাই’, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তৈরি তথ্যচিত্র ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এবং সোহেল রানা বয়াতীর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নয়া মানুষ’।

দ্বিতীয় দিন ৩১ জুলাই প্রদর্শিত হবে দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র—‘ইশপাইট’ ও ‘The Eternal Journey’। একই সাথে প্রদর্শিত হবে মিশুক মনি পরিচালিত আলোচিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দেয়ালের দেশ’।

তৃতীয় দিন ১ আগস্ট প্রদর্শনী পর্বের শেষ দিনে দেখানো হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আমেরিকান ড্রিম’ ও ‘ঈদ মোবারক’। পাশাপাশি থাকছে রাইসুল ইসলাম অনিকের ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ এবং প্রসূন রহমানের ‘শিকড়’,এই দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

আমেরিকায় প্রথাগত উৎসবের বাইরে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক ও গুণগত বিকাশে কাজ করতে চান আয়োজকেরা।

উৎসবের আহ্বায়ক অলিভ আহমেদ এ বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, “আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য একটি মজবুত ও পেশাদার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সচেষ্ট। প্রথাগত নাচ-গান কিংবা গণহারে ক্রেস্ট বিতরণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত শিল্পকে মূল্যায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

Law Firm of Farhan Aryan P.C
+1 (844) 343 2529 Ext: 101
(Attorney and Counsellor at Law)
State of New York and Federal District Court
আপনার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা আছি আপনার পাশে...
আমাদের সেবা সমূহ
ইমিগ্রেশন • রিয়েল এস্টেট
পার্সোনাল ইনজুরি • ল্যান্ডলর্ড এন্ট টিন্যান্ড
72-85 Broadway, office #213, Jacksons Heights, NY 11372

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি • IMMIGRATION (Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$775*
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $589+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্ব-ওমরাহ্‌ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ:
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স: INDIVIDUAL TAX RETURN, CORPORATE TAX RETURN, SMALL BUSINESSES TAX RETURN, SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং: PAYROLL, W2S, 1099S, FINANCIAL STATEMENT, SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE 2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY | FLYER
E-MAIL PRINT | A-SIGN
BANNER | CARGO
MONEY TRANSFER | FEDEX/UPS
BUSINESS CARDS | CELL PHONE
CUSTOM T-SHIRT | MUG PRINTING
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com